To

HENRY WOODROW, ESQ. M. A.

INSPECTOR OF SCHOOLS PRESIDENCY DIVISION.

IN ADMIRATION

OF HIS MANY EMINENT

QUALIFICATIONS AND SCIENTIFIC

AND LITERARY ATTAINMENTS;

HIS WELL KNOWN SYMPATHY FOR THE PEOPLE;

AND HIS PHILANTHROPIC LABOURS

FOR THE PROMOTION OF

MASS EDUCATION

IN

BENGAL.

THIS BOOK

IS RESPECTFULLY DEDICATED,

BY

THE AUTHOR.

PREFACE

THE object of this Work is to explain the principles of Book-keeping and Zemindari and Bazar Accounts in a simple and popular way, elucidating them by practical examples, so as to enable the students of ordinary capacity to familiarise themselves readily with the subject. Accordingly the author has abstained as far as possible from giving abstract rules, but he has given copious examples of the various entries usually occuring in the books of Mahajans and Zemindars. The supposed transactions of a retail dealer and of a wholesale firm for a month, and of a Zemindar for a year, have in each case been detailed out through a complete set of books with explanations of each particular kind of entry where it occurs. It will be desirable for those studying the subject, after following a particular transaction through each entry in the examples, to reproduce the entries in a set of blank books with which they must provide themselves and afterwards compare them with the examples in the Book and rectify the mistakes, if any.

The first part of this Book contains Book-keeping by Single and Double Entry; the second, Zemindari Account; and the third, Bazar Account. This is the first Treatise in Bengalee on Book-keeping by Double Entry.

Forms of Commercial and Zemindari letters have also been given in an Appendix.

If this Treatise is carefully studied, it is presumed that the student will acquire a sufficient knowledge of Book-keeping and Zemindari Account to enable him to become a useful assistant in any Mercantile Office, or in a Zemindari Establishment.

The best thanks of the author are due to his respected friend, Baboo Ishan Chandra Mookerjee for the valuable assistance he has rendered in looking over and revising a portion of this Treatise.

CALCUTTA,
Jora Bagan, No. 9.
The 7th April, 1875.

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৯	জমা করিতে হইবে	খরচ পড়িবেক
৩২	২১	খাতার	খাতায়
৪৪	২৯	মেং জনহিগুন	শ্রীযদুনাথ ঘোষ
৪৯	৩০	মেং জনহিগুন সাহেবের	শ্রীযদুনাথ ঘোষের
৪৫	২৭,২৮,২৯	১০৫	১৫০
৪৬	১৫	পাইবার	পাঠাইবার
৭৭	১৮	৫/৪	৫/৩
৭৭	২০	৩/৩	৩/৪
১১২	৩	পাট্যায়	পাধ্যায়
১২০	৭	সালে ৫ই কার্ত্তিক	সালের ৫ই কার্ত্তিকে

সূচী।

মহাজনী দর্শন।

প্রথমপ্রস্ত কাগজ

তকরারী জমাখরচের উদাহরণ।

দ্বিতীয়প্রস্ত কাগজ

পেটাও বহী।

জমিদারী হিসাব।

বাজার হিসাব।

বাজার হিসাব।

পরিশিষ্ট।

সোজা ও তকরারী জমাখরচী হিসাব অনুসারে মহাজনী দর্পণ।

পরিভাষা।

যে বিদ্যাদ্বারা মহাজনী অর্থাৎ বাণিজ্যসংক্রান্ত হিসাবের কাগজপত্র প্রস্তুত করিবার সুপ্রণালী শিক্ষা করা যায়, তাহাকে খাতারকমী বিদ্যা বা মহাজনী দর্পণ কহে।

মহাজনেরা খাতার দ্বারাই তাঁহাদের বিষয়ব্যাপারের প্রকৃত অবস্থা অবগত হন।

খাতা দুই প্রকারে রক্ষিত হয়, সোজা জমাখরচ ও তকরারী জমাখরচ।

সামান্য আয়ব্যয়ের স্থলে সোজা জমাখরচ ব্যবহৃত হয়।

বাহুল্য আয়ব্যয়ের স্থলে অর্থাৎ যে কারবারে মোটমোট ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে, তথায় তকরারী জমাখরচই ব্যবহৃত হয়। তকরারী জমাখরচের রীতি পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে প্রচলিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই হিসাব অনুসারে আয়ব্যয় ও স্থিতির অর্থাৎ সম্পত্তির নিরূপণ, অনায়াসে হইয়া থাকে।

তকরারী জমাখরচের মৌলিক তত্ত্বগুলি অবগত হইবার পূর্ব্বে, সোজা জমাখরচের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভ্যাস করা আবশ্যক।

মজুদ অর্থাৎ নগদ টাকার কারবার সোজা জমাখরচে চলে; এই জমাখরচে কেবল একখানা জাবেতা ও এক খানা খতিয়ানের প্রয়োজন হয়।

জাবেতা খাতাতে মহাজনের নিজের দেনাপাওনা প্রভৃতি প্রথমতঃ জমাখরচ করিতে হয়, পরে যেমন টাকা আয় ও ব্যয়, অথবা দ্রব্য খরিদ ও বিক্রয় হইতে থাকে, তেমনি একে একে তৎসমুদায় জমাখরচ করিয়া যাইতে হয়।

মহাজনী বর্ণন।

খতিয়ান খাতাতে প্রথমে আসামীর নাম লিখিতে হয়, পরে ব্যবসায়সম্বন্ধে সে ব্যক্তি খাতক কি মহাজন* তাহা স্থির করিয়া খরচ কিম্বা জমা তাহার সম্মুখে লিখিবেক। খাতক ও মহাজন কি রূপে জানিতে হইবে তাহার বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

যে ব্যক্তি ক্রয় করে সেই খাতক, তাহার নামে খরচ পড়ে; এবং যে বিক্রয় করে সেই মহাজন, তাহার নামে জমা হয়। যথা—

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু খরিদারকে(২) আমি ধারে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিলাম, তাহাতে ঐ খরিদার খাতক হইলেন; ঈশানচন্দ্র বসু খাতে ঐ দ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্য জমা করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ দোকানদারের কাছে আমি দ্রব্যাদি ধারে ক্রয় করিলাম, তাহাতে ঐ দোকানদার মহাজন হইল; রামগোপাল ঘোষ খাতে ঐ দ্রব্যের পরিমাণ এবং মূল্য জমা করিতে হইবে।

যদি তহবিল হইতে কোন ব্যক্তিকে নগদ টাকা দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ঐ টাকার নিমিত্ত তহবিলের খাতক হইবে, এবং যাহার নগদ টাকা লইয়া ঐ তহবিলে রাখা যায়, সেই ব্যক্তি ঐ টাকার কারণ তহবিলের মহাজন হইবে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে ঋণ গ্রহণ কিম্বা পরিশোধ করিলেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে জমাখরচ করিতে হইবে। অধমর্ণ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার কাছে কর্জ্জ করে সে আমার খাতক, তাহার নামে খরচ পড়ে; উত্তমর্ণ অর্থাৎ যাহার নিকট আমি কর্জ্জ করি সে আমার মহাজন, তাহার নামে জমা হয়। আমি যাহার ঋণ পরিশোধ করি, সে ব্যক্তি আমার খাতক, তাহার নামে খরচ লিখিতে হয়। এবং যে ব্যক্তি আমার ঋণ পরিশোধ

---

* যে ব্যক্তি দ্রব্যাদি বিক্রয় করে বা টাকা কর্জ্জ দেয় অথবা দূরদেশ হইতে দ্রব্যাদি আনয়ন করে, তাহাকে উত্তমর্ণ বা মহাজন কহে।

যে ব্যক্তি কোন মহাজনের নিকট টাকা কর্জ্জ লয়, তাহাকে অধমর্ণ বা খাতক কহে।

(২) যে ব্যক্তি মহাজনের নিকট দ্রব্য ক্রয় করে, তাহাকে খরিদার কহে।

করে, সে আমার মহাজন, তাঁহার নামে আমাকে জমা করিয়া রাখিতে হয়।

জাবেতা খাতাতে প্রত্যেক আসামীর মত জমাখরচ থাকে, তাহা শ্রেণীবদ্ধ ও একত্র করিয়া খতিয়ান বহীতে লিখিতে হইবে এবং হিসাবের পত্রে "জমা" এবং "খরচ" এই দুই শব্দ দুই দিকে লিখিবে। খাতায় আসামীর নাম শিরোনামার মত লিখিয়া বাম দিকে জমা লিখিবে, এবং ডাইন দিকে খরচ লিখিবে। এই দুই দিকে জাবেতা খাতাতে যে সকল জমাখরচ থাকে, তাহা সমুদায় খতিয়ান করিবে; যথা রামগোপাল ঘোষ যেযে দ্রব্য আমার কাছে ধারে খরিদ করিয়াছেন, খতিয়ানে তাঁহার নামে ঐ সকল দ্রব্য খরচের দিকে খতাইবে, এবং তিনি যাহা দিয়াছেন তাহা ঐ খাতার বাম দিকে জমার নিম্নে জমা করিবে, যেহেতু আমি তাঁহাকে যাহা ধারে বিক্রয় করিয়াছি, তাহা তাঁহার খাতায় খরচ পড়িবে এবং তিনি যাহা আমাকে দিয়াছেন তাহা জমা হইবে। এই হিসাবে জমা ও খরচের যে অন্তর তাহাকে বাকি কহে।

১২৮১ সালের ১লা বৈশাখে রামগোপাল ঘোষের নিকট আমার ১০০ টাকা পাওনা স্থির করিলাম, সেই টাকাই আমার মূলধন; ২রা তারিখে উক্ত রামগোপালের কাছে ফি গজ ৸০ আনা হিসাবে, ৮০ গজ লংক্লথ কাপড় খরিদ করিলাম; ৩রা তারিখে ঐ ৮০ গজের মধ্যে ৪০ গজ কাপড় গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে, ফি গজ এক টাকার হিসাবে, মুদ্দতে বিক্রয় করিলাম; ৪ঠা তারিখে গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কাপড়ের দামের মধ্যে এক দফা ২০ টাকা দিলেন; এই কারবারের যে জাবেতা ও খতিয়ান করিতে হইবে, তাহার প্রণালী নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

মহাজনী দীপিকা।

জাবেতা।

শ্রীশ্রীঈশ্বরায় নমঃ।

সন ১২৮১ সাল।

বিতারিখ ——— ১লা বৈশাখ ———

রোজ ——— রবিবার ———

দিনায় জাবেতা সেহা ———

জমা ——— খরচ ———

শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ
খাতে খরচ ———
নিমর্জ্জিম ১নং খাতায় বাকি ———
——— ১০০৲

বিতারিখ ——— ২রা বৈশাখ ———

জমা ——— খরচ ———

শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ
খাতে জমা ———
৮০ গজ লংক্লথ কাপড় ———
দর ৸৹ আনা হিঃ ৬০৲

বিতারিখ ——— ৩রা বৈশাখ ———

জমা ——— খরচ ———

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
খাতে খরচ ———
৪০ গজ লংক্লথ দর ১ হিঃ ——— ৪০৲

বিতারিখ ——— ৪ঠা বৈশাখ ———

জমা ——— খরচ ———

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
খাতে জমা ———
দঃ কাপড়ের দামের মধ্যে
——— ২০৲

পূর্ব্বোক্ত হিসাব খতিয়ান করিবার প্রথা।

একতা সমুদায় কাগজ রূল করিয়া তাহার বাম দিকে জমা ও দক্ষিণ দিকে খরচ লেখ।

পরে বাবু রামগোপাল ঘোষের নাম পত্তন করিয়া খরচের ১০০ টাকা দক্ষিণদিকে খতাও এবং ২রা তারিখে তাহার জমা ৬০ টাকা বামে খতিয়ান কর।

অনন্তর বাবু গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম পত্তন করিয়া, ৩রা তারিখে তাহার খরচ ৪০ টাকা খরচে খাতাও এবং ৪ঠা তারিখে তাহার জমা ২০ টাকা জমায় খতিয়ান কর।

যখন সমুদায় জমাখরচ খতিয়ান হইবে, তখন প্রত্যেক হিসাবের বাকি ফাজিল কাটিয়া যে ন্যূনাতিরেক হইবে, সেই ছিট যে দিকে কম সমষ্টি সেই দিকে ধরিয়া দুইদিকের সমষ্টি সমান করিবে।

সোজা জমাখরচের খতিয়ান।

শ্রীশ্রীঈশ্বরায় নমঃ।

সন ১২৮১ সাল

হিসাব শ্রীরামগোপাল ঘোষ।

জমা	খরচ
২ রা বৈশাখ ১২৮১——৬০,	১ লা বৈশাখ ১২৮১ —— ১০০,
৮০ গজ কাপড় বাবুদ——	দঃ গতসনের ১ম. [illegible]াগের ——
দর ফি গজ ৸০ হি ——	খাতার বাকি —— ——
————৬০	—— —— ————১০০ ০
বাকি————৪০	
১০০	১০০

হিসাব শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

জমা	খরচ
৪ঠা বৈশাখ——১২৮১——২০	৩ রা বৈশাখ ১২৮১——৪০
————২০	৪০ গজ কাপড় বাবুদ
বাকি————২০	————৪০
৪০	৪০

আমার যে পাওনা তাহা পূর্ব্বোক্ত হিসাব দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছে। এই পাওনা এবং এক্ষণে আমার হস্তে যে টাকানগদ আছে, এবং আমার কাপড় যাহা অবিক্রীয় আছে তাহার ক্রয় মুল্য ধরিয়া যে টাকা হয়, এই সকল সমষ্টি করিয়া আমার সমুদায় সম্পত্তি স্থির হয়। এই সম্পত্তি পূর্ব্বের পুঁজির সহিত মিলাইয়া দেখিলে লাভ কি ক্ষতি হইল তাহা স্থির হইতে পারে। যথা—

বাবু রামগোপাল ঘোষের কাছে পাওনা	৪০
,, গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে পাওনা	২০
আমার হস্তে নগদ তহবিল মজুদ	২০
কাপড় অবিক্রীত মজুদ ৪০ গজ, খরিদ দর ফি গজ ৬০ হিঃ	৩০
আমার এক্ষণকার সম্পত্তি	১১০
আমার পূর্ব্বের পুঁজি	১০০
লাভ	১০ টাকা

এই কারবারে ৪০ গজ কাপড়, ফি গজে ।০ আনার হিসাবে মুনফা লইয়া, বিক্রয় দ্বারা ১০ টাকা লাভ হইল।

সোজা জমাখরচ।

সোজা জমাখরচে কেবল হিসাবের কাগজ দেখিয়া, কি কি দ্রব্য অবিক্রয় রহিল, এবং কত লাভ বা ক্ষতি হইল তাহা বলিতে পারা যায় না। সামান্য ব্যবসা হইলে নগদা আসামীদিগের হিসাব ধরিয়া কিছু কিছু বুঝা যায়, নতুবা এ জমা খরচে, কেবল মহাজনের দেনা পাওনা ভিন্ন, অন্য কোন বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ অবগত হওয়া যায় না।

কারবারের তাবৎ হিসাব না ধরিলে অবিক্রীত দ্রব্য কত আছে, এবং কোন্ দ্রব্যের কত লাভ বা ক্ষতি হইল তাহা সোজা জমাখরচে বুঝিতে পারা যায় না। যথা—আপনার অবিক্রীত দ্রব্য মাপ কিম্বা ওজন করিয়া তাহার ক্রয়মুল্য, মজুত তহবিল এবং লহনা,

এই সকল সমষ্টি করিয়া আসল পুঁজির সহিত মিলাইয়া দেখিলে লাভ লোকসান জানা যায়।

সোজা জমাখরচে মহাজনের সম্পত্তি নিরূপণ করা সুবিধা নহে। পুঁজির তাবৎ দ্রব্যাদি না ধরিয়া হিসাব করিলে, হিসাবে ভ্রম হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইহার দ্বারা চুরি নিবারণের কোন উপায় নাই, অথবা কাগজের কোন ভুল বা কৃত্রিম হিসাব ধরা পড়ে না; কিন্তু ঐ সকল দোষ তকরারী জমাখরচে বিশেষরূপে ধরা পড়ে। হিসাব শুদ্ধরূপে রাখা কেবল তকরারী জমাখরচের দ্বারা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

তক্‌রারী জমাখরচ।

তকরারী জমাখরচে জাবেতা, রোকড় ও খতিয়ান এই তিন প্রকার খাতার প্রয়োজন হয়।

যে কাগজে দৈনন্দিন আয়ব্যয়, কি খরিদবিক্রয় উপস্থিত মতে স্পষ্ট ও বিস্তারিত করিয়া লিখিতে হয়, তাহাকে জাবেতা কহে।

রোকড় খাতাতেও ঐ সকল বিষয় জমাখরচ করিতে হইবেক। এই খাতায় খাতক মহাজনের অর্থাৎ কাহার নামে জমা ও কাহার নামে খরচ পড়িবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। রোকড়ে জমা ও খরচ নির্দ্দিষ্ট হইলে, খতিয়ানে জমাখরচ করিবার অতি সুবিধা হইয়া থাকে। বাহুল্য আয়ব্যয়ের স্থলে তকরারী জমাখরচই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রতিদিন বিতারিখ দিয়া, সেই তারিখের জমাখরচ যত ফর্দ্দে সাঙ্গ হয় লিখিয়া, ঠিক দিয়া তাহার নিচে কৈফিয়ত কাটিতে হয়। ঐ কৈফিয়ত অনুসারে তহবিলের টাকা দিনদিন মিলান যায়। মজুত টাকা কোন প্রকারে কাহার হাওলাত (১) থাকিলে, ঐ কৈফিয়তের মজুদ টাকার নীচে বাদ দিয়া, নগদ মজুত ও হাওলাত এই দুই বাদ লিখিয়া যাহার যে পরিমাণ হাওলাত তাহা লেখা হয়।

রোকড়ের যে এক খণ্ড খসড়া হইয়া থাকে, তাহাকে কাঁচা খাতা

---

(১) অল্প দিনের নিমিত্ত বিনা সুদে ও বিনা লেখাপড়ায় যে টাকা ধার দেওয়া যায়, তাহাকে হাওলাত কহে।

কহে। ঐ কাঁচা খস্‌ড়া হইতে যে বাঁধা খাতায় পরিষ্কার রূপে লেখা হইয়া থাকে, তাহাকে পাকা খাতা কহে।

খাতকমহাজন অর্থাৎ জমাখরচ নির্দ্দিষ্ট করিবার ধারা যে দপা দোজা জমাখরচে কথিত হইয়াছে, ইহাতেও সেইরূপ। কিন্তু তফাৎ এই কারবারী জমাখরচে কারবারী ব্যক্তিদিগের নাম যেমন খাতায় জমা খরচ পড়ে, কারবারের দ্রব্যাদির নামেও সেইরূপ হইয়া থাকে; যেমন অমুক ব্যক্তি অমুকের খাতক লেখা যায়, তেমনি অমুক দ্রব্য অমুক দ্রব্যের খাতক বলিয়া লিখিতে হয়।

যদি আমি ঈশানচন্দ্র বসুকে ধারে কাপড় বিক্রয় করি, তবে রোকড়ে এই লিখিতে হইবে, ঈশানচন্দ্র বসু কাপড়ের খাতক, অর্থাৎ ঈশানচন্দ্র বসু খাতে খরচ, কাপড় খাতে জমা পড়ে। যদি আমি শিবচন্দ্র দত্তের কাপড় ধারে ক্রয় করি, তবে কাপড় শিবচন্দ্র দত্তের খাতক লিখিতে হইবে, অর্থাৎ শিবচন্দ্র দত্ত খাতে জমা, কাপড় খাতে খরচ পড়ে। নগদ টাকায় যদ্যপি কোন বেচাকেনা করি কিম্বা কোন দ্রব্যের সহিত কোন দ্রব্যের মার্জা (বিনিময়) করি, তবে নীচের নিয়মানুসারে জমাখরচ করিতে হইবেক।

যে দ্রব্য পাওয়া যায় অর্থাৎ ঘরে আইসে সেই দ্রব্য খাতক, কারণ সেই দ্রব্য খরিদখাতে খরচ পড়ে; এবং যে দ্রব্য দেওয়া যায় অর্থাৎ যাহা বাহিরে যায় সেই মহাজন, কারণ সেই দ্রব্য বিক্রয় খাতে জমা হয়।

যদি আমি নগদ টাকা দিয়া কাপড় ক্রয় করি, তাহা হইলে রোকড়ে এই লিখিতে হইবে ;—কাপড় নগদ তহবিলের খাতক অর্থাৎ কাপড় খাতে খরচ, তহবিল খাতে জমা হইবেক। যদ্যপি কাপড় নগদ টাকায় বিক্রয় করি, তবে তহবিল কাপড়ের খাতক লিখিতে হইবে, অর্থাৎ কাপড় খাতে জমা, তহবিল খাতে খরচ পড়িবেক। পরে দ্রব্যের দর, পরিমাণ, এবং মোটের বিবরণ লিখিতে হইবে।

যখন দুই তিন আসামী কিম্বা দ্রব্য এক কাগজের ভিতরে জমাখরচ করিতে হয়, তখন "বিবিধ" এই সংজ্ঞা ব্যবহার করিতে হয়, যথা—যদি আমি কাপড় বিক্রয় করিয়া কতক নগদ টাকা পাইলাম, কতক পাওনা রহিল; তাহলে, বিবিধ আসামী কাপড়ের খাতক, এইরূপ রোকড়ে

লিখিতে হয়, অর্থাৎ বিবিধ খাতে খরচ ছড়িয়া কাপড় খাতে জমা হইবেক; এখানেও দর প্রভৃতির বিবরণ লিখিতে হইবেক।

যে সকল লোকের সহিত দেনা পাওনা থাকে, কিম্বা যে সমস্ত দ্রব্য খরিদবিক্রয় হয়, এবং যেযে বাবের জমা ও খরচ রোকড়ে থাকে, তত্তৎ লোকের বা খরিদ বিক্রয়ের ও বাবের এক কি ততোধিক হিসাবের ফর্দ্দে পৃথক্ লিখিতে হয়। সন আখিরীতে ঐ সকল হিসাবের জমা ও খরচে ঠিক দিয়া বাকী কাটিলে দেনাপাওনা, লাভনোক্সান জানা যায়। নগদ বিক্রয়ের স্থলে জমাখরচ কোন ব্যক্তির হিসাবে না হইয়া জিনিসের খতিয়ানে হইবে, অর্থাৎ রোকড়ের লিখিত জমা খতিয়ানের জমার ঘরে ও রোকড়ের লিখিত খরচ খতিয়ানের খরচের ঘরে পড়িবেক। এই খতিয়ান অনুসারে রেওয়া অর্থাৎ সালতামামী নিকাসী কাগজ প্রস্তুত হয়।

জমার অঙ্ক বেশী হইলে জমার ঠিকের নিম্নে খরচ বাদ, এবং খরচের অঙ্ক বেশী হইলে খরচের ঠিকের নিম্নে জমা বাদ দিতে হইবে। এবং জমার নিম্নের বাকী টাকাকে দেনা ও খরচের নিম্নের বাকী টাকাকে পাওনা গণ্য করিতে হইবেক। জমাখরচ উভয় তুল্য হইলে খরচের নিম্নে জমা বাদ দিয়া বাকী শূন্য করিতে হইবে।

এক প্রকার খাতার জমাখরচ যদ্যপি রোকড়ে নানা স্থানে লিখিত হইয়া থাকে, তবে খতিয়ানে তৎসমুদায় একত্র করিয়া খতাইতে হইবে। প্রত্যেক খতিয়ানে সোজা জমাখরচের মত, জমার দিকে জমা, খরচের দিকে খরচ খতাইতে হইবে; কিন্তু এস্থলে এক খাতা দুইবার খতিয়ান করিতে হয় বলিয়া, ইহাকে দোহারা অর্থাৎ তকরারী হিসাব কহে।

খতিয়ানে তিন প্রকার খাতা নির্দ্দিষ্ট আছে,—কারবারী ব্যক্তির খাতা, দ্রব্যাদির খাতা এবং বাজে খাতা।

কারবারী ব্যক্তির খাতা, সোজা হিবাবে যে রূপ, তকরারী হিসাবেও সেইরূপ খতিয়ান হয়। রোকড়ে কোন ব্যক্তির নামে যেমন জমা কিম্বা খরচ পড়ে অর্থাৎ সে ব্যক্তি খাতক কিম্বা মহাজন লেখা থাকে, খতিয়ানেও সেইরূপ লিখিতে হয়। যদ্যপি রোকড়ে মহাজন বোধক অর্থাৎ জমা শব্দের ব্যবহার না থাকে, তথাচ কে মহাজন তাহা অনায়াসে

বুঝিতে পারা যায়। হিসাব উল্টা করিয়া দেখিলেই মহাজন অর্থাৎ জমা বোধ হইয়া থাকে, যথা,—কাপড় ঈশানচন্দ্র বসুর খাতক, তবে ঈশানচন্দ্র বসু কাপড়ের মহাজন হইলেন।

কোন ব্যক্তির নিজ হিসাবসকলও এইরূপ জানিবে। ঈশানচন্দ্র বসুর নিজ খাতায় যে সকল বাবুদে খরচ পড়িয়াছে, সেই সকল বিষয়ের নিমিত্ত তিনি আমার খাতক হইয়াছেন, এবং যে সকল বাবুদে জমা হইয়াছে, সেই সকল বিষয়ের কারণ আমি তাঁহার খাতক হইয়াছি। এই দুই দিকের অন্তরকে বাকী কহে। যদি খরচের দিকে বাকী বেশী হয়, তবে ঈশানচন্দ্র বসু আমার খাতক এবং যদ্যপি জমার দিকে বেশী হয়, তবে আমি অবশ্যই তাঁহার খাতক হইব।

যে খাতায় সওদাগরী দ্রব্য, মজুদ তহবিল, জাহাজ, বাটী, ইত্যাদি বস্তুর জমাখরচ পতন করিতে হয়, তাহাকে আসল খাতা কহে। যেমন রোকড়ের অন্যান্য হিসাবের জমার দিকে জমা, খরচের দিকে খরচ খতিয়ান হয়, সেইরূপ কোন দ্রব্য খরিদ করিলে, সেই দ্রব্যের খাতায় খরচের দিকে খতিয়ান হয়; এবং যখন ঐ দ্রব্য কিম্বা তাহার কিয়দংশ বিক্রয় হয়, তাহা ঐ খাতার জমার দিকে জমা হয়, ইহাতে ঐ দ্রব্যের যত অবিক্রয় থাকে, এবং প্রত্যেক দ্রব্যে কি লাভ লোকসান হইল তাহা যখন ইচ্ছা তখনি অবগত হওয়া যাইতে পারে।

মজুদ তহবিলখাতায় যাহা জমা হয়, তাহা ঐ খাতার খরচের দিকে খতিয়ান হয়, যাহা খরচ হয়, তাহা জমার দিকে খতিয়ান হয়।

ধনীর নিজ খাতা এবং লাভ ও লোকসানের খাতাকে বাজেখাতা কহে।

ধনীকে অর্থাৎ কাগজ পত্রের এবং কারবারের কর্ত্তাকে নিজ খাতা কহে। ধনীর যে সকল দেনা থাকে, তাহা নূতন কাগজের নিজ খাতার খরচের দিকে খতিয়ান করিতে হয়; এবং ধনীর নিজের নগদ পুঁজি, দ্রব্যাদি এবং পাওনা যাহা থাকে, তাহা ঐ খাতার জমার দিকে জমা করিবেক। এই দুইদিকের কৈফিয়ৎ কাটিলে মহাজনের সম্পত্তি স্থির হইতে পারে। ব্যবসায় দ্বারা যে কিছু লাভ ও লোকসান হয়, তাহাকে মুনফা ও ক্ষতি কহে। ব্যাজ, বেতন ইহাদিগকেও ক্ষতি বলিয়া ধরিতে হয়। ক্ষতি খরচের দিকে আর মুনাফা জমার দিকে খতিয়ান করিতে হয়।

এই দুই দিকের কৈফিয়ৎ কাটিলে মোট লাভ কি লোক্সান জানিতে পারা যায়।

মাসিক আয় ব্যয়ের জমাখরচকে মাস্কাবার কহে। জমা বা খরচের মোট সংখ্যা ও স্থূল লিখিত বিষয়কে সদর এবং তাহার অন্তর্গত বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত দৈনন্দিন আমামীওয়ারী জমা বা খরচের অঙ্ককে মফস্বল কহে।

আয় হইতে ব্যয় বাদে অবশিষ্ট যে টাকা স্থিত থাকে, তাহাকে মজুদ কহে।

রোকড়ে কোন ব্যক্তির নামে টাকা জমা কি খরচ পড়িলে, ঐ ব্যক্তির ধাম লিখিতে হইবে। রোকড়ের কোন হিসাবে খতিয়ান হইলে, ঐ হিসাবের পার্শ্বে (।।) একরূপ চিহ্ন দিতে হইবেক; তাহাতে জানা যায় যে, ঐ হিসাব খতিয়ানে উঠিয়াছে।

বৎসরের শেষ দিবসে অর্থাৎ আগামী সনের খাতা পত্তনের পূর্ব্ব দিবস মজুদ মাল ঐ দিবসে বাজার দরে বিক্রয় জমা করিতে হয়, ও ঐ মজুদ মাল আগামী সনের খাতায় খরচ লিখিতে হয়। ইহা ভিন্ন মজুদের সহিত সাম্বৎসরিক লাভ লোক্সানের হিসাব পরিষ্কার হয় না।

বাৎসরিক আয় ব্যয়ের বিবরণপ্রদর্শক যে কাগজ, তাহাকে সালতামামী নিকাশী জমা খরচ কহে।

তকরারী জমাখরচের সংক্ষিপ্ত উদাহরণ।

প্রথম প্রস্ত জাব্দা বহী।

শ্রীশ্রীঈশ্বরায় নমঃ।

সন ১২৮১ সাল।

বিতারিখ ——————— ১ লা বৈশাখ

রোজ——————— রবিবার ———

দিনায় জাব্দা পেশ্তা—

জমা——————————খরচ——————

শ্রীরামগোপাল ঘোষ————

খরচ————

দং গতসনের ১ দাগের————

খাতার বাকী বাবদি————

টাকা——————————৸০

বিতারিখ——————২ রা বৈশাখ

রোজ——————————সোমবার

দিনায় জাব্দা শেহা——————————

জমা——————————————খরচ——————————

শ্রীরামগোপাল ঘোষ————

জমা————

৮০ গজ কাপড় বাবুদ————

দর প্রতিগজ ৸০ আনার হিঃ

টাকা——————৬০

বিতারিখ——————৩রা বৈশাখ

রোজ——————————মঙ্গলবার

দিনায় জাব্দা শেহা——————

জমা——————————————খরচ——————

শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—

খরচ————

৪০ গজ কাপড় বিক্রয় বাবুদ—

দর প্রতি গজ ১ টাকার হিঃ—

টাকা——————৪০

বিতারিখ——————৪ঠা বৈশাখ

রোজ——————————বুধবার

দিনায় জাব্দা শেহা——————

জমা———————————খরচ———————————

শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জমা ———

দং কাপড়ের দামের মধ্যে

টাকা——————২০

প্রথম প্রস্ত রোকড় বহী।

শ্রীশ্রীঈশ্বরায় নমঃ।

সন ১২৮১ সাল।

বিতারিখ——————১লা বৈশাখ

রোজ——————রবিবার

দিনায় রোকড় রূপেয়া————

জমা———————————খরচ———————

নিজ খাতে ——————

জমা ———১০০

দং সাবেক হিসাবের বাকী—

জমা খরচি ———

টাকা————১০০

শ্রীরামগোপাল ঘোষ খাতে

খরচ———১০০

সাবেক হিসাবের দং বাকী———

জমা খরচি ——

টাকা————১০০

বিতারিখ——————২রা বৈশাখ

রোজ——————সোমবার

দিনায় রোকড় রূপেয়া———

জমা———————————খরচ———————

শ্রীরামগোপাল ঘোষ খাতে

জমা———৬০

৮০ গজ কাপড় বাবুদ

দর ফি গজ ৵০ হিসাবে

টাকা————৬০

কাপড় খরিদ খাতে——

খরচ——————৬০

শ্রীরামগোপাল ঘোষ

৮০ গজ, দর ফি গজ ৵০ হিঃ

টাকা—— ——৬০

বিতারিখ————৩রা বৈশাখ

রোজ——————মঙ্গলবার

দিনায় রোকড় রূপেয়া————

জমা	খরচ
কাপড় বিক্রয় খাতে	শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় খাতে
জমা——৪০	খরচ——৪০
শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪০ গজ কাপড় বাবতে——
৪০ গজ দর প্রতি গজ ১ হিঃ	দর কি গজ ১ হিঃ ——
টাকা——৪০	টাকা——৪০

বিতারিখ ——— ৪ঠা বৈশাখ

রোজ ——— বুধবার

দিনায় রোকড় রূপেয়া———

জমা	খরচ
শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	মজুদ তহবিল খাতে
খাতে জমা —— ২০	খরচ
দং কাপড়ের দামের মধ্যে	টাকা——২০
টাকা——২০	

খতিয়ান বহীতে ডাইনদিকে খরচ ও বামদিকে জমা লিখিত হইয়া থাকে। ইংরাজী খতিয়ান বহীর প্রত্যেক পত্রের বামদিকে তারিখের স্থান রাখিতে হয়, আর ডাইনদিকে রোকড়ের পান্নার অর্থাৎ যে যে পত্রের হিসাব খতিয়ান হয়, সেই পত্রের পত্রাঙ্ক বসাইবার স্থান রাখিতে হয়।

রোকড় বহীতে যাহার পর যে খাতা জমাখরচ হইয়াছে, খতিয়ানেও সেইরূপে খাতা পত্তন হইয়া থাকে, কেবল নিজ খাতা প্রথমতঃ পত্তন করিতে হয়।

পূর্ব্বে যে উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে নিজ খাতা মহাজন, রামগোপাল ঘোষ খাতক, অর্থাৎ নিজ খাতে জমা, রামগোপাল ঘোষ খাতে খরচ; অতএব নিজ খাতার প্রথমতঃ জমা খতিয়ান হইবেক, পরে রামগোপাল ঘোষের খাতায় খরচ খতিয়ান হইবেক।

এইরূপ অন্যান্য খাতা দুইবার রোকড়ে খতিয়ান করিতে হইবেক। যেমন রোকড়ের দোসরা তারিখের জমাখরচ খতিয়ান হইয়াছে,

কাপড় খাতক, রামগোপাল ঘোষ মহাজন অর্থাৎ কাপড় খাতে খরচ রামগোপাল ঘোষ খাতে জমা পড়িয়াছে।

তেসরা ও চৌঠা তারিখের জমাখরচও ঐ রূপে খতিয়ান হইয়াছে, যথা—গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় খাতক ও কাপড় মহাজন অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় খাতে খরচ, কাপড় খাতে জমা হইয়াছে। পরে মজুদ তহবিল খাতক, গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাজন অর্থাৎ মজুদ তহবিলে খাতে খরচ, গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় খাতে জমা হইয়াছে।

খতিয়ান বহীতে যেযে খাতা একবার পত্তন হইয়াছে, সেই সেই খাতা [illegible] কিন্তে যেন তত্তৎখাতা পুনর্ব্বার পত্তন না হয়।

প্রথম প্রস্ত খতীয়ান বহী।

শ্রীশ্রীঈশ্বরায় নমঃ।

সন ১২৮১ সাল।

হিসাব নিজ খাতা।

[illegible] খরচ

১লা বৈশাখ ——— ১০০

মাং শ্রীরামগোপাল ঘোষ

টাকা ——— ১০০

লা[illegible] লোকস্থান ——— ১০

মু[illegible] ——— ১০

১১০ বাকী ——— ১১০

হিসাব শ্রীরামগোপাল ঘোষ।

জমা		খরচ	
২রা বৈশাখ		১লা বৈশাখ	
৮০ গজ কাপড় বাবদে ৬০		খোদ ধনী	১০০
দর প্রতি গজ ৮০ হি		টাকা ১০০	
টাকা ——— ৬০			১০০
	৬০		
বাকী ——— ৪০			
	১০০		

হিসাব কাপড় খাতা।

জমা		খরচ	
৩রা বৈশাখ		২ রা বৈশাখ	৬০
মাং গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		৮০ গজ কাপড় খরিদ বাবতে	
৪০ গজ কাপড় বিক্রয়	৪০	দর ফি গজ ৷৵০ হি	
৪০ গজ অবিক্রীত		টাকা ৬০	
ফি গজ ৷৵০ হিঃ	৩০		৬০
৮০ গজ	৭০	মুনাফা	১০
			৭০

হিসাব শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

জমা		খরচ	
৪ঠা বৈশাখ	২০	৩রা বৈশাখ	৪০
কাপড়ের দরের মধ্যে		৪০ গজ কাপড় বাবতে ফি গজ	
টাকা ২০		১ টাকা হি ৪০	
	২০		৪০
বাকী	২০		
	৪০		

হিসাব মজুত তহবিল।

জমা		খরচ	
		৪ঠা বৈশাখ	
		মাং শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২০
		টাকা ২০	
বাকী	২০		২০

হিসাব লাভ নোক্সান খাতা।

জমা		খরচ	
মাং কাপড় খাতা	১০	ধনী	১০
মুনাফা বাবতে ১০		দং মুনাফা ১০	
	১০		১০

হিসার লহনা খাতা।

জমা	খরচ
ধনীর নিজের সম্পত্তি ——১১০	বাবতে রামগোপাল ঘোষ—৪০
মজুদ——১১০	কাপড় খাতা——৩০
	গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—২০
	মজুদ তহবিল——২০

রেওয়া করিবার প্রথা।

রেওয়া দ্বারা কারবারের বাৎসরিক আয়, ব্যয়, মুনাফা এবং দেনা-পাওনা বিশেষরূপে জানা যায়। খতিয়ান দৃষ্টে এই কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কাগজ কেহ কেহ নক্সাওয়ারী মতে প্রস্তুত করে, এবং জমিদারী মতালাকের সালতমামী জমাখরচের ন্যায় মফস্বল সহিত লিখিয়া থাকে।

যেমন রোকড়ের জমা এবং খরচের অঙ্ক খতিয়ানের জমা ও খরচের ঘরে পড়ে, তেমনি খতিয়ানের জমা ও খরচ বাদ কাটিয়া যে অবশিষ্ট অঙ্ক জমা ও খরচের নিম্নে থাকে তাহা রেওয়ার জমা ও খরচের ঘরে রাখিতে হইবে; তাহার অন্যথা হইলে কিম্বা রোকড় কি খতিয়ানের কোন স্থানে কোন ভুল হইলে মোট মিল হইবে না।

দেনা ও মুনফা রেওয়ার জমার ঘরে রাখিতে হইবে, এবং খরচ ও বিলাতবাকী রেওয়ার খরচের ঘরে পড়িবে। মুনাফার যে পরিমাণ, তাহার নীচে ঐ খরচ বাদ দিয়া নিকর মুনাফা জানিতে হইবেক। নোক্সান থাকিলে ঐ নোক্সানের অঙ্ক মুনাফায় বাদ দিয়া মুনাফা ধর্ত্তব্য হইবে।

যখন রোকড় হইতে তাবৎ হিসাব খতিয়ানে দুইবার লিখিত হইবেক, এবং উভয় দিকের অর্থাৎ খরচের দিকের মোট ঠিক জমার দিকের মোট ঠিকের সহিত ঐক্য হইবেক, তখন এই হিসাব বিশুদ্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে।

সচরাচর এই পরীক্ষা একতা কাগজে ধারিতে হয়। ঐ কাগজে কর্ম্মের বাহুল্যতা বুঝিয়া প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, মাসিক অথবা বার্ষিক খতিয়ানে মোট উঠাইতে হয়। ঐ কাগজের বামদিকে জমা ও ডাহিনদিকে খরচ লিখিয়া, প্রত্যেক খাতার মোট জমাখরচ, জমার দিকে জমা ও খরচের দিকে খরচ বসাইতে হয়। যদি মুস্তবির কাগজে কুত্রাপি ভুল না থাকে, তবে দুই দিকের সমষ্টি তুল্য হইবে। পূর্ব্বোক্ত খতিয়ান কিরূপে ইংরেজী ও বাঙ্গালায় রেওয়া কষিতে হইবে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

ইংরেজী রেওয়ার প্রথা।

খরচ ——				জমা—
"	"	"	নিজ খাতা ——————	১০০
১০০,	"	"	শ্রী রামগোপাল ঘোষ ———	৮০
৬০,	"	"	কাপর খাতা ——————	৫০
৪০,	"	"	শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০
২০,	"	"	মজুদ তহবিল ———	০
২২০,				১১০,

বাঙ্গালা রেওয়ার প্রথা।

জমা (দেনা)		খরচ (পাওনা)	
নিজ খাতা ——————	১০০,	শ্রীরামগোপাল ঘোষ ———	৪০
মুনাফা ও নোক্সান খাতা	১০	কাপড় খাতা ———	৩০
		শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—	২০
		মজুদ তহবিল	২০
	১১০		১১০

খাতার বাকী ফাজিল করিয়া, খাতা মারাত্মক করিবার নিয়ম।

রোকড় খতিয়ান হইলে, লাভনোক্সানের এক খাতা আর বাকী জায়ের এক খাতা পত্তন করিতে হয়। যে পর্য্যন্ত অন্যান্য সমুদায় খাতার বাকী ফাজিল না হয়, সেই পর্য্যন্ত এই দুই খাতার, এবং মজুদ খাতার বাকী মারাত্মক করা উচিত নহে। অতএব, দ্বিতীয় হিসাবের শেষ কর, এবং যেখানে জমাখরচ হইয়া ৪০ টাকা বাকী হইয়াছে, ঐ বাকী যে

দিকের ঠিক কম আছে, সেই দিকে ধরিয়া দুই দিকের ঠিক সমান কর।

জমার দিকে যাহা বাকী হইয়াছে, তাহা রামগোপাল ঘোষের হিসাবে জমা করিয়া লহনার ফর্দ্দে খরচের দিকে লিখিয়া রাখ ; কারণ, রামগোপাল ঘোষের ঐ বাকী যদ্যপি এই হিসাবে জমা করিতে হয়, তবে পাওনা খাতায় ঐ টাকা খরচ লিখিতে হইবে।

এই নিয়মানুসারে সকল ব্যক্তির হিসাব বাকী ফাজিল করিয়া খাতা মারাত্মক করিতে হইবে ; কিন্তু যদ্যপি মহাজনী দ্রব্যাদির কতক অবিক্রয় থাকে, তবে ঐ খাতার দুই দফা বাকী ফাজিল করিবার আবশ্যক হয়। যথা, কাপড় খাতায় কত গজ কাপড় খরিদ বিক্রয় হইয়া জমাখরচ হইয়াছে, প্রথমে তাহার মিলন করিয়া যাহা বাকী মজুদ থাকে, তাহা ঐ খাতার যে দিকে ঠিক কম অর্থাৎ জমার দিকে ধরিলে, জমাখরচ দুই দিকের জুমুল ঠিক একসমান হইবে।

এইস্থলে ৪০ গজ কাপড় বাকী মজুদ ; ইহার ক্রয় মূল্য ৩০ টাকা। ঐ টাকা এই কাপড়ের হিসাবের জমার দিকে টানিয়া, লহনার খাতার খরচের দিকে লিখিয়া রাখিতে হইবে।

যখন দ্রব্যের অর্থাৎ কাপড়ের জমাখরচ এইরূপ নিকাশ হয়, তখন তাহার খরিদ বিক্রয়ের টাকা মিলাইলে ঐ দ্রব্যের লাভনোক্সান জানা যায়। এই কাপড়ের খাতায়, খরচের দিক্ অপেক্ষা জমার দিকে ১০ টাকা বেশী হইল, এই জন্য ঐ ১০ টাকা এই কাপড়ের হিসাবে খরচের দিকে টানিয়া মুনাফার খাতায় ঐ টাকা জমা রাখিতে হইবে।

গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের খাতা ও মজুদ তহবিলের খাতা এইরূপ বাকী ফাজিলের দ্বারা মারাত্মক করিয়া, হিসাব পরীক্ষা করিতে হইবে।

মুহুরির কাগজ পরীক্ষার ক্রম।

নিজ খাতা, লাভ ও নোক্সান খাতা, এবং লহনা খাতা, এই তিন খাতার হিসাব ব্যতিরেকে তাবৎ খাতা মারাত্মক করিতে হইবে। পরে লাভ ও নোক্সান খাতা মারাত্মক করিয়া মুনফার ১০ টাকা ঐ খাতায় খরচ লিখিয়া নিজ খাতায় জমা করিবে। অনন্তর নিজ খাতা মারাত্মক

করিলে যে ৯১০ টাকা বাকী মজুদ হইবে, তাহা এই খাতায় খরচ লিখিয়া লহনার খাতায় জমা করিবেক।

যদ্যপি এই বিষয়ে কোন ভুল না থাকে, তবে এই লহনার খাতায় জমাখরচ দুই দিকের একুন ঠিক সমান হইবে; এবং তদ্বারা কাগজেরও পরীক্ষা হইয়া যাইবে। এইরূপ পরীক্ষা তক্‌রারী হিসাবের সময় উপস্থিত হইয়া থাকে। এই পরীক্ষার কারণ নিম্নে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইতেছে।

লহনার হিসাবে খরচের দিকে অর্থাৎ পাওনার দিকে আমার মজুদ জিনিস, মজুদ টাকা ও যে সকল লহনা পাওনা আছে সমুদায় ধরা হইয়াছে। আর এই হিসাবের জমার দিকে অর্থাৎ দেনার দিকে যাহা আমার দেনা তৎসমুদায় ধরা হইয়াছে। এই জমা ও খরচ দুই দিকের অন্তর করিলে নিজ সম্পত্তি জানা যায়।

সম্পত্তি নিশ্চয়ের অন্য প্রথা এই, -মুনফা ও সাবেক পুঁজি দুই একত্র করিয়া, কিম্বা যাহা নোক্সান হয়, তাহা আসল পুঁজি হইতে বাদ দিয়া যাহা বাকী থাকে, তাহা লহনার ফর্দ্দে জমার দিকে ধরিলে, যদি কাগজ পত্রের কোন স্থানে ভুল না থাকে তবে দুইদিকের মোট সমান হয়।

হিসাবের ভিতর ভুল থাকিলেও লহনার হিসাবে দেনাপাওনা সমান হয়, খতিয়ান বহীতে এক আসামীর জমাখরচ অন্য আসামীর হিসাবে খতিয়ান হইলেও দেনা পাওনার হিসাবে অর্থাৎ লহনার হিসাবে জমুল ঠিকের কোন কমিবেশী হয় না। অতএব, পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা দ্বারা ইহা ধরা পড়ে না, কিন্তু মুহুরির কাগজে এ প্রকার ভুল কখন কখন অপ্রকাশ থাকে। যাহা হউক, এই সম্ভাবিত ভ্রান্তির নিবারণ করিতে হইলে, আসল খতিয়ান বহীর আর একখানা কজু খতিয়ান বহী করিবে, এবং ঐ দুই খানা খতিয়ান বহী দুইজন মুহুরিতে লিখিবে। সর্ব্বত্রেই এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, হিসাব দিনদিন কিম্বা সপ্তাহে সপ্তাহে কজু দিতে হয়, তাহা হইলে যখনকার ভুল তখনি সংশোধিত হয়। দুইখানা খতিয়ান বহীর কজু, পাকা রোকড় বহীর সহিত কজু দিতে হয়, একজন রোকড় ধরিয়া পড়িবেক, আর একজন খতিয়ান

বহী দেখিবেক, তাহা হইলে অনায়াসে দেখিতে পাওয়া যাইবেক যে, সমুদায় তকরারী জমাখরচী খতিয়ান বহীতে নিয়ম পূর্ব্বক খতিয়ান হইয়াছে কি না।

নূতন কাগজ আরম্ভ করিবার সময়, পুরাতন হিসাব অর্থাৎ পূর্ব্ব কারবারের রেওয়ার ফর্দ্দে মহাজনের সমুদায় রকমের ঠিকানা পাইবে, তাহা দেখিয়া নূতন হিসাব পত্তনের সময় মহাজনের নিজের সম্পত্তির র্দ্দ করিতে পারিবে। প্রথম প্রস্থ কাগজের মধ্যে এ সেরেস্তার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল না, দ্বিতীয় প্রস্থে দর্শিত হইবে।

দ্বিতীয় প্রস্ত কাগজ।

(বর্ত্তমান রীত্যনুসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ।)

তকরারী জমাখরচের ধর্ম্মানুসারে পূর্ব্ব প্রথার মত এ প্রথাতেও জাব্দা, রোকড় ও খতিয়ান বহীতে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে শৃঙ্খলাবদ্ধর অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়, কারণ সদর জাব্দা বহী ভাঙ্গিয়া অনেক পেটাও জাব্দাবহী করিয়া,প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত হিসাব রাখিতে হয়। সেই সকল পেটাও বহীর নাম যথা—

তহবীল বাকী বহী	চালান বহী
হুণ্ডির নকলবহী	সওদাবহী

নগদ টাকার জমাখরচ রাখিবার জাব্দাবহীকে তহবিলবাকী বহী কহে।

আমদানী ও রপ্তানি হুণ্ডি সকলের নকল রাখিবার জাব্দাবহীকে হুণ্ডির নকলবহী কহে।

মহাজনের নিজের কিম্বা আড়তের দ্রব্যাদির রপ্তানির হিসাব রাখিবার জাব্দাবহীকে চালানবহী কহে।

আড়তে যে সকল দ্রব্য আমদানী হয়, তাহার বিক্রয়ের হিসাব রাখিবার জাব্দা বহীকে সওদা বহী কহে।

জাব্দাবহীতে পূর্ব্বোক্ত কয়েক বিষয় ভিন্ন অন্যান্য কারবারের বিস্তারিত লিখিতে হয়, কিম্বা এই সদর জাব্দায় সকল বিষয়ের বিস্তারিত লিখিয়া, বিমজমী তহবিলবাকী বহী ইত্যাদি লিখিলে, ঐ সকল পেটাও বহীতে বিস্তারিত জানিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

সদর বহী সকলের ন্যায় পেটাও জাব্দাবহী সকলেরও অত্যন্ত আবশ্যক, কারণ যে সকল আড়তদারেরা দ্রব্যের আমদানীরপ্তানি করে, তাহারা সকলেই অবশ্য ব্যবসার রীতিমত এই সকল পেটাও বহীর এক এক প্রস্ত স্বস্ব নিকটে রাখিবেন।

গুজরৎ বা মারফৎ শব্দের অর্থ দ্বারা বুঝায়।

খোদ শব্দে স্বয়ং।

বাবতে [বাবুদ] শব্দের অর্থ সম্বন্ধে।

সফা শব্দের অর্থ পৃষ্ঠা।

প্রাপ্য আদায়কে ওয়াশীল কহে।

মোট মিলাইবার জন্য, এক ফর্দ্দের ঠিক অন্য ফর্দ্দে লিখিতে হয়, তাহা এই ফর্দ্দের উপারে টানিলে জের ও নিম্নে টানিলে ইজা কহে।

টাকার অঙ্কের পূর্ব্বে মবলগ লিখিতে হয়।

দিনার শব্দে দৈনিক বুঝায়।

কারবার ঘটিত বা সুবিধার নিমিত্ত, হুণ্ডি বিনিময় অথবা কোন কার্য্য করাইয়া লইলে যে কিছু দিতে হয়, তাহাকে বাঁটা কহে।

যাহারা দেশবিদেশে অনেক টাকার ব্যবসায় করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে হাউসওয়ালা কহে।

যাহারা কুঠী ও কল করিয়া নীল, রেশম প্রভৃতির ব্যবসায় করে, তাহাদিগকে কুঠিয়াল কহে।

যাহারা কমিসন লইয়া হুণ্ডি, বিল প্রভৃতির দ্বারা টাকা বিনিময়ের ব্যবসায় করে, তাহাদিগকে কুঠিওয়ালা কহে।

যাহারা দূরদেশ হইতে মাল চালানের কার্য্য করে, তাহাদিগকে সওদাগর বা মহাজন কহে।

যাহারা পরের মাল সংগ্রহ পূর্ব্বক দালাল দ্বারা তৎসমুদায় বিক্রয় করিয়া দেয়, ও উহার মূল্য হইতে কমিসন বাদ লয়, তাহাদিগকে আরতদার কহে। আড়তদারেরা যাহাদের মাল বিক্রয়ার্থ লয়, তাহাদিগকে ব্যাপারী কহে। যে স্থানে আরতদারেরা কার্য্য করে, তাহাকে আড়ত কহে। যাহার মূলধনে আড়তের কার্য্য চলে, তাহাকে আড়তের মহাজন কহে। আরতের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীকে গদিয়ান কহে। যাহারা মাল খরিদ বিক্রয়ের সময় ওজনের কমিবেশী ঠিক করে, তাহাদিগের নাম কয়াল। ঐ মাল যাহারা কাঁটায় চড়াইয়া দেয়, তাহাদিগকে চাপাদার কহে। আড়তদারদিগের নিযুক্ত যে সকল কর্ম্মচারী জলপথে ভ্রমণ করিয়া ব্যাপারী সংগ্রহ করিয়া আনে, তাহাদিগকে খালগস্তী কহে।

যাহারা কোন মালের গ্রাহক সংগ্রহ করে ও আপনাদিগের পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে সেই দ্রব্য বিক্রয় হইলে, উভয় পক্ষ হইতে শতকরা বা মণকরা কমিশন লয়, তাহাদিগকে দালাল কহে।

যাহারা কোন কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত ফুরান বা চুক্তি করিয়া লয়, তাহাদিগকে কন্‌ট্রাক্টর কহে।

জাবেতা অথবা রোজনামা বহী।

এই বহীর আরম্ভে মহাজনের নিজের সম্পত্তির তালিকা (যাহা পূর্ব্ব খতীয়ান বহীর বাকীজায় হিসাবে দেখিতে পাইবে) প্রথমে জমা খরচ করিবেক। তদনন্তর যখন যে কর্ম্ম উপস্থিত হইবেক, সেই বিষয় জমা খরচ করিয়া,যে মতালকের যে কর্ম্ম সেই মতালকের পেটাও বহীতে বিস্তারিত জানিবার বরাত দিবে; কারণ ঐ পেটাও বহীতে ঐ বিষয় বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। পেটাও বহীতে বরাত দিবার জন্য নিম্নলিখিত সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

বিমর্জ্জিম তহবিল বাকী বহী স্থলে	তঃ বাঃ বঃ
" হুণ্ডির নকল বহী "	হুঃ নঃ বঃ
" চালান বহী "	চাঃ বঃ
" সওদা বহী "	সঃ বঃ

এই সাঙ্কেতিক অক্ষর সকলের পার্শ্বে যে পত্রাঙ্ক থাকিবেক, সেই অঙ্কদ্বারা চালান বহী ও সওদা বহীর যে পত্রে ঐ বিষয় লিখিত আছে, তাহার ঠিকানা পাইবে। ঐ সাঙ্কেতিক অক্ষরের নিকটে হুণ্ডি ইত্যাদির সংখ্যা (নম্বর) লিখিয়া রাখিবে, এবং যে বিষয় বিমর্জ্জিম তহবিলবাকী বহী লিখিতে হইবেক, তাহাতে পত্রাঙ্ক দিবার প্রয়োজন নাই, শুদ্ধ তারিখ থাকিলে অনায়াসে ধরা পড়িতে পারে।

দ্বিতীয় প্রস্ত জাবেতা বহী।

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরায় নমঃ।

সন ১২৮১ সাল।

সাং কলিকাতা, সরকার শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ লাহা, ১২৮০ সালের ৩১এ চৈত্র পর্য্যন্ত খাতার নানা প্রকার দ্রব্য, আসামী, দেনা পাওনা ইত্যাদির তালিকা। তাং ১লা বৈশাখ ১২৮১ সাল।

বিতারিখ ১লা বৈশাখ।

রোজ সোমবার।

দিনায় জাবেতা সেহা

জমা অর্থাৎ দেনা		খরচ অর্থাৎ পাওনা	
মেং জন হিওনের নিকট কর্জ্জ লওয়া যায়	২০৫	বং মজুত তহবিল অর্থাৎ উপস্থিত সঞ্চিত ধন	৮০০
শ্রীচন্দ্রনাথ রায়ের নিকট কর্জ্জ লওয়া যায়	১২৫	বং হুণ্ডি আদেয় দঃ শ্রীউমাচরণ রায় সাকারা	
হুণ্ডি প্রদানেয় শ্রীতুলসীদাস পালের পাওনা, ২২৫ নং এক হুণ্ডি ২৮এ জ্যৈষ্ঠতে দেয়	৪০০	আমার পাওনা ১ হুণ্ডি নং ১০৭	৩৫০
		বং চিনির খাতা ৪০ মন চিনি মজুদ ৮।০ হিঃ	৩৩০
		বং শ্রীহরলাল দাসের খাতা বাং কর্জ্জ দেওয়া যায়	২৫০
	৭৩০		১৭৩০

বিতারিখ——————২রা বৈশাখ——

রোজ মঙ্গলবার

দিনায় জাবেতা সেহা——————

জমা————————————খরচ————————

লিনেন কাপড় খাতে খরচ——২৪০

দঃ নগদ খরিদ ৬০ থানের কাঃ

৪ হিঃ থান টাকা———২৪০

বিতারিখ——————৩রা বৈশাখ———

জমা——————————————খরচ——————

চিনি খাতে জমা————১৫০

দঃ নগদ বিক্রয়

১৫ মণের কাঃ ১০ হিঃ মণ

টাকা——১৫০

————————————

বিতারিখ——————৪ঠা বৈশাখ———

জমা——————————————খরচ——————

শ্রীহরলাল দাস খাতে

জমা——২০০

২০ থান কাপড় বাঃ ১০ টাকার

হিঃ ফি থান

টাকা——————২০০

বিতারিখ——————৬ই বৈশাখ-

জমা——————————————খরচ——————

মেং জন হিগুন খাতে খরচ——২০০

২৫ থান লিনেন কাপড় বাঃ

৮ টাকার হিঃ ফি থান

টাকা————————২০০

বিতারিখ————৭ই বৈশাখ——

জমা———————————খরচ————

শ্রীরামহরি বসু খাতে খরচ————১২০
১০ থান কাপড় বাঃ ১২ টাকার
হিঃ ১২০ টাকা, জায়——
নগাদ পাওয়া যায়——৬০
২ মাস মুদ্দত বাদে
পাওয়া যাইবেক——— ৬০

———————

বিতারিখ —— ———৮ই বৈশাখ —— ——

জমা————————————খরচ————

শ্রীযদুনাথ ঘোষ খাতে
জমা —— ২৪০
৮০ থান ছিট কাপড় বাং
৩ টাকার হিঃ ২৪০, জায়
নগাদ দেওয়া যায় ——১২০
২ মাস মুদ্দত বাদে
দেওয়া যাইবেক——১২০

বিতারিখ————৯ই বৈশাখ————

জমা———————————খরচ—— ——

মেং জন জেনিংস্ খাতে খরচ——২৮০
১০ থান লিনেন কাপড় ৯ হিঃ ৯০
৫ মণ চিনি————১২ হিঃ—৬০
১০ থান কাপড়—— ১৩ হিং ১৩০

———

২৮০ জায়
নগাদ পাওয়া যায়——১০০
মেং ওয়াল্টন কোংর
উপর হুণ্ডি নং ১ ৫০
১ মাস মুদ্দত বাদে——১৩০

———
২৮০

বিতারিখ——————১০ই বৈশাখ——————

দিনার জাবেতা সেহা——————

জমা——————————খরচ——————

মেং জন হিগুন খাতে খরচ——১৫০

নগদ দেওয়া যায় টাকা ১৫০

বিতারিখ—————১১ ই বৈশাখ——————

জমা——————————খরচ——————

শ্রীরামহরি বসু খাতে জমা ৬০

তাহার নিজের এককেতা

হুণ্ডি নং ২

টাকা ——৬০

——————

বিতারিখ——————১৩ ই বৈশাখ——————

জমা——————————খরচ——————

দস্তুরী খাতে জমা ———১২॥

শ্রীহরলাল দাসের

২৫০৲ টাকা পাঠাইতে

দস্তুরী ॥৹ হিঃ শতকরা

টাকা ————১২॥

বিতারিখ——————১৪ ই বৈশাখ——————

জমা——————————খরচ——————

শ্রীবনমালী দে খাতে	মেং জন পামর সাহেব খাতে
জমা ———৭৭৫	খরচ——৮২০
নানাবিধ বাণিজ্য দ্রব্য বাং	চালান (ইনভইস) অনুযায়ী
মূল্য দুই মাস মুদ্দত বাদে দেয়,	নানাবিধ বাণিজ্যদ্রব্য বাং—৭৭৫
৫ বস্তা চিনি, ১০ মণ ১০ হিঃ ১০০	জাহাজে পাঠাইতে বাজে
১০বস্তা সোরা, ২০ মণ ৩৫ হিঃ ৭৫	খরচ, ইনভইস বিং———২৫
১ গাটীরেসম, ১।০মণ ১০হিঃ সের৬০০	দস্তুরী শতকরা ২॥০ হিঃ ——২০
৭৭৫	৮২০

বিতারিখ——১৫ই বৈশাখ——

জমা——————খরচ——

লাভ ও ক্ষতি খাতে

জমা——৫০০

বিনিময় পত্র অনুসারে

দান প্রাপ্ত——৫০০

বিতারিখ—— ১৬ই বৈশাখ——

জমা—————খরচ——

শ্রীন[illegible]মালী দে খাতে

খরচ————৭৭৫

দং দেনা পরিশোধ ৭৭৫

এই টাকা হইতে

সালিয়ানা শতকরা

৬ হিঃ দুই মাসের ব্যাজ

কাটিয়া লইতে হইবেক ——৭৸

বিতারিখ—— ১৭ ই বৈশাখ——

জমা——————খরচ——

ছিট কাপড় খাতে

জমা——১৫০

দং নগদ বিক্রয়

৩০ থানের কাং ৫ হিঃ

ফি থান——১৫৲

বিতারিখ——————২০ এ বৈশাখ———

দিনায় জাবেতা সেহা

জমা——————————খরচ————

শ্রীযদুনাথ ঘোষ খাতে

খরচ——৫৫

৫ মণ চিনি বাঃ ১১ হিঃ

মণ——————৫৫

বিতারিখ——————২২ এ বৈশাখ

জমা——————————খরচ————

লাভ এবং ক্ষতি খাতে

খরচ———১০০

১ কেতা বেঙ্ক নোট

খোয়া যায়———১০০

বিতারিখ——————২৩ এ বৈশাখ———

জমা——————————খরচ————

জমা	খরচ
মরমেড জাহাজ দ্বারাআগত	মরমেড জাহাজ দ্বারাআগত
৪ পিপা অলিভতৈল বিক্রয় খাতে	৪ পিপা অলিভ তৈল
জমা——৩৫০	বিক্রয় খাতে খরচ—— ৩৫০
মেং জন পামর সাহেবের হিঃ	দস্তুরী বাং ২॥ হিঃ শতকরা ৮৲
মাং মেং জন হিওন	ঐ মাল জাহাজ হইতে
২ পিপা অলিভ তৈল—২০০	ঢোলাই দং বাজে খরচ—— ১৬।
	২৫
নগদ বিক্রয়	মেং জন পামার সাহেবের
২ পিপা ঐ———— ১৫০	হিসাবে জমা করিয়া
৩৫০	দেওয়া যায়———————৩২৫
	৩৫০

বিতারিখ—— —— ২৪ এ বৈশাখ——

দিনায় জাবেতা সেহা

জমা————————————খরচ——

শ্রীচন্দ্রনাথ রায় খাতে

খরচ——১৮০

৩০ থান ছিট কাপড় বাং

৬ হিং ফি থান—— ১৮০

বিতারিখ ———— ২৫ এ বৈশাখ————

জমা————————————খরচ——

শ্রীচন্দ্রনাথ রায় খাতে

খরচ——১১০

১০ মণ চিনির কাং

১১ হিঃ মণ—— —— ১১০

বিতারিখ————২৭ এ বৈশাখ————

জমা————————————খরচ————

ছিট কাপড় খাতে

জমা——৮০

দং নগদ বিক্রয়

২০ থানের কাং

৪ হিঃ————৮০

বিতারিখ—— —— ২৮ এ বৈশাখ—— ——

জমা————————————খরচ————

হুণ্ডি প্রদানেয় অর্থাৎ

কর্জ্জ কর্দ্দন খাতে জমা—— ৫০০

শ্রীবদনচন্দ্র দাস

দং ৫০ থান লাংক্লথ,

খরিদ ১০ টাকার হিঃ

ফি থান, বিমজ্জিম

১ নং এককেতা হুণ্ডি

টাকা —— —— ৫০০

শ্রীযদুনাথ ঘোষ খাতে

খরচ——১৬০

২০ থান লিনেন কাপড়

৮ টাকার হিঃ

টাকা————১৬০

বিতারিখ————২৯ এ বৈশাখ———

দিনায় জাবেতা সেহা

জমা——————————খরচ———

হুণ্ডি আদানেয় খাতে

জমা ——৩৫০

দঃ শ্রীউমাচরণ রায়ের

১ হুণ্ডি ডিস্‌কাউণ্ট করা

দায় টাকা ———৩৫০

ইহার মধ্যে ডিস্‌কাউণ্ট দেন।

বাদ পড়িবে————১

বিতারিখ——————৩১ এ বৈশাখ ———

জমা——————————খরচ————

মেং জন পামর খাতে

জমা——১০০০

দং রেঙ্গুণ হইতে গিলাণ্ডর

কোং উপর ১ হুণ্ডি আইসে

টাকা——————১০০০

হুণ্ডি প্রদানেয় খাতে খরচ—৪০০

বং তুলসীদাস পাল

দঃ তাহার পাওনা হুণ্ডি

ডিস্‌কাউণ্ট করিয়া লয়

টাকা——— ৪০০

ইহার মধ্যে ডিস্‌কাউণ্ট পাওনা

বাদ পড়িবেক——২

বিতারিখ——————৩১ এ বৈশাখ————

জমা——— ——— ——খরচ ————

লাভ ও নোক্সান খাতে

খরচ————১৫০

দং বাটী-ভাড়া, ঘর খরচ,

চাকরের মাহিনা,

বিমর্জ্জিম তহবিল খাতা

টাকা——————১৫০

———————————

পেটাও খাতা।

হুণ্ডি খাতা, চালান খাতা, বিক্রয় খাতা, এবং তহবিল খাতা এই গুলি পেটাও খাতার অন্তর্গত।

হুণ্ডিখাতা।

হুণ্ডির খাতাতে দেনা ও পাওনার বরাতি হুণ্ডি ইত্যাদির বিবরণ খতিয়ান রাখিতে হয়।

যে সকল খতপত্রের দ্বারা মহাজন আপনার টাকা আদায় করিয়া থাকে, তাহাকে হুণ্ডি আদানের অর্থাৎ পাওনা বরাত কহে। যে সকল খতপত্রের টাকা মহাজনকে দিতে হয়, তাহাকে হুণ্ডি প্রদানের অর্থাৎ দেনা বরাত কহে।

যখন পাওনা বরাত হস্তে আইসে, তখন হুণ্ডি খাতাতে তাহার হিসাব খতাইতে হইবেক; এবং যখন দেনা বরাতের টাকা প্রদান করিবে, তখন ও ঐরূপ হুণ্ডি খাতাতে সমুদায় বিষয়ের নকল রাখিবে। নিম্নে যে দুইখানা হুণ্ডির নকল প্রদত্ত হইল, উহা দেখিয়া হুণ্ডি খাতার উপযোগিতা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারিবে।

মেং জন জেনিংস, ওয়াল্টন কোংর উপর যে বরাত লেখেন, তাহার নকল নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই বিষয় হুণ্ডি পাওনা খাতায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীবদনচন্দ্র দাসকে যে টীপ লিখিয়া দেওয়া যায়, তাহার নকল নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই বিষয় হুণ্ডি দেনা খাতায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

ভরসা

জন জেনিংস
সাং বারাকপুর।

মেং ওয়াল্টন কোং

সাং কলিকাতা

সমীপেষু।

লিখিতং জন জেনিংস, কস্য বরাত পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। মহাশয়েরা শ্রীদুর্গাচরণ লাহাকে অথবা তিনি যাহাকে অনুমতি করিবেন তাহাকে এই বরাত মঞ্জুর হইবার দুইমাস পরে আমারি হিসাবে ৫০ টাকা দিবেন। ইতি তাং ৯ ই বৈশাখ ১২৮১ সাল।

তাং ৯ই বৈশাখ ১২৮১ সাল।
বরাত চিঠি মঞ্জুর করা গেল।
দেনা ৯।১১ আষাড়।
ওয়াল্টন এণ্ড কোং

শ্রীশ্রীদুর্গা।

ভরসা

শ্রীদুর্গাচরণ লাহা
সাং কলিকাতা।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বদনচন্দ্র দাস

মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীদুর্গাচরণ লাহা, কস্য কর্জ্জ টীপপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি মহাশয়কে কিম্বা মহাশয় যাহাকে অনুমতি করিবেন তাহাকে জিনিস খরিদ বাবুদী ৫০০ পাঁচশত টাকা চাহিবা মাত্র দিব। এতদার্থে টীপ লিখিয়া দিলাম। ইতি তারিখ ২৮এ বৈশাখ ১২৮১ সাল।

পাওনা বরাত।

বরাতি চিঠির নম্বর	বরাতি চিঠির তারিখ	যখন বরাতি চিঠি পাওয়া যায়	যে ব্যক্তি বরাতি চিঠি লিখিয়া পাঠায়	যাহার উপর বরাত আইসে	যাহাকে টাকা দিতে হইবে	মুদ্দত	যে দিন টাকা দিতে হইবে	টাকার সমষ্টি	মন্তব্য কথা
১	৯ বৈঃ ১২৮১	৯ বৈশাখ ১২৮১	জন জেনিংস	ওয়ান্টন কোং	দুর্গাচরণলাহা	২ মাস	৯।১১. আষাঢ়	৫০	
২	১১ ঐ	১১ ঐ	দুর্গাচরণ লাহা	রামহরি বসু	ঐ	ঐ	১১।১৩ ঐ	৬০	
৩	৩০কাং ১২৮০	৩০ ঐ	জন পামার	গিলাণ্ডর কোং	ঐ	৮ মাস	২ শ্রাবণ	১০০০	

দেনা বরাত।

বরাতি চিঠির নম্বর	বরাতি চিঠির তারিখ	যে তারিখে বরাত দেওয়াযায়	যেব্যক্তি বরাতি চিঠিদেয়	যাহাকে বরাতের টাকা দিতে হইবে।	মুদ্দত	যে দিন টাকা দিতে হইবে	টাকার সমষ্টি	যখন এবং যাহাকেটাকা দেওয়া যায়
১	২৮ বৈশাখ ১২৮১	২৮ বৈশাখ ১২৮১	দুর্গাচরণ লাহা	বদনচন্দ্র দাস	খোলা মুদ্দত		৫০০	

চালান বহী।

কোন প্রকার দ্রব্য জাহাজযোগে দূরদেশে রপ্তানি করিতে হইলে, যে ফর্দ্দে জাহাজের, জাহাজের অধ্যক্ষের, যে স্থানে দ্রব্য প্রেরিত হইতেছে তাহার এবং যাহার নিকট প্রেরিত হয় তাহার নাম এবং দ্রব্যের ওজন ও ক্রয় মূল্য লেখা থাকে তাহাকে চালান কহে। যে বহীতে ঐ চালান নকল থাকে তাহাকে চালান বহী কহে।

চালান বহী দুই প্রকার, রপ্তানি চালান বহী ও আমদানী চালান বহী। যে সকল চালান রপ্তানি হয়, তাহার নকল যে বহীতে থাকে, তাহাকে রপ্তানিচালান বহী কহে। যে সকল চালান বাহির হইতে আইসে, তাহার নকল যে বহীতে থাকে, তাহাকে আমদানীচালান বহী কহে। আমদানীচালান নকল না করিয়া, আসল চালান গুলি নথি করিয়া রাখিলে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

জাহাজে মাল উঠাইবার যে সকল খরচ হয়, তাহা ঐ দ্রব্যের মূল্যের সহিত সমষ্টি করিয়া কুটীওয়ালা ঐ মোট টাকার উপর বাটা (কমিসন) ধরিয়া লয়। চালানের নিম্নে কুটীওয়ালাকে স্বাক্ষর করিতে হয়।

কোন ব্যক্তিকে দ্রব্যাদি দিয়া, তাহার নিকট গ্রহণের চিহ্নস্বরূপ যে কাগজ লিখিয়া লওয়া যায়, তাহাকে রসিদ কহে।

কোন মহাজনের নিকট টাকা কর্জ্জ করিয়া, ঐ টাকার প্রতিভূ স্বরূপ যে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিতে হয়, তাহাকে খৎ বা তমস্সুক কহে।

মাল খুজরা বিক্রয় করিয়া, বিক্রেতেরা প্রাপ্য বিলের সহিত বিক্রীত মালের যে বিস্তারিত বিবরণ অথবা প্রমাণপত্র পাঠাইয়া দেয়, তাহাকে ভাউচর কহে।

চালান বহী।

চালান বিবিধ দ্রব্য। রওয়ানা কলিকাতা হইতে মোং হেম্বর্গ, বরাবর মেঃ জন পামার সওদাগর, জাহাজ "সেলির বোম্বাই" কাপ্তেন হেনরি হণ্টর, বিমর্জ্জিম দাগ ও নিশানি। ১২৬১ সাল ১৪ ই বৈশাখ।

T. M.

নং ১ নাং ৫, চিনি ৫ বস্তার কাত কুটিরওজন ১০ মণ দর ১০ হিঃ ১০০,
নং ৬ নাং ১৫, সোরা ১০ বস্তার কাং—ঐ—২০—ঐ—৩৸০ হিঃ ৭৫,
নং ১৬ রেশম ১ গাইটের কাং—ঐ—১॥০——১০ হিঃ ৬০০,

৭৭৫

বাজে খরচ।

মোড়াই কারণ চট, বস্তাবন্ধ, দাগ দেওন, তৌল করণ ইত্যাদি ৫
জাহাজে উঠাইবার নিমিত্ত মুটে ভাড়া .. ১
গুদাম ভাড়া ও দ্বারবানকে দেওয়া যায় ... ১
পারমীটের হাসিল আদি ১৮

২৫

৮০০

৮০০ টাকার কমিশন, শতকরা ২॥০ হিঃ——২০

সবলগে ৮২০

শ্রীদুর্গাচরণ লাহা।
মহাজন।

সওদাবহী।

এই কাগজের দ্বারা জাহাজের আমদানী অথবা অন্যের প্রেরিত দ্রব্যের যথার্থ বিক্রয় মূল্য জানা যায়।

জিনিস বিক্রয়ের হিসাব সর্ব্বদা দোফর্দ্দী কাগজে লিখিতে হয়। এই কার্য্য উপলক্ষে যে সকল বাজে খরচ হয়, তাহা বাম দিকে লিখিবে। জিনিসের পরিমাণ, দর এবং বিক্রয়ের মোট টাকা ডাইন দিকে লিখিবে।

ঐ মোট টাকার সহিত খরচখরচা বাদ দিয়া যাহা বাকী থাকে, তাহাই ঐ দ্রব্যের যথার্থ বিক্রয় মূল্য হইল। কুটিওয়ালা ঐ টাকা তাহার আড়তের কারবারির নামে জমা দিয়া রাখিবে এবং তাহাকে ঐ হিসাবের একখানা নকল আপনি দস্তখত করিয়া পাঠাইয়া দিবে।

অল্প দ্রব্যাদি বিক্রয়ের হিসাব এক ফর্দ্দ কাগজের মধ্যে সম্পন্ন হইতে পারে। প্রথমে বাজে খরচ লিখিয়া অথবা দ্রব্যাদি বিক্রয়ের মোট টাকা ধরিয়া হিসাব প্রস্তুত করিতে হয়। এই হিসাব প্রস্তুত করিবার অনেক প্রকার প্রথা আছে, কিন্তু সকল প্রথাতেই ফলের ঐক্যতা দেখা যায়, কারণ দ্রব্যের যথার্থ বিক্রয় মূল্য জানাই উদ্দেশ্য মাত্র।

তারিখ————২৩ এ বৈশাখ ১২৮১।

হিসাব অলিভ তৈল বিক্রয়।

দরুণ মেং জন পামরের হিসাবে "মর্মেড" জাহাজে আমদানী হয়।

২ মাস মুদ্দতে বিক্রয়।

২ পিপার কাত
দর ১০০ টাকার হিঃ ফি পিপা————২০০

নগদ বিক্রয়।

২ পিপার কাত
দর ৭৫ টাকার হিঃ ফি পিপা————১৫০

————

৪ পিপা ৩৫০

বাজে খরচ।

আমাদানী ও রপ্তানি ঢোলাই————২
দালালি ও কুপারের মজুরি————২
পরমিটের হাসিল————১০।০

————

১৬।০

৩৫০ টাকার কমিকন
শতকরা ২॥০ টাকার হিসাবে————৮৸০

————২৫

————

৩২৫

মবলগে তিন শত পঁচিশ টাকা দেনা মাত্র।

শ্রীদুর্গাচরণ লাহা।

নগদান বা তহবিলবাকী বহী।

যে বহীতে নগদ আয় ব্যয় লিখিতে হয়, তাহাকে নগদান বা তহবিলবাকী বহী কহে। খতীয়ান বহীর মত এই বহীর বামদিকে জমা ও ডাইন দিকে খরচ লিখিতে হয়। যে সকল টাকা পাওয়া যায়, তাহা খরচের দিকে জমা করিবেক; এবং যে সকল টাকা দেওয়া যায় তাহা জমার দিকে খরচ পড়িবেক।

জাবেতা বহীর ও আর আর পেটাও বহীর নগদ টাকা জমাখরচের আসামী ও তারিখ এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ এই নগদান বহীতে লিখিতে হয়।

কোন ব্যক্তিকে সাহায্য বা হাওলাত দেওয়া হইলে, নগদান বহীতে জমা খরচ করিতে হয়, কিন্তু পাকা রোকড়ে উঠাইবার আবশ্যক নাই, কারণ এই সকল টাকা শীঘ্র আদায় হইয়া হিসাব নিকাশ হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরায় নমঃ।

হিঃ তহবিল বাকী।

মাহ বৈশাখ ১২৮১ সাল।

জমা	খরচ
১ লা বৈশাখ	২ রা বৈশাখ
নিজ খাতে জমা—৮০০	লিনেন খাতে খরচ—২৪০
দং তহবিলের মজুদ বাকী	দং ৬০ থান খরিদ বাবুদ
টাকা—৮০০	৪ হিঃ থান টাকা—২৪০
৩ রা বৈশাখ	৮ ই বৈশাখ
চিনি খাতে জমা—১৫০	কেলিকো খাতে খরচ—১২০
দং নগদ বিক্রয়	বং শ্রীযদুনাথ ঘোষ
১৫ মণের কাত—১৫০	৮০ থান ৩ হিঃ ফিঃ থান
	২৪০ টাকার মধ্যে—১২০
৯৫০	৩৬০

জমা	খরচ
ইজা জমা ——————৯৫০	ইজা খরচ——————৩৬০
৭ ই বৈশাখ	১০ ই বৈশাখ
কাপড় খাতে জমা——————৬০	মেং জন স্থিওন
শ্রীরামহরি বসু	খাতে খরচ——————১৫০
১০ থানের কাত	দং নগদ দেওয়া
১২ টাকা হিঃ থান	যায়—১৫০
১২০ টাকার মধ্যে—— ৬০	
৯ ই বৈশাখ	১৪ ই বৈশাখ
মেং জন জেনিংস	মেং জন পামর খাতে খরচ——২৫
খাতে জমা——————১০০	দং সওদাগরী জিনিস
দং বিবিধ দ্রব্য বিক্রয়ের মধ্যে	পাঠাইবার বাজে খরচ
নগদ পাওয়া যায়—১০০	বাবুদে——————২৫
১৩ ই বৈশাখ	১৬ ই বৈশাখ
দস্তুরী খাতে জমা —— ——১২॥০	শ্রীবনমালী দে খাতে খরচ—৭৭৫
দং শ্রীহরলাল দাসকে	দং দেনা শোধ
২৫০০ টাকা পাঠাইবার	বাবুদ——————৭৭৫
দস্তুরী শতকরা ॥০ হিঃ১২॥০	
১৫ ই বৈশাখ	২২ এ বৈশাখ
লাভ নোক্সান খাতে জমা—৫০০	লাভ নোক্সান খাতে খরচ—১০০
দং বিনিয়োগপত্রানুসারে	দং ১ কেতাবেঙ্কনোট
দান পাওয়া যায়—৫০০	খোয়া যায়——————১০০
১৭ ই বৈশাখ	২৩ এ বৈশাখ
কেলিকো খাতে জমা——————১৫০	জাহাজ মরমেডের মাল
দং নগদ বিক্রয়	বিক্রয় খাতে খরচ——————১৬।০
৩০ থানের কাত	দং জাহাজ হইতে মাল
ফি থান ৫ হিঃ —১৫০	উঠাইবার বাজে খরচ ১৬।০
২৩ এ বৈশাখ	৩০ এ বৈশাখ
জাহাজ মরমেডের মাল	দেনা বরাত খাতে খরচ—— ৩৯৮
বিক্রয় খাতে জমা ——————১৫০	বং শ্রীতুলসীদাস পাল
দং নগদ বিক্রয়	তাহার ১ বরাত আমার
২ পিপা অলিভতৈলের	কাছে ডিস্‌কাউণ্ট করে
কাং——————১৫০	—— ——টাকা ৩৯৮
১৯২২॥০	১৮২৪।০

জমা	খরচ
ইজা জমা ——— ——— ১৯২২৷৷০	ইজা খরচ ——— ——— ১৮২৪৷৷৹
২৭ এ বৈশাখ	৩০ এ বৈশাখ
কেলিকো খাতে জমা ——— ৮০	লাভ লোক্সান খাতে
দং নগদ বিক্রয় ———	খরচ ——— ১৫০
২০ থানের কাত	বাটীভাড়া ———
৪ হিঃ ফি থান — ৮০	ও ঘরখরচ দিগর
	বিবিধ বাবুদ ——— ১৫০
২৯ এ বৈশাখ	———
পাঁওনা বরাত খাতে ———	১৯৭৪৷০
জমা ——— ৩৪৯	তহবিল বাকী ——— ——— ৩৭৭৷৹
দং শ্রীউমাচরণ রায়ের বরাত	———
ডিস্কাউণ্ট করিয়া লই	২৩৫১৷৷০
——— ৩৪৯	
——— ———	
২৩৫১৷৷০	

পূর্ব্বোক্ত জাব্দাবহীর কতকগুলি বিশেষ হিসাব পাকা রোকড়ে উঠাইবার উপদেশ।

আমার নিজের সম্পত্তি সকল ফর্দ্দমত পাকা রোকড়ে নিজ খাতায় জমা দিয়া, বিবিধ খাতে খরচ লিখিয়া পরে অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়াছি; অনন্তর আমার যে সকল দেনা আছে, তাহা বিবিধ খাতে জমা করিয়া নিজ খাতে খরচ লিখিয়াছি।

পরে যে সকল জমা খরচ ৮ই তারিখ পর্য্যন্ত হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। ৯ই তারিখে বিবিধ দ্রব্য জন জেনিংসের কাছে বিক্রয় হইয়াছে, এবং ঐ সকল দ্রব্যের পরিবর্ত্তে তাহার কাছে বিবিধ দ্রব্য লওয়া গিয়াছে। এই প্রকার হিসাব সকল উত্তমরূপে জমা ও খরচের দুই দিকে বিস্তারিত করিয়া পাকা রোকড়ে জমাখরচ করিবে।

প্রথম খরিদারকে যাহা দিবে, তাহা তাহার নামে খরচ লিখিয়া বিবিধ খাতে জমা করিবে; পরে তাহার কাছে যাহা লইবে, তাহা তাহার নামে জমা দিয়া বিবিধ খাতে খরচ লিখিবে।

১১ ই তারিখে শ্রীরামহরি বসুর যে বরাত পাওয়া গিয়াছে, তাহা তাহার নামে জমা দিয়া, পাওনা বরাত খাতায় খরচ লেখা হইয়াছে। অন্যান্য সম্পত্তি খাতে যেরূপ খরচ পড়ে, পাওনা বরাতও একপ্রকার সম্পত্তি জানিবে, অতএব যাহার কাছে ঐ বরাত পাওয়া যায়, তাহার নামে তাহা জমা দিয়া, পাওনা বরাত খাতায় খরচ লিখিতে হয়।

ঐ রূপ দেনা বরাতের টাকা যে ব্যক্তি পাইবেন, তাহার মারফতে দেনা বরাত খাতে জমা করিবে, কারণ শেষে পরিশোধের সময় যাহার মারফতে টাকা জমা থাকিবে, তাহার নামে টাকা খরচ লিখিয়া দেনা বরাত খাতে জমা করিতে হইবে।

যখন আমি কোন ব্যক্তির অনুমতিতে দ্রব্য ক্রয় করি, তখন যে অনুমতি দেয়, তাহার নামে ঐ দ্রব্য ও তাহার দরুণ খরচখরচা ও কমিসন প্রভৃতি খরচ লিখি ও তৎ সমুদায় একত্র করিয়া "বিবিধ" এই শব্দ প্রয়োগ করি। এইরূপ হিসাব জন পামরের চালান বহী হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ঐরূপ যখন কাহারও অনুমতিতে দ্রব্য বিক্রয় করি, তখন যে জাহাজে ঐ দ্রব্য আমদানী হয় তাহার নাম উল্লেখ করিয়া, সেই জাহাজের মাল বিক্রয় খাতে খরচ লিখিয়া, বিবিধ খাতে অর্থাৎ বাজে খরচে এবং দস্তুরী (কমিসন) খাতে জমা করিতে হইবেক। আর যে ব্যক্তি ঐ মাল পাঠাইয়াছে, তাহার হিসাবে ঐ সকল খরচখরচা বাদে যাহা বাকী থাকিবে তাহা জমা হইবেক, এবং যে ব্যক্তি ঐ মাল ক্রয় করিবে, যদ্যপি তিনি ধারেতে লন, তবে তাঁহার নামে খরচ লিখিবে, যেরূপ ২৩এ তারিখে জমা-খরচ হইয়াছে।

কমিসন, ব্যাজ, মৃত্যুকালীন দান, ক্ষতি, বাটীভাড়া প্রভৃতি সকল হিসাব লাভলোকসান হিসাবের মধ্যেই গণিত হইবে, কিন্তু যদিও কমিসন ও ব্যাজের হিসাব এস্থলে বিভিন্ন করিয়া লিখিত হইল, তথাপি শেষে লাভলোকসান খাতার ভিতর সমুদায় খতিয়ান হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রস্তু রোকড় বহী।

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণং।

সন ১২৮১ সাল।

তারিখ————১লা শুভ বৈশাখ।

রোজ————সোমবার।

দিনায় রোকড় রূপেয়া————

জমা	খরচ
নিজ খাতে জমা ——১৭৩০ দং সাবেক খাতার হরেক লহনা জমাখরচী বাবুদ ——১৭৩০	হরেক খাতায় খরচ অর্থাৎ পায়না—— মজুদ তহবীল খাতে খরচ——৮০০ টাকা————৮০০
হরেক খাতায় জমা অর্থাৎ দেনা মেং জন হিগুন খাতে জমা ২০৫ টাকা——২০৫	পাওনা বরাত খাতে—— খরচ——৩৫০ দং শ্রীউমাচরণ রায়ের উপর ১ বরাত টাকা——৩৫০
শ্রীচন্দ্রনাথ রায় খাতে জমা——১২৫ টাকা——১২৫	চিনি খাতে খরচ——৩৩০ ৪০ মণের কাং ৮।০ হিং কি মণ টাকা——৩৩০
দেনা বরাত খাতে জমা——৪০০ দং শ্রীতুলসী দাস পালের ১ বরাত স্বাক্ষর করা যায় টাকা——৪০০	শ্রীহরলাল দাস খাতে খরচ——২৫০ টাকা——২৫০ নিজখাতে খরচ——৭৩০ টাকা——৭৩০
২৪৬০	২৪৬০

বিতারিখ——২রা বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া——

জমা	খরচ
তহবিল খাতে জমা——২৪০	লিনেন খাতে খরচ——২৪০
টাকা——২৪০	দং ৬০ থান ন্যাক খরিদ
	বাবুদ ৪ হিঃ ফি থান
২৪০	টাকা——২৪০
	২৪০

বিতারিখ——৩রা বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া——

জমা	খরচ
চিনি খাতে জমা——১৫০	তহবিল খাতে খরচ——১৫০
দং ১৫ মণ বিক্রয় বাবুদ	টাকা——১৫০
১ হিঃ ফি মণ	১৫০
টাকা——১৫০	
১৫০	

বিতারিখ——৪ঠা বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া——

জমা	খরচ
শ্রীহরলাল দাস খাতে	কাপড় খাতে খরচ——২০০
জমা——২০০	২০ থান খরিদ বাবুদ
দং ২০ থান কাপড় খরিদ বাবুদ	১০ হিঃ ফি থান——২০০
১০ হিঃ ফি থান——২০০	২০০
২০০	

বিতারিখ—— ৬ ই বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া——

জমা	খরচ
লিনেন খাতে জমা——২০০	জন হিগুন খাতে খরচ——২০০
দং ২৫ থান বিক্রয় বাবুদ	২৫ থান লিনেন বাবুদ
৮ হিঃ ফি থান	৮ হিঃ ফি থান——
টাকা——২০০	টাকা——২০০
২০০	২০০

বিতারিখ——৭ ই বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া

জমা	খরচ
কাপড় খাতে জমা——১২০	তহবিল খাতে খরচ——৬০
১০ থান বিক্রয় বাবুদ	দং কাপড় বিক্রয় বাবদ
১২ হিঃ ফি থান	নগদ পাওয়া যায়——৬০
টাকা——১২০	
	শ্রীরামহরি বসু খাতে
	খরচ——৬০
	দং কাপড় বিক্রয়ের
	টাকার মধ্যে পাওনা বাবুদ
	মুদ্দত দুই মাস আছে
	টাকা——৬০
১২০	১২০

বিতারিখ——৮ ই বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া——

জমা	খরচ
তহবিল খাতে জমা——১২০	কেলিকো খাতে খরচ——২৪০
টাকা——১২০	৮০ থানের কাং ৩ হিঃ ফি থান
	টাকা ২৪০ মধ্যে নগদ
মেং জন হিগুন খাতে জমা——১২০	দেওয়া যায়——১২০
দং কেলিকো খরিদের দামের	মেং জন হিগুন সাহেবের
মধ্যে বাকী দেনা মুদ্দত ২ মাস	নামে জমাখরচী——১২০
টাকা——১২০	টাকা——২৪০
২৪০	২৪০

বিতারিখ——৯ই বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া——

জমা		খরচ	
লিনেন খাতে জমা	৯০	মেং জন জেনিংস খাতে খরচ	২৮০
১০ থান বিক্রয় বাবুদ ৯ হিঃ ফি থান	৯০	বিবিধ দ্রব্য বিক্রয় বাবুদ লিনেন ১০ থান	৯০
চিনি খাতে জমা	৬০	চিনি ৫ মণ	৬০
৫ মণ বিক্রয় বাং ১২ হিঃ মণ	৬০	কাপড় ১০ থান	১৩০
কাপড় খাতে জমা	১৩০	টাকা	২৮০
১০ থান বিক্রয় বাং ১৩ হিঃ থান	১৩০		
	২৮০		২৮০

জের——৯ ই বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া——

জমা		খরচ	
জন জেনিংস খাতে জমা	১৫০	তহবিল খাতে খরচ	১৫০
নগদ	১০০	টাকা	১০০
ওয়াল্‌টন কোং উপর ১ হুণ্ডি	৫০	পাওনা বরাত খাতে খরচ দং ওয়াল্‌টন কোং ১ হুণ্ডি বাবুদ	৫০
	১৫০		১৫০

বিতারিখ——১০ ই বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া——

জমা		খরচ	
তহবিল খাতে জমা	১০৫	জন হিগুন খাতে খরচ	১০৫
টাকা	১০৫	নগদ দেওয়া বাবু টাকা	১০৫
	১০৫		১০৫

বিতারিখ——১১ ই বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া——

জমা	খরচ
শ্রীরামহরি বসু খাতে জমা——৬০	পাওনা বরাত খাতে খরচ——৬০
দং এক বরাত মঞ্জুর	দং শ্রীরামহরি বসুর
মুদ্দত দুই মাস	মঞ্জুর করা ১ বরাত
টাকা——৬০	টাকা——৬০
——৬০	——৬০

বিতারিখ——১৩ ই বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া——

জমা	খরচ
দস্তুরী খাতে জমা——১২৷৷৹	তহবিল খাতে খরচ——১২৷৷৹
দং শ্রীহরলাল দাসকে	টাকা——১২৷৷৹
২৫০০ টাকা পাইবার	
দস্তুরী ৷৷৹ হিঃ শতকরা	
টাকা——১২৷৷৹	
——১২৷৷৹	——১২৷৷৹

বিতারিখ——১৪ ই বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া——

জমা	খরচ
শ্রীবনমালী দে খাতে জমা——৭৭৫	ব্যবসায় খাতে খরচ——৭৭৫
দং চিনি ১০ মণ	দং চিনি ১০ মণ——১০০
১০ হিঃ——১০০	সোরা ২০ মণ——৭৫
সোরা ২০ মণ	রেসম ১৷৷৹ মণ——৬০০
৩৸৹ হিঃ——৭৫	৭৭৫
রেসম ১৷৷৹ মণ	
১০ হিঃ রেস——৬০০	
৭৭৫	

ব্যবসায় খাতে জমা———৭৭৫	জন পামর খাতে খরচ———৮২০
টাকা———৭৭৫	দং সেলি জাহাজে
তহবিল খাতে জমা———২৫	বিবিধ দ্রব্য পাঠান যায়
বাজে খরচ কারণ—২৫	বিং চালান
দস্তুরী খাতে জমা———২০	টাকা———৮২০
দং ৮০০ টাকার দস্তুরী	
২॥০ হিঃ———২০	
৮২০	৮২০

বিতারিখ———১৫ ই বৈশাখ———

দিনায় রোকড় রূপেয়া———

জমা———	খরচ———
লাভ ও নোক্সান খাতে জমা—৫০০	তহবিল খাতে খরচ———৫০০
দং বিনিয়োগ পত্রানুসারে	টাকা———৫০০
দান পাওয়া যায়———৫০০	
৫০০	৫০০

বিতারিখ———১৬ ই বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া———

জমা———	খরচ———
তহবিল খাতে জমা———৭৬৭।০	শ্রীবনমালী দে খাতে
টাকা———৭৬৭।০	খরচ———৭৭৫
ব্যাজ খাতে জমা———৭৸০	টাকা———৭৭৫
মাং শ্রীবনমালী দে	
২ মাসের ব্যাজ কাটিয়া	
দিয়া টাকা লয়	
টাকা———৭৸০	
৭৭৫	৭৭৫

বিতারিখ——১৭ ই বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া——

কেলিকো খাতে জমা	——১৫০	তহবিল খাতে খরচ	——১৫০
৩০ থান নগদ বিক্রয়		টাকা	——১৫০
বাবুদ ৫ হিঃ থান			
টাকা	——১৫০		
	১৫০		১৫০

বিতারিখ——২০ এ বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া——

জমা——		খরচ——	
চিনি খাতে জমা	——৫৫	শ্রীযদুনাথ ঘোষ খাতে	
মাং শ্রীযদুনাথ ঘোষ		খরচ	——৫৫
৫ মণ চিনি বিক্রয়		৫ মণ চিনি বাবুদ	
বাবুদ ১১ হিঃ মণ		১১ হিঃ ফি মণ	
টাকা	——৫৫	টাকা	——৫৫
	৫৫		৫৫

বিতারিখ——২২ এ বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া——

জমা——		খরচ——	
তহবিল খাতে জমা	——১০০	লাভনোক্সান খাতে খরচ	——১০০
টাকা	——১০০	১ কেতা বেঙ্ক নোট খোয়া যায়	
		টাকা	——১০০
	১০০		১০০

বিতারিখ———২৩ এ বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া——

জমা———	খরচ———
মজুদ তহবিল খাতে জমা—১৬।০ সওদাগরি মালের বাজে খরচ কারণ বিং বিক্রয় হিসাব টাকা ১৬।০	জাহাজ মরমেডের মাল বিক্রয় খাতে খরচ———৩৫০ টাকা———৩৫০
দস্তুরী খাতে জমা———৮৸০ ৩৫০ টাকার দস্তুরী ২৷৷০ হিঃ শতকরা টাকা———৮৸০	জন হিগুন খাতে—— খরচ———২০০ ২ পিপা অলিভ তৈল বিক্রয় বাবুদ মুদ্দত ২ মাস টাকা———২০০
জন পামর খাতে জমা———৩২৫ টাকা———৩২৫	মজুদ তহবিল খাতে খরচ ১৫০ দং ২ পিপা অলিভ তৈল বিক্রয়ের মগদ দাম পাওয়া যায় টাকা———১৫০
জাহাজ মরমেডের মাল বিক্রয় খাতে জমা———৩৫০ টাকা———৩৫০	
৭০০	৭০০

বিতারিখ———২৪ এ বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া——

জমা———	খরচ———
কেলিকো খাতে জমা ——১৮০ ৩০ থান বিক্রয় বাবুদ ৬ হিঃ ফি থান টাকা———১৮০	শ্রীচন্দ্রনাথ রায় খাতে খরচ——১৮০ ৩০ থান কেলিকো বাবুদ ৬ হিঃ ফি থান টাকা———১৮০
১৮০	১৮০

বিতারিখ——২৭ এ বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া——

জমা——	খরচ——
চিনি খাতে জমা——১১০	শ্রীচন্দ্রনাথ রায় খাতে খরচ—১১০
১০ মণ চিনি বিক্রয় বাবুদ	১০ মণ চিনি বাবুদ
১১ হিঃ ফি মণ	১১ হিঃ মণ
টাকা——১১০	টাকা——১১০
১১০	১১০

বিতারিখ——২৭ এ বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া——

জমা——	খরচ——
কেলিকো খাতে জমা——৮০	মজুদ তহবিল খাতে খরচ——৮০
২০ থান নগদ বিক্রয়	দং ২০ থান কেলিকো
বাবুদ দর ৪ টাকা	বিক্রয়ের দাম
হিঃ ফি থান	টাকা——৮০
টাকা——৮০	৮০
৮০	

বিতারিখ——২৮ এ বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া——

জমা——	খরচ——
দেনা বরাত্ত খাতে জমা——৫০০	লাংক্লথ খাতে খরচ——৫০০
মাং শ্রীবদনচন্দ্র দাস	দং শ্রীবদনচন্দ্র দাস
৫০ থান লাংক্লথ	৫০ থান খরিদ বাবুদ
খরিদ বাবুদ দর	দর ১০ হিঃ ফি থান
১০ হিঃ ফি থান—৫০০	টাকা——৫০০
লিনেন খাতে জমা——১৬০	শ্রীযদুনাথ ঘোষ খাতে খরচ ১৬০
২০ থান বিক্রয় বাবুদ	২০ থান লিনেন বাবুদ
৮ হিঃ ফি থান	দর ৮ হিঃ ফি থান
টাকা——১৬০	টাকা——১৬০
৬৬০	৬৬০

বিতারিখ——২৯ এ বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া——

জমা		খরচ	
পাওনা বরাত খাতে জমা	৩৫০	মজুদ তহবিল খাতে খরচ	৩৪৯
		টাকা	৩৪৯
দং শ্রীউমাচরণ রায়ের হুণ্ডি (বিল) ডিস্‌কাউন্ট করিয়া টাকা আনা যায়		ব্যাজ খাতে খরচ	১
টাকা	৩৫০	শ্রীউমাচরণ রায়ের ৩৫০ টাকার বিল ডিস্‌কাউন্ট করিতে টোটা দেওয়া যায়	১
	৩৫০		৩৫০

বিতারিখ——৩০ এ বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া——

জমা		খরচ	
জন পামর খাতে জমা	১০০০	পাওনা বরাত খাতে খরচ	১০০০
গিলাণ্ডর কোং উপর ১ বরাত বাবৃদ			
টাকা	১০০০	টাকা	১০০০
তহবিল খাতে জমা	৩৯৮	দেনা বরাত খাতে খরচ	৪০০
টাকা	৩৯৮	বং শ্রীতুলসীদাস পাল	
ব্যাজ খাতে জমা	২	টাকা	৪০০
শ্রীতুলসীদাস পাল যে বিলের টাকা পাইত তাহা ডিসকাউন্ট করিয়া অর্থাৎ ২ টাকা বাদ দিয়া টাকা লয়।			
টাকা	২		
	১৪০০		১৪০০

বিতারিখ——৩১ এ বৈশাখ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া——

জমা		খরচ	
মজুদ তহবিল খাতে জমা	১৫০	লাভ লোক্সান খাতে খরচ	১৫০
টাকা	১৫০	বাটী ভাড়া চাকরদিগের মাহিনা আদি বিবিধ খরচ	
		টাকা	১৫০
	১৫০		১৫০

খতিয়ান বহীর বিস্তারিত বিবরণ।

খতিয়ান বহীর আরম্ভে নিজ খাতা পত্তন করিয়া, মহাজনের নিজের যে সকল দেনা থাকে, তাহা ঐ নিজ খাতায় খরচের দিকে খতিয়ান করিবে ; এবং নিজের যে সকল সম্পত্তি ও পাওনা থাকে, তাহা জমার দিকে খতিয়ান করিবে। তাহার পরে মজুদ তহবিলের হিসাব, পাওনা বরাতখাতা, প্রত্যেক দ্রব্যের খাতা ও মহাজনের প্রত্যেক খাতকের হিসাবসকল পত্তন করিবে। এই সকল খাতাই নিজ খাতার খাতক জানিবে ; ইহার পরে কুঠীওয়ালার মহাজন সকলের খাতা পত্তন করিবে, কারণ কুঠীওয়ালার কাছে তাহাদের সকলেরি জমা আছে।

খতিয়ানের সূচী।

দ্বিতীয় প্রস্ত খতিয়ান বহী।

ফিরিস্তি কাগজ, বাবুদ খরিদ বিক্রয়ের হিসাব খতিয়ান মোং কলিকাতা সরকার শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ লাহা।

সন ১২৮১ সাল তাং ইং শুভ ১লা নাং ৩১এ বৈশাখ।

হিসাব নিজ খাতা।

জমা		খরচ	
১লা বৈশাখ ১২৮১ সাল		১লা বৈশাখ ১২৮১ সাল	
মাং বিবিধ বাবুদ জমা		বং বিবিধ বাবুদ খরচ	
টাকা	১৭৩০	টাকা	৭৩০
মাং লাভ ও ক্ষতি জমা		বাকী	১৮৩৬।০
টাকা	৮৩৬।০		
	২৫৬৬।০		২৫৬৬।০

হিসাব মজুদ তহবিল।

জমা		খরচ	
১২৮১ সাল		১২৮১ সাল	
২রা বৈশাখ দং লিনেন খাতা	২৪০	১লা বৈশাখ দং নিজ খাতা	৮০০
৮ই রোজ—কেলিকো খাতা	১২০	৩রা রোজ—চিনি খাতা	১৫০
১০ই রোজ—জন হিগুন	১৫০	৭ই রোজ—কাপড় খাতা	৬০
১৪ই রোজ—জন পামর	২৫	৯ই রোজ—জন জেনিংস	১০০
১৬ই রোজ—বনমালী দে	৭৬৭।০	১৩ই রোজ—দস্তুরী খাতা	১২॥০
২২এ রোজ—লাভ ও ক্ষতি	১০০	১৫ই রোজ—লাভ ও ক্ষতি	৫০০
২৩এ রোজ—মর্মেড জাহাজের মাল বিক্রয়	১৬।০	১৭ই রোজ কেলিকো খাতা	১৫০
৩০এ রোজ—দেনাবরাত	৩৯৮	২৩এ রোজ—মার্মেড জাহাজের দ্রব্য বিক্রয়	১৫০
৩১এ রোজ—লাভ ও ক্ষতি	১৫০	২৭এ রোজ—কেলিকো খাতা	৮০
	১৯৬৬॥০	২৯এরোজ—পাওনা বরাত	৩৪৯
বাকী	৩৮৫		
	২৩৫১॥০		২৩৫১॥০

হিসাব পাওনা বরাত।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল	১২৮১ সাল
২৯ এ বৈশাখ বিবিধ বাবুদ জমা—৩৫০	১ লা বৈশাখ দং নিজখাতার—৩৫০
টাকা——৩৫০	৯ ই রোজ জন জেনিংসের—৫০
	১১ ই রোজ—রামহরি বসুর—৬০
বাকী—১১১০	৩০এ রোজ—জনপামরের—১০০০
১৪৬০	১৪৬০

হিসাব চিনি খাতা।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল	১২৮১ সাল
৩রা বৈশাখ মাং নগদবিক্রয় ১৫ মণ ১৫০	১ লা বৈশাখ দং নিজখাতার
৯ই রোজ—মাং জন জেনিংস ৫ মণ ৬০	মজুদ ৪০ মণ——৩৩৩
২০ এ রোজ মাং যদুনাথ ঘোষ ৫ মণ ৫৫	৩১এ রোজ ৮০
২৫এ রোজ মাং চন্দ্রনাথ রায় ১০মণ ১১০	লাভ ও ক্ষতি ৮৩।০
৩৫ মণ ৩৭৫	৪১৬।০
বাকী—৫ মণ ৪১।০	
৪০ মণ ৪১৬।০	

হিসাব শ্রীহরলাল দাস।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল	১২৮১ সাল
৪ঠা বৈশাখ কাপড় বাবুদ—২০০	১লা বৈশাখ দং নিজখাতার ২৫০
৩১ এ রোজ বাকী——৫০	
২৫০	

হিসাব জন্ হিগুন।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল	১২৮১ সাল
১লা বৈশাখ—নিজ খাতা বাবুদ জমা ——২০৫	৬ই বৈশাখ লিনেল বাবুদ—২০০
টাকা ——২০৫	১০ই রোজ নগদ ——১৫০
বাকী —— ৩৪৫	২৩এ রোজ জাহাজ মর্স্টেডের জিনিস বিক্রয় বাবুদ—২০০
৫৫০	৫১০

হিসাব শ্রীচন্দ্রনাথ রায়।

জমা	খরচ
২২৮১ সাল	১২৮১ সাল
১লা বৈশাখ মাং নিজ খাতা—১২৫	২৪এ বৈশাখ কেলিকো বাবুদ ১৮০
বাকী——১৬৫	২৫ এ রোজ চিনি বাবুদ—১১০
২৯০	২৯০

হিসাব দেনা বরাত।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল	১২৮১ সাল
১ বৈশাখ দং নিজ খাতা——৪০০	৩০ এ বৈশাখ বিবিধ বাবুদ—৪০০
২৮ এ বৈশাখ দং লংক্লথ——৫০০	৩১ এ বৈশাখ——বাকী—৫০০
৯০০	৯০০

হিসাব লিনেন খাতা।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল—	১২৮১ সাল—
৬ই বৈশাখ—মাং জন হিগুন	২রা বৈশাখ নগদ খরিদ
২৫ থান বিক্রয় ৮ হিঃ—২০০	বাবুদ ৬০ থান ৪ হিঃ—২৪০
৯ই রোজ—জন জেনিংস	৩১এ রোজ মুনাফা—২৩০
১০ থান বিক্রয় ৯ হিঃ—৯০	
২৮এ রোজ—মাং যদুনাথ ঘোষ	৪৭০
২০ থান—৮ হিঃ—১৬০	
৫৫ থান—৪৫০	
৩১এ রোজ—বাকী	
৫ থান—৪ হিঃ—২০	
৬০ থান—৪৭০	

হিসাব কাপড় খাতা।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল—	১২৮১ সাল—
৭ই বৈশাখ—মাং বিবিধ বাবুদ ১২০	৪ঠা বৈশাখ দং হরলাল দাসের
৯ই রোজ—মাং জন জেনিংস—১৩০	ছিকট খরিদ ২০ থান ১০ হিং-২০০
২৫০	৩১এ রোজ — মুনাফা—৫০
	২৫০

হিসাব শ্রীরামহরি বসু।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল—	১২৮১ সাল—
১১ই বৈশাখ—১ হুণ্ডি বাবুদ—৬০	৭ই বৈশাখ—কাপড় বাবুদ ৬০

হিসাব কেলিকো খাতা।

জমা		খরচ	
১২৮১ সাল		১২৮১ সাল	
১৭ই বৈশাখ নগদ বিক্রয় ৩০থান	১৫০	৮ই বৈশাখ বিবিধ বাবুদে খরিদ ৮০ থানের কাং	২৪০
২৪এ রোজ মাং চন্দ্রনাথ রায় ৩০ থান	১৮০	৩১ বৈশাখ মুনাফা	১৭০
২৭এ রোজ নগদ বিক্রয় ২০ থান	৮০		
৮০ থান	৪১০		৪১০

হিসাব লাং ঘং খাতা।

জমা		খরচ	
১২৮১ সাল		১২৮১ সাল	
জমা	০	২৮এ বৈশাখ খরিদ।	
বাকী	৫০০	দং দেনা বরাত৫০ থানের দাং	৫০০

হিসাব শ্রীযদুনাথ ঘোষ।

জমা		খরচ	
১২৮১ সাল		১২৮১ সাল	
৮ বৈশাখ দং কেলিকো বাবুদ	১২০	২০বৈশাখ দং চিনি বাবুদ ৫ মণ	৫৫
৩১ রোজ বাকী	৯৫	২৮ রোজ লিনেন বাবুদ	১৬০
	২১৫		২১৫

হিসাব মেং জন জেনিংস।

জমা		খরচ	
১২৮১ সাল		১২৮১ সাল	
৯ বৈশাখ বিবিধ বাবুদে জমা	১৫০	৯ বৈশাখ—বিবিধ বাবুদে টাকা	২৮০
৩১ বৈশাখ—বাকী	১৩১		
	২৮০		২৮০

হিসাব দস্তরী খাতা।

জমা		খরচ	
১২৮১ সাল		১২৮১ সাল	
১৩ বৈশাখ দং মজুদ তহবিল	১২॥০	৩১ বৈশাখ দং লাভ ও ক্ষতি খাতা	৪১।০
১৪ বৈশাখ জন পামর	২০		
২৩ বৈশাখ মর্মেড জাহাজের মাল বিক্রয় ঋিঃ	৮৬৫		
	৪১।০		

হিসাব বাণিজ্য দ্রব্য।

জমা		খরচ	
১২৮১ সাল		১২৮১ সাল	
১৪ বৈশাখ—দং জন পামর	৭৭৫	১৪ বৈশাখ দং বনমালী দে	৭৭৫

হিসাব শ্রীবনমালী দে।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল	১২৮১ সাল
১৪ বৈশাখ দং বাণিজ্য দ্রব্য—৭৭৫	১৬ বৈশাখ দং বিবিধ বাবুদে ৭৭৫

হিসাব মেং জন পামর।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল	১২৮১ সাল
১১ বৈশাখ দং মর্চেন্ট জাহাজের মাল বিক্রয়—৩২৫	১৪ বৈশাখ দং বিবিধ বাবুদে ৮২০
৩০ বৈশাখ দং ১ হুণ্ডি—১০০০	৩১ বৈশাখ—বাকী—৫০৫
১৩২৫	১৩২৫

হিসাব লাভ ও নোক্সান্ খাতা।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল।	১২৮১ সাল
১৬ বৈশাখ দং বিনিয়োগ পত্রানুসারে দানবাবুদ—৫।০	২২ বৈশাখ দং ১ বেঙ্কনোট হারান ১০০
চিনির খাতার ৮৬৷	৩১ বৈশাখ দং বাটী ভাড়া দিগর বাজে খরচ—১৫০
লিনেন খাতার—২৩০	
কাপড় খাতার—৫০	২৫০
কেলিকো খাতার—১৭০	নিজ খাতার মুনাফা—৮৩৬৷
দস্তুরী খাতার—৪১।০	
ব্যাজ খাতার—৮৮০	
১৮৮৬।০	১০৮৬।০

হিসাব ব্যাজ খাতা।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল	১২৮১ সাল
১৬ বৈশাখ দং বনমালী দে—৭৸০	২৯ বৈশাখ দং পাওনা বরাত—১
৩০ বৈশাখ দং দেনাবরাত—২	৩১ বৈশাখ মুনাফা—৮৸০
৯৸০	৯৸০

হিসাব মর্মেড জাহাজের মাল বিক্রয়খাতা।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল	১২৮১ সাল
২৩ বৈশাখ বিবিধ বাবুদে—৩৫০	২৩ বৈশাখ বিবিধ বাবুদে—৩৫০

হিসাব লহনা খাতা।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল	১২৮১ সাল
৩১ বৈশাখ দেনা বরাত বাবুদে—৫০০	৩১ বৈশাখ দং মজুদতহবিল ৩৮৫
দং জন পামর—৫০৫	দং পাওনা বরাত—১১১০
ধনীর নিজের সম্পাত্তি মজুদ ১৮৩৬।	চিনি বাবুদে—৪১।০
	দং হরলাল দাসের—৫০
২৮৪১।০	দং জনহিগুনের—৩৪৫
	দং চন্দ্রনাথ রায়ের—১৬৫
	দং লিনেন বাবুদে—২০
	দং লংক্লথ বাবুদে—৫০০
	দং যদুনাথ ঘোষ—৯৫
	দং জন জেনিংস—১৩০
	২৮৪১।০

রেওয়া বা নিকাশী জমাখরচ।

রেওয়া বা নিকাশী জমা খরচ রূপেয়া বাবুদে তেজারত মোং কলিকাতা সরকার শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ লাহা।

সন ১২৮১ সাল ইং ১ লা নাং ৩১এ বৈশাখ।

জমা—(দেনা)—		খরচ—(পাওনা)—	
নিজ খাতা—	১৮৩৬।০	মজুদ তহবিল—	৩৮৫
দেনা বরাত—	৫০০	পাওনা বরাত—	১১১০
জনপামর—	৫০৫	চিনি খাতা—	৪১।০
		হরলাল দাস—	৫০
		জনহিগুন—	৩৪৫
		চন্দ্রনাথ রায়—	১৬৫
		লিনেন খাতা—	২০
		লংক্লথ খাতা—	৫০০
		যদুনাথ ঘোষ—	৯৫
		জন জেনিংস—	১৩০
	২৮৪১।০		২৮৪১।০

মহাজনী দর্শন সমাপ্ত।

জমিদারী হিসাব।

পরিভাষা।

জমির মূল বা মুখ্য অধিকারীকে জমিদার কহে। জমিদারের অধিকৃত ভূমিকে জমিদারী কহে। জমিদারেরা গবর্ণমেণ্ট হইতে সদর খাজানা দিবার নিয়মে চিরকালের নিমিত্ত জমিদারী গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট সেই জমিদারীর উপর কখন খাজনা বৃদ্ধি করিবেন না স্বীকার করিয়াছেন। লর্ড কর্ণোয়ালিস কর্ত্তৃক ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এই বন্দোবস্ত সম্পাদিত হয়। ইহাকে দশশালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কহে। জমিদারেরা স্বস্ব জমিদারী খণ্ডেখণ্ডে বিভক্ত ও সদর মালগুজারির উপর জমা বৃদ্ধি করিয়া অন্যান্য ব্যক্তিকে পত্তনি, দরপত্তনি, ইজারা, প্রভৃতি নানারূপে বিলি করিয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি রাজস্ব দেয়, কিম্বা ভূমি কর্ষণ করে, তাহাকে রাইয়ত বা প্রজা কহে। কোন অধিকারের অধিবাসীদিগকেও রাইয়ত কহে।

জমিদার ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী জমির অধিকারীকে তালুকদার কহে। মধ্যবর্ত্তীদিগের অধিকৃত জমির নাম তালুক।

তালুক নানাবিধ। যে তালুকদারেরা একবারে গবর্ণমেণ্ট সরকারে খাজনা দাখিল করিতে পারে, তাহাদের তালুককে খারিজা তালুক কহে। যাঁহারা একবারে গবর্ণমেণ্ট সরকারে খাজনা দাখিল করিতে পারে না, তাহাদিগের তালুককে মজকুরি তালুক কহে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রকার তালুকও আছে।

সদর মালগুজারির অতিরিক্ত অল্প পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক কর গ্রহণ করিয়া, আপনার তালুক অন্যকে চিরকালের নিমিত্ত ভোগ দখল করিতে দেওয়াকে পত্তনি দেওয়া কহে। ঐ পত্তনি যে ব্যক্তি লয়, তাহাকে পত্তনিদার কহে। পত্তনিদারের নিকট হইতে যে ব্যক্তি পুনঃ পত্তনি লয়, তাহাকে দরপত্তনিদার কহে। দরপত্তনিদারের নিকটে যে পত্তনি লয়, তাহাকে সেপত্তনিদার কহে। দরপত্তনিদার বা সেপত্তনিদারের সহিত জমিদারের কোন বাধ্যবাধ্যকতা নাই। পত্তনিদার

খাজনা না দিতে পারিলে, জমিদার বাকী খাজনার নিমিত্ত তাহার পত্তনি নিলামে বিক্রয় করিতে পারেন।

যে জমি নির্দ্দিষ্ট খাজনা দিবার নিয়মে পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিবার নিমিত্ত লওয়া যায়, তাহাকে মৌরস জমা কহে। মৌরস জমার উপর নিরিখ বৃদ্ধি হইতে পারে না।

এক বৎসরের জন্য জমি ইজরা দিলে, তাহাকে কট্‌কিনা কহে। যে ব্যক্তি ঐ কট্‌কিনা লয়, তাহাকে কট্‌কিনাদার কহে। এক বৎসরের বেশী মেয়াদে কোন জমি লইলে তাহাকে ইজারা কহে। যে ব্যক্তি ইজারা লয়, তাহাকে ইজারদার কহে। ইজারদারের নিকট হইতে পুনঃ ইজারা লইলে দরইজারা কহে।

মুসলমান সম্রাটেরা কোন ধর্ম্ম সংক্রান্ত কার্য্যের নিমিত্ত নিষ্কর বা অল্প করযুক্ত যে জমি প্রদান করিয়াছেন, তাহাকে আয়মা কহে। যে ব্যক্তিকে আয়মা দেওয়া যায়, তাহাকে আয়মাদার কহে।

দেব সেবার নিমিত্ত যে জমি নিষ্কর প্রদত্ত হয়, তাহাকে দেবোত্তর কহে। কোন বিপ্রকে যে জমি নিষ্কর প্রদত্ত হয়, তাহাকে ব্রহ্মোত্তর কহে। শূদ্রের প্রাপ্ত নিষ্কর ভূমিকে মহাত্রাণ কহে।

প্রজা নানা প্রকার, যথা, খোদকস্তা, পাইকস্তা, কোরপা ইত্যাদি।

খোদকস্তা। খোদ শব্দে নিজ, কস্তা শব্দে কর্ষণ বা চাষ। নিজ অধিকারের প্রজারা জমা রাখিলে, অর্থাৎ যাহারা পুরুষানুক্রমে যে গ্রামে বাস করে, সেই গ্রামের জমি চাষ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে খোদকস্তা প্রজা কহে। খোদকস্তা প্রজারা যতদিন নির্দ্দিষ্ট খাজনা দিয়া থাকে, ততদিন জমিদার বা তালুকদার তাহাদিগের নিকট হইতে জমি ছাড়াইয়া লইতে পারেন না।

পাইকস্তা। পাই শব্দে পার্শ্ব, কস্তা শব্দে কর্ষণ। যে প্রজা যে গ্রামে বাস করে, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বা অন্য গ্রামের জমি চাষ করিয়া থাকে, অর্থাৎ কোন জমিদারের প্রজা অন্য জমিদারের অধীনে জমা রাখিলে, তাহাকে পাইকস্তা প্রজা কহে।

যে প্রজা জমিদারের কোন পাট্টাই প্রজার অধীনে জমা রাখে, তাহাকে কোরপা প্রজা কহে।

যাহারা ঘাট রক্ষা, চৌকিদারী প্রভৃতি কোন কার্য্য করিয়া মাহিনার পরিবর্ত্তে জমি ভোগ দখল করে, তাহাদিগের সেই জমিকে ঘাটোয়ালী জমি কহে।

চাকরেরা বেতনের পরিবর্ত্তে যে জমি ভোগ দখল করে, তাহাকে চাকরাণ ভূমি কহে। ঘাটোয়ালী বা চাকরাণ ভূমিতে কোন কোন স্থলে অল্প খাজনা দিবার নিয়ম থাকে, কোন কোন স্থলে নিষ্করও থাকে।

সঙ্গতিপন্ন প্রজাকে সাতয়ান প্রজা ও অসঙ্গতিপন্ন প্রজাকে নাতয়ান প্রজা কহে।

নানাবিধ জমির নিরিখমত প্রত্যেকের হার দরে প্রজা বিলি হইয়া যে জমা ধার্য্য করা হয়, তাহাকে জমাবন্দী কহে।

এক পরিমাণের বিশেষবিশেষ ভূমির বিশেষবিশেষ করকে হার-নিরিখ কহে।

প্রজার দখলি ভূমির পরিমাণ অনুসারে বিঘার জমাধার্য্য করাকে নিটনকাত জমা কহে।

প্রজার গত বৎসরের খাজনাকে জমা গুজস্তা কহে।

গত সনের যে খাজনার টাকা আদায় করিতে বাকী থাকে, তাহাকে বকেয়া বাকী কহে।

কোন প্রজার জমির জমা অন্য প্রজা লইলে, পূর্ব্ব প্রজার নাম খারিজ হইয়া, হাল প্রজার নামে যে দাখিলা হয়, তাহাকে খারিজ দাখিল কহে।

দাখিলা দুই প্রকার, প্রজার জমি হইতে দাখিল হইলে, আগতরায়তী; আর খাস খামার হইতে হইলে, আগতখামার কহে।

খারিজ দুই প্রকার। গতরায়তী ও গতখামার।

প্রজার জমি, জমা হইতে খারিজ হইলে, তাহাকে গতরায়তী কহে; এবং খাসখামার হইতে খারিজ হইলে, তাহাকে গতখামার কহে।

কোন জমির খাজনা আদায় এক বা ততোধিক বৎসরের জন্য স্থগিত হইলে, তাহাকে মৌকুফরসদ কহে। ঐ খাজনা তৎপরে কোন সনে পূর্ব্ব জমায় ধৃত হইলে, তাহাকে বাররসদ কহে।

পলাতকের প্রজাকে ফেরারী প্রজা কহে।

মৃত প্রজার জমা অথবা অচিহ্নিত জমির জমাকে ফৌতিজমা কহে।

নিরূপিত করকে নিজজমা ও তদতিরিক্ত আদায়কে বাজেজমা কহে। দেশভেদে নিজজমার পরিবর্তে, বিলাতসাধুনী ও বিলাত-আমদানী লিখিবার রীতি আছে।

ইরসাল শব্দের অর্থ প্রেরণ। জমিদারের নিকট যে খাজনা প্রেরিত হয়, তাহাকে ইরসাল কহে। যে ব্যক্তি খাজনা ও পত্র গ্রহণ করিয়া লইয়া যায়, তাহাকে আরিন্দা কহে। সালতামামীতে প্রেরিত একুন চালানকে একজাইচালান কহে।

ভূমির নির্দিষ্ট রাজস্ব ব্যতীত জলকর, হাট, বাজার প্রভৃতির করকে সায়রাৎ কহে।

মামুলী অর্থাৎ চিরপ্রচলিত নিয়ম। প্রজার নিকট হইতে নিরূপিত খাজনা ব্যতীত, তাহাদিগের পরিশ্রম দ্বারা উৎপন্ন যে সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে মামুলী আদায় কহে।

প্রজাগণ আপনাদের বৃক্ষাদি কর্তন বা তাহার উপসত্ত্ব বিক্রয় করিলে, তাহার চতুর্থাংশের যে মূল্য জমিদারকে প্রদান করে, তাহাকে চৌথ কহে।

প্রজাগণ বিবাহ সময়ে জমিদারকে যে প্রণামী প্রদান করে, তাহাকে সাদীসেলামী কহে; আর পাট্টা গ্রহণ করিবার সময়ে যে সেলামী দেয়, তাহাকে পাট্টাসেলামী কহে।

কোন জমির কবুলায় লিখিত জমা অপেক্ষা যত অধিক প্রকারে স্বীকার করা যায়, তাহাকে কবুলাবেশী কহে।

তদারকে যে জমা বেশী হয়, তাহাকে তদারকবেশী কহে। কবুলা বেশী, বন্দোবস্তী বেশী প্রভৃতি বৃদ্ধির নানা বাব আছে।

একবারে চিরদিনের জন্য কমী না দিয়া তদারকের অধীনে আপ-ততঃ যে কমী দেওয়া যায়, তাহাকে হাজৎকমী কহে। দস্তুরীকমী প্রভৃতি কমীর নানা বাব আছে।

জমিদারেরা কোন বিশেষ কারণবশতঃ খাজনার যে কোন অংশ আপাততঃ স্থগিত রাখেন, তাহাকে মহকুব হাজত কহে।

কোন নিয়মে জমিদারেরা আত্মদ খরচের নিমিত্ত যে খাজনা রেহাই দেন, তাহাকে মহকুবরসদ কহে।

জমিদারেরা কিঞ্চিৎ পরিমাণে কর অনাদায় বা খরচের প্রদর্শিত কারণ অগ্রাহ্য করিয়া, আমলাদিগের নিকট হইতে যে টাকা গ্রহণ করেন, তাহাকে রেফিজ বা রদ কহে।

গোমাস্তারা জমিদারের নিকট নিকাস দিবার সময় যাহা দেনাদার হয়, তাহাকে নিকাসীপোতা কহে।

ফৌতী বা ফেরারী প্রজার জমা বিলি যে পর্য্যন্ত না হয়, তাবৎ উহাকে লোকসান জমা কহে।

যে জমিতে লাঙ্গল দিয়া শস্য উৎপন্ন করা হয়, তাহাকে মাঠান কহে। মাঠান জমি দুই প্রকার, শালি ও সুনা। যে জমিতে হৈমন্তিক অর্থাৎ আমন ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে শালি বা আমনো জমি কহে। আর যাহাতে আশু ধান্য ও রবিখন্দ প্রভৃতি শস্য জন্মে, তাহাকে সুনা বা আউসে জমি কহে।

শালি ও সুনা দুই প্রকার জমি চারি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা, আউওল, দুয়েম, সুয়েম ও চাহারম।

যে জমিতে সকল প্রকার শস্য ষোল আনা উৎপন্ন হয়, তাহাকে আউওল বা প্রথম শ্রেণীর জমি কহে। যে জমিতে বার আনা রকম শস্য জন্মে, তাহাকে দুয়েম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি কহে। যে জমিতে অর্দ্ধেক রকম শস্য জন্মে, তাহাকে সুয়েম বা তৃতীয় শ্রেণীর জমি কহে। আর যাহাতে চারি আনা রকম শস্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে চাহারম বা চতুর্থ শ্রেণীর জমি কহে।

কৃষকেরা যে জমি সঙ্গতিপন্ন প্রজার নিকট হইতে আবাদ করিতে লয়, তাহাকে জোত কহে।

যে জমিতে কোন বৎসর ফসল উৎপন্ন হয়, কোন বৎসর হয় না, তাহাকে উঠিৎপতিৎ কহে।

যে জমির কর দিতে হয়, তাহাকে মালের জমি কহে।

যে জমি আপাততঃ পতিত আছে, কিন্তু চাষ করিলে যাহাতে ফসল জন্মিতে পারে, তাহাকে খিল জমি কহে।

যে জমি কোন প্রজা নিজের ব্যবহারার্থ চাষ করিয়া থাকে, তাহাকে নিজ জোত কহে।

সকর জমিকে জমাই জমি কহে। নিষ্কর জমিকে লাখেরাজ কহে। কতিপয় পরগণার সমষ্টিকে চাকলা কহে। কতকগুলি গ্রামের সমষ্টিকে ডিহি কহে। কোন একটী গ্রামকে মৌজা কহে।

যে জমিতে ধান্যের বীজ রোপণ করা হয়, তাহাকে রোয়া কহে। যে জমিতে ধান্যের বীজ ছড়ান হয়, তাহাকে বাওড়া কহে।

কিতা শব্দে জমির খণ্ড। বসবাসের ভূমিকে বাস্তু ও বাস্তুর সংলগ্ন ভূমিকে উদ্বাস্তু কহে। গোসমূহ যে ভূমিতে চরে, তাহাকে গোচর কহে। পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা, ডোবা প্রভৃতিকে জলকর এবং মৃত গরু ফেলিবার স্থানকে ভাগাড় কহে।

অনাবাদ ও পতিত জমি যাহার কর ধার্য্য নাই, তাহাকে খাস খামার কহে। বাগাৎ শব্দে বাগান, বাঁস থাকিলে বাঁসবাগাৎ কহে।

একগ্রামের জমি অপর গ্রামের মধ্যে ও শেষোক্ত গ্রামের ভূমি পূর্ব্বোক্ত গ্রামের মধ্যে থাকিলে ঐ জমিকে পিতলগোন্দা কহে।

সদর ফর্দ্দকে প্রথম ফর্দ্দ কহে। আয়ের সংখ্যাকে আমদানী-সুমার কহে। আমদানীর অর্থ আয়, সুমারের অর্থ সংখ্যা। ইস্তক শব্দের অর্থ অবধি। নাগাৎ শব্দের অর্থ এই পর্য্যন্ত। আখিরি শব্দের অর্থ শেষ। পাওনার সমষ্টিকে হস্তবুদ কহে। প্রাপ্য আদায়কে ওয়াশীল কহে। খাজনা ভিন্ন অন্যান্য পাওনাকে লহনা কহে।

জমির অঙ্কের পূর্ব্বে মওয়াজী লিখিতে হয়।

জমিদারেরা কর আদায় করিবার নিমিত্ত যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন, তাহাদিগকে গোমাস্তা বা তহশীলদার কহে। অনেক গোমাস্তার উপর যে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকে, তাহাকে নায়েব কহে।

যে চাকর গোমস্তার অধীনে থাকিয়া, প্রজাদিগের নিকট খাজনার তাগাদা প্রভৃতি করে, তাহাকে মালেরপাইক বা তৈনিতি কহে। গোমাস্তার প্রার্থনামতে জমিদারের সদর কাছারী হইতে যে লোক মফঃসলে প্রেরিত হয়, তাহাকে ইত্তনিৎ কহে।

যে প্রজার খাজনা বাকী পড়ে, তাহাকে বাকীদার কহে। আসামী শব্দের অর্থ কৃষক অর্থাৎ প্রজা অথবা প্রতিবাদী বা প্রত্যর্থী বুঝায়।

আদালতের আদেশানুসারে কোন জমি দখল করিতে হইলে, ঐ স্থানে বাঁস পুঁতিতে হয়, তাহাকে বাঁসগাড়ি কহে।

প্রজাকে কোন জমি জমা দিতে হইলে, জমিদারেরা যে অধিকারিপত্র লিখিয়া দেন, তাহাকে পাট্টা কহে, আর ঐ কাগজের পরিবর্ত্তে প্রজা জমিদারকে যে করস্বীকার পত্র লিখিয়া দেয়, তাহাকে কবুলতি কহে। প্রজারা কর প্রদান করিয়া গোমাস্তার নিকট যে রসিদ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে দাখিলা বা কবজ কহে।

যে কাগজে প্রত্যেক প্রজার উস্থলবাকী প্রভৃতির হিসাব, ভিন্ন ভিন্ন বর্দ্দে লিখিত হয়, তাহাকে কড়চা বা খোকা কহে।

যে কাগজে প্রজাদিগের জমীজমা বিশেষ করিয়া নির্দ্ধারিত হয়, ও যাহাতে খাজানার নিরূপণ ও আয়ের হিসাব লিখিত হয়, তাহাকে খতিয়ান বা একোয়াল কহে।

মাসমাস যেরূপ খাজানা আদায় হয়, তাহা যে কাগজে লিখিত হয়, তাহাকে সেহা কহে। সেহায় শুদ্ধ জমার অঙ্ক লিখিতে হয় এমত নহে, যে কোন তারিখে যে খরচ হয়, তাহাও লিখিবার রীতি আছে।

কোন গ্রামের অধিবাসিদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মান্য ব্যক্তিকে মণ্ডল বা মোড়ল কহে। মোড়লেরা জমি বিলি ও খাজনা আদায় করিয়া থাকে।

গত সনের কাগজে প্রজার নামে যে জমা লেখা থাকে, তাহাকে জমাওজন্তা কহে। প্রজার নিকট গত সনের যে খাজনা বাকী থাকে, তাহাকে বকয়াবাকী কহে।

জমাওজন্তা ও বকয়াবাকী ব্যতীত যদি অন্য কোন বাব অর্থাৎ ইজারা মহল হইলে ইজারদারী, কিস্তি খেলাপী সুদ প্রাপ্য হইলে ঐ সুদ, এবং তাগাবী দাদন অর্থাৎ নাতান প্রজাকে আবাদ খরচ দেওয়া হইলে, ঐ তাগাবীর টাকা ও তস্য সুদ বাকীর নীচে লিখিতে হয়।

মহাজনের নিকট যাহা ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করা যায়, তাহাকে কর্জ্জকর্দ্দন কহে।

জরিপ।

ক্ষেত্রের মধ্যে কোন্ পদার্থ কি ভাবে অবস্থিত, সেই ক্ষেত্রের পরিমাণ-ফল কত, ভূ পৃষ্ঠের কোন্ স্থান কত উন্নত এবং কোন্ স্থান কত নিম্ন, এই সকল বিষয় যে উপায় দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, তাহাকে জরিপ কহে। জরিপ দুই প্রকার। একজাই বা একআন্দাজ জরিপ, তপাসি বা নোক্‌সান চর্চ্চা জরিপ। একজাই জরিপের দ্বারা একাদিক্রমে সমুদায় ভূমি মাপিয়া জমা নিসস্ত হয়। তপাসি জরিপ দ্বারা হাসিল পতিত তদন্ত করিয়া রাজস্ব আদায় হয়।

যদি বহুতর ক্ষেত্র একত্র জরিপ করা যায়, তাহাকে চাপ জরিপ কহে। আর যদি প্রজা বিলি দাগদাগ স্বতন্ত্র মাপা যায়, তাহা হইলে কিতাওয়ারী জরিপ কহে।

জরিপ সমাপন হইলে আমীন যথার্থ লিখিয়াছে কি না, এই সন্দেহ ভঞ্জনার্থে যে দ্বিতীয়বার জরিপ করা যায়, তাহাকে পরতাল (পুনর্ব্বার) জরিপ কহে। জরিপ করিবার নিমিত্ত যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত হয়, তাহাদিগকে আমীন কহে।

জরিপী চিঠা।

জমির পরিমাণ নির্ণয় করিয়া যে কাগজে লিখিত হয়, তাহাকে চিঠা বা মাপবহী কহে।

জরিপী চিঠার শীর্ষ দেশে অর্থাৎ নক্‌সার উপরিভাগে পর্য্যায় ক্রমে আসামী, দাগ, দীর্ঘ, প্রস্ত, সারা, জিনিস লিখিতে হয়। আসামীর নিম্নে যে প্রজার জমি তাহার নাম, ও দাগের নিম্নে যত সংখ্যক ভূমি জরিপ হয়, ক্রমশঃ তাহার সংখ্যা; যে ভূমি যে পরিমাণে দীর্ঘ, তাহা দৈর্ঘের নিম্নে, এবং প্রস্থের যে পরিমাণ, তাহা প্রস্তের নিম্নে লিখিতে হয়। কালি করিয়া যে মানের ভূমি তাহার অঙ্ক সারার নীচে পড়িবে, ঐ ভূমি বাস্তু কি উদ্বাস্তু কি বাগাৎ ইত্যাদি যে প্রকারের হয়, তাহা জিনিসের নিম্নে লিখিতে হইবে। আসামী ও দাগ নক্সার এক ঘরেও লেখা যাইতে পারে। ভূমির চতুঃসীমা আসামীর নামের নীচে অথবা সর্ব্ব নিম্নে লিখিতে হয়।

মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ এই কয় মাস জরিপ করিবার প্রকৃত সময়, কারণ ঐ কালে ভূমিতে ফসল থাকে না।

জরিপের সময় উত্তরাদি দিকের নাম সম্পূর্ণ রূপে লিখিত হইলে অধিক সময় ও অধিক কাগজ লাগে, এজন্য সাঙ্কেতিক অক্ষর দ্বারা লিখিত হইয়া থাকে। যথা, উত্তর স্থলে "উ" দক্ষিণ স্থলে "দ" ইত্যাদি লিখিত হইয়া থাকে। "ত" লিখিলে তস্য, অর্থাৎ অগ্রে যে জমি জরিপ হইল তাহার, আর ত-র সহিত যে দিকের প্রথমাক্ষর যোগ হইবে, তাহার সেই দিক্ বুঝাইবে।

ভিন্নভিন্ন গ্রামে ভিন্নভিন্ন মাপ অনুসারে জরিপ হইয়া থাকে। সচরাচর যে মাপের প্রণালী অনুসারে জরিপ হইয়া থাকে, তাহাকে জমিদারী রসী কহে। ইহা রসী (রজ্জু) বা চর্ম্মদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪০ গজ বা ৮০ হাত এবং বিংশতি অংশে বিভাজিত। প্রত্যেক অংশকে কাঠা কহে। রসীর এক প্রান্ত হইতে প্রত্যেক ৪র্থ কাঠাতে ৮ বা ১০ অঙ্গুলি দীর্ঘ এক এক খণ্ড চর্ম্ম বা রজ্জু ঝুলান থাকে, তাহাকে ঝুলি কহে। ৫ কাঠার স্থানে ৫টী অঙ্গুলিবিশিষ্ট মণিবন্ধের ন্যায় এক খণ্ড চর্ম্ম বান্ধা থাকে, তাহাকে পাঁচট কহে। ১০ কাঠার স্থানে অর্থাৎ রসীর মধ্যস্থলে দশঅঙ্গুলিবিশিষ্ট করের ন্যায় এক খণ্ড চর্ম্ম ঝুলান থাকে, তাহাকে দশক কহে। বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই এই রসী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেখানে ঐ রসীর প্রচলন নাই, বাঁশের নল দ্বারা জরিপী কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

জরিপী চিঠা বা মাপবহী লিখিবার প্রণালী।

জরিপী চিঠা মৌজে বলরামপুর, পরগণে গিরিগড়।

জমিদার শ্রীপ্রসন্ননারায়ণ দেব।

কাঠাকুড়া ৮০ হাতের মাপ।

শ্রীরামদুলাল রায় জরিপ আমীন।

শ্রীকাশীনাথ দাস মুহুরী।

সন ১২৮১ সাল ৬ই মাঘ।

দিনার জমজমি।

আসামী——দাগ——দীর্ঘ——প্রস্থ——সারা —— জিনিস

আদৌ আরম্ভ গ্রামস্য পশ্চিম বাঁকা নদীর তপূ, বউ সরকারী রাস্তা।

১ দাগে প্রজা তিনকড়ি ঘোষ।

পূপাং ২॥০ উদং ১/৪ ৩/০ সালিআউওল

কৈফিয়ং। এই জমির তপ খাইলে একটা তালগাছ আছে।

২ দাগে তদ প্রজা গোরাচাঁদ দাস।

পূপাং ৪॥২ উদং ৮৩ ৪/৩ সালিছুয়েম্

কৈফিয়ং। ইহার তপূ হাবিলপুরের জমি।

৩ দাগে তউ প্রজা ঐ। পূপাং ১/১ উদং ৮১ ১৮১ সুনাআউওল

৪ দাগে তউপূ প্রজা খেলারাম কলো।

পূপাং ১৮৪

২।৪

৪।৩

সহি ২/৪ উদং ১।৪ ৩/৪ সুনাচাহারম

তদ যোন ১।৩ ৮১ ১/২

কৈফিয়ং। এই জমির তউ বাঁকা নদী। তপ হাবিলপুরের জমি।

৫ দাগে তপ প্রজা খেলারাম কলো।

উদং ২৮০ পূপাং ২।৩ ৪/৪ বাগাৎ

৬ দাগে তদ প্রজা কালাচাঁদ দাস।

উদং পূপাং ১৮১

২/১

৩৮২

২॥৩ সহি ১৮৪ ৫/৩ সালিচাহারম

৭ দাগে তপূ প্রজা বলরাম পাল।

উদং ২॥১ পূপাং ১/২ ২৮১ বাস্তু ৮১

উদ্বাস্তু ২/

জমির নীচে আর একটী লতায় প্রজার ব্যবসায়, তাহার বাটীর জনসংখ্যা প্রভৃতি লিখিত হইয়া থাকে। এই লতাকে তফসীল হকিকৎ কহে।

কৈফিয়ৎ। ইহার তদ হাবিলপুরের জমি, তপ আইল ডাঙ্গা। উক্ত বলরাম পাল গবর্ণমেণ্টের চাকরী করে।

৮ দাগে তপূ প্রজা তিনকড়ি ঘোষ।

উদং ৪৷০ পূপং ১৸০ ৭৷৪ বাস্তু ১৴০

বাঁশবাগাং ৬৷৪

কৈফিয়ৎ। ইহার তউ বাঁকা নদী। দাগমধ্যে একটা ডুমুর গাছ আছে।

৯ দাগে তদ প্রজা গোরাচাঁদ দাস। বাস্তু ৷৷০

পূপং ১৷১ উদং ১৴০ ১৷০ উদ্বাস্তু ৸০

১০ দাগে তউ প্রজা কালাচাঁদ দাস।

পূপং ১৴১ উদং ১৴০ ১৴১ ডোবা

১১ দাগে তপূ প্রজা খেলারাম কলো।

উদং ১৷৷১ পূপং ৷৷১ ১৴০ বাস্তু ৷৷০

পুষ্করিণী ৷৷০

১২ দাগে তউ প্রজা কালাচাঁদ দাস।

পূপং ৪৷৪ উদং ৸০ ৩৷১ সালিস্মুরেম।

কৈং। এই দাগের তউ বাঁকানদী। তপ আইলে একটা সেওড়া গাছ আছে।

১৩ দাগে তদ। খাস খামার। পূপং ১৸৪ উদং ৸২ ১৷৷৩ গো[illegible]

১৪ দাগে তপদ। জোত বলরাম পাল।

পূপং ১৸১ উদং ১৷০ ২৷০ সুনা[illegible]ওস

১৫ দাগে উদপ। জোত ঐ। উদং ১৴৩ পূপং ৷৷২ ৷৷২ ইক্ষু

১৬ দাগে তপূ। জোত তিনকড়ি ঘোষ।

পূপং ১৸১ উদং ১৷১ ২৷৪ সালিস্মুরেম

১৭ দাগে তপূ। জোত ঐ। উদং ১৷০ পূপং ১৴০ ১৷০ ব্রহ্মোত্তর

১৮ দাগে তউ। জোত বলরাম পাল।

উদং ১৴৩ পূপং ৷৷৩ ৸০ আমবাগান

১৯ দাগে তপূ। জোত গোরাচাঁদ দাস।

উদং ১৸২ পূপং ৷৷০ ৸০ ডোবা

২০ দাগে তপূ। খাস খামার। উদং ১৷১ পূপং ৷৷১ ৷৷৪ ভাগাড়

এই পর্যন্ত জমিমজকুরের একান্দাজ জরিপ সমাপ্ত হইল।

মোকাবিলা বাঞ্ছারাম পাইক ও রাধানাথ সরকার ওগয়রহ ইতি।

দাগবিলি খতিয়ান।

দাগবিলি খতিয়ান, প্রজা হায়, পরগণে গিরিগড় মৌজে বলরামপুর।

জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ননারায়ণ দেব।

সন ১২৮১ সাল।

শ্রীতিনকড়ি ঘোষ।

সাং বলরামপুর।

দাগ	জমি	জিনিস
১	৩/০	শালি আউওল
৮	৭।৪	বাস্তু ১/০
		উদ্বাস্তু ৬।৪
১৬	২।৪	শালিস্থয়েম
১৭	১।০	ব্রহ্মোত্তর
	১৪/৩	

শ্রীগোরাচাঁদ দাস।

সাং বলরামপুর।

দাগ	জমি	জিনিস
২	৪/৩	শালিছুয়েম
৩	১৬৩	সুনাআউওল
৯	৵।০	বাস্তু ॥০
		উদ্বাস্তু ৷০
১৯	৷০	ডোবা
	৮/১	

শ্রীখেলারাম কলো।

দাগ	জমি	জিনিস
	৩/৪	সুনাচাহারম
	৵/২	ঘোন
৫	৪/৪	বাগাত
১১	১/০	বাস্তু ॥০
		পুষ্করিণী ॥০
	৯॥০	

শ্রীকালাচাঁদ দাস।

দাগ	জমি	জিনিস
৬	৫/৩	শালিচাহারম
১০	১/২	ডোবা
১২	৩।২	শালিস্থয়েম
	৯॥৩	

শ্রীবলরাম পাল।

দাগ	জমি	জিনিস
৭	২৬১	বাস্তু ৷১
		উদ্বাস্তু ২/০
১৪	২।০	সুনাআউওল
১৫	॥২	ইক্ষুচাষ
১৮	৶০	আমবাগান
	৬।৩	

খাস খামার।

দাগ	জমি	জিনিস
১৩	১॥৩	গোচর
২০	॥৪	ভাগাড়
	২।২	

একওয়াল খতিয়ান।

একওয়াল জমি পরগণে গিরিগড়, মৌজে বলরামপুর। জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ননারায়ণ দেব।

সন ১২৮১ সাল।

প্রজার নাম	বাস্তু	উদ্বাস্তু	শালি: নালিজমি	দুফসল	একফসল	চাষাবাদ	সুনা: নালিজমি	দুফসল	একফসল	চাষাবাদ	বাগান	জলকর	খামার	জঙ্গল	মোট জমি	মোট জমা
তিনকড়ি ঘোষ ১, ৮, ১৬, ১৭	১/০	৬।৪	৩/০		২।৪									১।০	১৪/৩	৩৪৬৮
গোরাচাঁদ দাস ২, ৩, ৯, ১৯	।।০	৮০		৪/১			১৮১					৸০			৮/১	২৫।/৮
খেলারাম কলো ৪, ৫, ১১	।।০									৩/৪	৪/৪	১।।২			৯।।০	৩৯
কালাচাঁদ দাস ৬, ১০, ১২					৩।২	৫/৩						১/১			৯।।৩	২১।/৪
বলরাম পাল ৭, ১৪, ১৫, ১৮	৮১	২/০					২।০				১।২				৬।৩	২২৮/৪
খাগ ১৩, ২০													২।২		২।২	
	২৮১	৯/৪	৩/০	৪/১	৫৮১	৫/৩	৪/১			৩/৪	৫।।১	৩।।০	২।২	১।০	৫০/২	১৪২।।/৪

নিরিখনামা মৌজে বলরামপুর ইত্যাদি।

আসামী	জমি	নিরিখ জমিদারী কি বিঘা	নিরিখ রায়তী কি বিঘা
বাস্তু	১/০	৪	৫
উদ্বাস্তু	১/০	২॥০	৩
শালিআউওল	১/০	৩	৩॥০
শালিদুয়েম	১/০	২॥০	৩
শালিস্বয়েম	১/০	২	২॥০
শালিচাহারম	১/০	১॥০	২
সুনাআউওল	১/০	৩॥০	৪
সুনাদুয়েম	১/০	৩	৩॥০
সুনাস্বয়েম	১/০	২॥০	৩
সুনাচাহারম	১/০	২	২॥০
বাগাৎ	১/০	৫	৬
জলকর	১/০	৬	৭

শ্রীপ্রসন্ননারায়ণ দেব। জমিদার।

জমির হার নিরিখ স্থান ভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে।

জমাবন্দী।

জমাবন্দী জমীজমা পরগণে গিরিগড়, মৌজে বলরামপুর।

জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন নারায়ণ দেব।

জমাবন্দী। মৌজে বলরাম পুর। ১২৮১ সাল।

১ নং প্রজা শ্রীতিনকড়ি ঘোষ। সাং বলরাম পুর।

আসামী	জমিবিতং	হারনিরিখ	নিটলকাত
বাস্তু	১/০	৪	৪৲
উদ্বাস্তু	৬৷৪	২॥০	১৬৶
শালি আউওল	৩/০	৩	৯৲
শালিস্বয়েম	২৷৪	২	৪৸৶৵
ব্রহ্মোত্তর	১৷০	নিষ্কর	
	১৪/৩		৩৪৷৵

ময়াজী চোদ্দবিঘা তিনকাঠামাত্র। মবলগে চৌত্রিশ টাকা আটগণ্ডা।

২ নং প্রজা শ্রীগোরাচাঁদ [illegible]। সাং বলরামপুর।

আসামী	জমি বিস্তৎ	হার নিরিখ	নিটনকাত
বাস্তু	॥০	৪	২
উদ্বাস্তু	৸০	২॥০	১৸৵০
শালিছুয়েম	৪/৩	২॥০	১০।৶০
সুনাআউওল	১৸৩	৩॥০	৬॥৵৮
জলকর	৸০	৬	৪॥০
	৮/১		২৫।৵৮

ময়াজী আটবিঘা এককাঠা মাত্র। মবলগে পঁচিশটাকা ছয়আনা আটগণ্ডা।

৩ নং প্রজা শ্রীখেলারাম কলো। সাং বলরামপুর।

বাস্তু	॥০	৪	২
জলকর	১॥২	৬	৯॥/১২
সুনাচাহারম	৩/৪	২	৬৷৵৮
বাগাৎ	৪/৪	৫	২১
	৯॥০		৩৯

ময়াজী নয়বিঘা দশকাঠা মাত্র। মবলগে উনচল্লিশ টাকা।

৪ নং প্রজা শ্রীকালাচাঁদ দাস। সাং রামেশ্বরপুর।

হাল দখলীকার কুসুমকামিনী দাসী।

শালি সুয়েম	৩/২	২	৬॥৶/৪
শালি চাহারম	৫/৩	১॥	৭॥৶/১২
জলকর	১/৩	৬	৬৸৵৮
	৯॥৩		২১।/৪

৫ নং প্রজা শ্রীবলরাম পাল। সাং বলরামপুর।

বাস্তু	৸১	৪	৩৶/৪
উদ্বাস্তু	২/০	২॥	৫
সুনাআউওল	২।০	৩॥	৭৸৶
বাগাৎ	১/২	৫	৬৸০
	৬/৩		২২৸/৪

৬ নং খাসখামার গোচর ১॥৩
ভাগাড় ॥৪

২।২

জমাবন্দী সমাধা হইলে, তাহা যথার্থ ও নির্ভুল হইয়াছে কি না এই সন্দেহ ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত, গোমেস্তারা বা একওয়ালকে প্রজার স্বরূপ গণ্য করিয়া, তাহার একটী জমাবন্দী করিতে হয়। এই জমাবন্দীর সহিত তেরিজের ঐক্য হইলে, জমাবন্দীর প্রতি সন্দেহ থাকে না, অনৈক্য হইলে, বিরয়াবিরি পরতাল করিয়া মিল করিতে হয়। এই জন্য এই স্থলে একওয়ালের জমাবন্দী করা হইল।

একওয়ালের জমাবন্দী।

মৌং বলরামপুর।

রকম জমি		দর	তঙ্কা
বাস্তু	২৸১	৪	১১৶৪
উদ্বাস্তু	৯/৪	২॥০	২৩
শালি আউওল	৩/০	৩	৯
ঐ দুয়েম	৪/৩	২॥	১০।৶০
ঐ স্বয়েম	৫৸১	২	১১॥/১২
ঐ চাহারম	৫/৪	১॥০	৭॥৶১২
সুনা আউওল	৪/৩	৩॥০	১৪॥ ৮
ঐ চাহারম	৩/৩	২	৬।৶৮
বাগাৎ	৫॥১	৫	২৭৸০
জলকর	৩॥০	৬	২১
খামার	২।২		
ব্রহ্মোত্তর	১।০		
	৫০/২		১৪২॥/৪

জমাবন্দী মিল হইলে, জমীজমায় মবলগ বান্ধিয়া প্রজাদিগের নাম স্বাক্ষর করাইয়া লইতে হয়, তাহা ১ম সংখ্যার প্রজা তিনকড়ি ঘোষের জমাবন্দীতে দ্রষ্টব্য।

সেহা।

আমদানী সেহা রূপেয়া পরগণে গিদ্ধিগড়, মৌজে বলরামপুর।
জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ননারায়ণ দেব।

সন ১২৮১ সাল।

বিতারিখ — ১৩ আষাঢ়

রোজ — সোমবার

দিনায় সেহা রূপেয়া।

আসামী — আমদ তঙ্কা — খরচ — তঙ্কা

তিনকড়ি ঘোষ
সাং বলরামপুর
গুঃ খোদ
এককেতা নোট নং
৩৭৫০ — ১০

গোরাচাঁদ দাস
সাং বলরামপুর
গুঃ খোদ রোক — ৮

খেলারাম কলো
সাং বলরামপুর
গুঃ খোদ রোক — ৬

৺ কালাচাঁদ দাস
হাল দখলীকার
কুসুমকামিনী দাসী
সাং রামেশ্বরপুর
গুঃ হলধর মণ্ডল রোক — ৮

বলরাম পাল
সাং বলরামপুর
গুঃ প্রসাদ হাজরা
রোক — ৪৷৹

শুভ পুণ্যাহের খরচ
আতপচাউল — ।০
উপকরণদিগর — ২।৵১০
শাটি জোড় — ১।০
দধি — ২
চিঁড় মুড়কি — ১
সন্দেশ — ৪
পানসুপারি — ৷৹
পুরোহিতের দক্ষিণা — ৷৹
ভিক্ষা — /১০
বাদ্যকর — ।০

হরলাল খাতে
মাং বাঞ্ছারাম পাইক
১ নং একচালন — ২০
এককেতা নোট ১০
নগদ — ১০

বাঞ্ছারাম পাইকের
রাহাখরচ — ।৵০

৩২৷৵০

কৈফিয়ৎ নিজ রোজ আমদানী ৩৬৷০
বাদ খরচ ৩২৷৵০

৩৬৷০

বাকী মৌজুদ ৩।৵০

বিতারিখ——৯ শ্রাবণ।

রোজ——শুক্রবার।

দিনায় সেহা রূপেয়া——

আসামী——আদদ অঙ্ক——খরচ——অঙ্ক।

তিনকড়ি ঘোষ
গুঃ কালাচাঁদ পাইক
রোক——৩

খেলারাম কলো
গুঃ খোদ
৩৫৭৪ একেকেতা নোট——৫

গোরাচাঁদ দাস
গুঃ তসাপ্রত্র——৫॥০

বলরাম পাল
মাঃ রামধন দত্ত
রোক কোং——১৷৵০

১৬৴০

বাজে জমা——
সাদী সেলামী
দং গোরাচাঁদ দাসের
পুত্রের বিবাহ——২
কুসুমকামিনীর কন্যার
বিবাহ——২॥০
পাট্টা সেলামী
দং খেলারাম কলো——৫
ভাগাড় জমার মধ্যে
মাং তিতু মুচী——৷০
গ্রাম হাটের মামুলী
গুড় বিক্রয়——৪

৩০॥০

কাছারি ঘর মেরামতি——
উলুখড়——২
দড়ি——১
বাঁশ——২
সুতলী——॥০
ঘরামিজনের মজুরি
১৬ টা জনের কাত
মাঃ মতিরাম দাস——৪
মজুরজনের জলপান——৵০
সরঞ্জামী খরচ——
সাদাকাগচ ২ দিস্তা——৷০
রোসনাই খরচ তৈলখরিদ।৵০

ইরসাল খাতে
বং বলরামপুরের
সদর কাছারী
গুঃ গোপাল সিং
দ্বারবান ২ নং এক চালান
একেকেতা নোট——১০
নগদ——১০
ঐ দ্বারবানের রাহা
খরচ——।৵০

৩১৵০

কৈঃ নিজ রোজ আমদানী ৩০॥০
সাবেক মৌজুদ——৩৬৵০
৩৪।৵০
বাদ খরচ——৩১৵০
বাকী মৌজুদ——৩।০

বিতারিখ——১৮ ভাদ্র।
রোজ——সোমবার।
দিমায় সেহারপেয়া——

আসামী——আদদ তঙ্কা——		খরচ——	তঙ্কা
তিনকড়ি ঘোষ		মাহিন্দারাণ খরচ	
গুঃ খোদ একুকেতা ………	১০	গোমস্তা রাধানাথ সরকার	
গোরাচাঁদ দাস		মাসিক ৩ টাকার হিঃ	
গুঃ খোদ——	৬	বৈশাখ নাং আষাঢ়——	৯
খেলারাম কলো		বাঞ্চারাম পাইক	
মাঃ তস্যভ্রাতা——	৮	২ টাকার কাত	
৺ কালাচাঁদ দাস		ঐ ইস্তক নাগাদ ——	৬
দখলি সরবরাহকার			
মাং হলধর মণ্ডল রোক	৮।০	ইরসাল খাতে	
	৩২।০	বং বলরামপুরের	
কৈঃ নিজরোজ আমদানী	৩২।০	সদরকাছারী ৩নং এক চালান	
সাবেক মৌজুদ——	৩।০	গুঃ বাঞ্চারাম পাইক	১০
	৩৫॥০	উহার রাহা খরচ	।০
বাদ খরচ——	৩৫।০		৩৫।০
বাকী মৌজুদ	।০		

বিতারিখ——১৭ আশ্বিন।
রোজ——সোমবার।
দিমায় সেহারপেয়া——

আসামী——আদদ——তঙ্কা——		খরচ——	তঙ্কা——
তিনকড়ি ঘোষ		মামুলী গ্রাম্য খরচ	
গুঃখোদ——	২	মাং প্রজা স্থায়	
সরবরাহকার		বারয়ারী পূজার খরচ——	৫
কুসুমকামিনী দাসী			
মাং বাঞ্চারাম পাইক——	৭	কৈঃ নিজরোজ আমদানী	২০৮
খেলারাম কলো		সাবেক মৌজুদ——	।০
মাং বাঞ্চারাম পাইক——	৬৮০		২৬
বলরাম পাল		বাদ খরচ——	৫
গুঃ খোদ রোক——	১০	বাকী মৌজুদ——	২১
	২৫৮০		

বিতারিখ ——— ২০ মাঘ।

রোজ ——— সোমবার।

দিনায় সেহারূপেশ ———

বলরাম পাল	সরঞ্জামী খাতে
গুঃ খোদ ——— ৩	কাছারির বিছানার সপ ——— ।৵০
কালাচাঁদ দাস	কাগজ ৪ দিস্তা ——— ১৷৷০
হালদখলীকার	মসী ——— ৴০
কুসুমকামিনী দাসী	কলম ——— ।০
মাং বাঞ্চারাম পাইক — ৬৸০	মোকদ্দমা খাতে
খেলারাম কলো	দং মুনসেফী আদালত
গুঃ খোদ রোক ——— ৮৷৷০	হইতে পেয়দা আইসে
গোরাচাঁদ দাস	তাহার খোরাকীদিগর ——— ১।০
মাং বাঞ্চারাম পাইক — ২	বাজে খরচ ———
তিনকড়ি ঘোষ	কাছারীতে একজন অতিথী
গুঃ খোদ ——— ১	আইসে তাহার সেবার খরচ ——— ৵০
———	———
২১।০	আরিন্দা ও খোরাকী
	গোপাল সিংহ তৈনিত
	আসায় তাহার খোরাকী
আমদানী নিজরোজ — ২১।০	৭ দিনের কাত ——— ৸৵০
সাবেক মৌজুদ ——— ২১	ইরসাল খাতে
———	মাং বাঞ্চারাম পাইক
৪২।০	৪ নং এক চালান রোক ——— ২৫
খাস খরচ ——— ২৯৷৷৵০	উহার রাহা খরচ ——— ।৵০
———	———
বাকী ——— ১২৷৷৵০	২৯৷৷৵০

বিতারিখ——২৩ চৈত্র।

রোজ——সোমবার।

দিনার সেহা রূপেয়া।

তিনকড়ি ঘোষ	মামুলী গ্রাম্য খরচ
শুঃ খোদ——৩	চড়ক পূজার খরচ——৮।০
গোরাচাঁদ দাস	মাহিন্দারাণ খরচ
শুঃ খোদ——৩॥০	গোমস্তা রাধানাথ সরকার
খেলারাম কলো——	মাসিক ৩ টাকা হিঃ
শুঃ খোদ——১১	ইং শ্রাবণ নাং ফাল্গুন——২৪
৺ কালাচাঁদ দাস	বাঞ্ছারাম পাইক মাসিক
দং কুসুমকামিনী দাসী ২৸০	২ টাকা হিঃ——ঐ——১৬
বলরাম পাল	কাছারীর বিছানার সতরঞ্চী ৪
শুঃ খোদ——৭৸০	৫২।০
খুটা গাড়ির খাজানা আদায়	
১লা আষাঢ় নাং ৩১ আশ্বিন	আমদানী নিজ রোজ——৪১॥০
হর হর দফার——৩।০	সাবেক মৌজুদ——১২॥৵০
ঘাসকর আদায়	
মাং রাধানাথ দাস——১	৫৪৵০
চৌথ আদায়	বাদ খরচ——৫২।০
দং বলরাম পালের	
তেঁতুল গাছ বিক্রয়	বাকী——১৸৵০
৮ টাকার চৌথ——২	
খাসখামার জমীর	
আগাছা বিক্রয়	
মাং বাঞ্ছারাম পাইক——৪	
ভাগাড় জমা	
মাং তিতু মুচি——২।০	
গোক্ষুর বিক্রয়——১	
৪১॥০	

হিসাববাকী অথবা থোকা বা কড়চা।

হিসাববাকী রূপেয়া পরগণে গিরিগড়, মৌজে বলরামপুর।

জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ননারায়ণ দেব।

সন ১২৮১ সাল।

ইঃ সুরু নাগাদ আখিরী।

১ নঃ হিসাব প্রজা শ্রীতিনকড়ি ঘোষ। সাং বলরামপুর।

ওয়াশীল		বাকী	
২৩ আষাঢ়		জমাওজস্তা দিঃ জমাবন্দী	
পুণ্যাহ	১০	১৪/৩ জমির কাত	৩৪৷৮
		বকয়া বাকী	।/০
৯ শ্রাবণ	৩		
১৮ ভাদ্র	১০		৩৪।/৮
২৭ আশ্বিন	২	বাদ খারিজ	
		দং বলরাম পাল	
	২৫	২ বিঘার কাত	৫
২০ মাঘ	১		
২৩ চৈত্র	৩		২৯।/৮
		বাদ ঔঃ	২৯
	২৯	বাকী	।/৮

২ হিসাব প্রজা শ্রীগোরাচাঁদ দাস। সাং বলরামপুর।

ওয়াশীল ——— বাকী — ———

২৩ আষাঢ়		জমাওজস্তা লিঃ জমাবন্দী।	
শুভপুণ্যাহ ———	৮	৮/১ জমির কাত —	২৫।০/৮
৯ শ্রাবণ ———	৫॥০	বাদ ওঃ ———	২৫
১৮ ভাদ্র ———	৬		
২৭ আশ্বিন ———	০	বাকী	।০/৮
	১৯॥০		
২০ মাঘ ———	২		
২৩ চৈত্র ———	৩॥০		
	২৫		

৩ নং হিসাব প্রজা শ্রী[illegible] কা[illegible]। সাং বলরামপুর।

ওয়াশীল ——— বাকী ——

২৩ আষাঢ়		জমা ওজস্তা বিঃ জমাবন্দী।	
শুভপুণ্যাহ ———	৬	১০ জমির কাত ———	৩৯
৯ শ্রাবণ ———	৪	বকেয়া বাকী ———	৫
১৮ ভাদ্র ———	৮	তশ্য সুদ ———	৸৶০
২৭ আশ্বিন ———	১৸০		
			৪৪৸৶১
	২৫৸০	বাদ রসদ ———	২
২০ মাঘ ———	৮॥০		
২৩ চৈত্র ———	১১		৪৬৸৶০
		বাদ ওঃ —	৪৫।০
	৪৫।০		
		বাকী —	১॥৶০

বাকী জায়।

জিলার রূপেয়া পরগণে গিরিশ মৌজে বলরামপুর, জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নলারায়ণ দেব।

সন ১২৮১ সাল। ইস্তক পুণ্যাহ নাগাইদ আশ্বিন।

আসামী	জমা গুজস্তা	বকেয়া বাকী	খরচ রসদ	তদারক বেশী	দাখিল আগতবাবতী	এজুন	খাদ খারিজ	বাদছাজত র সদকমী	বাকী জমা	বাবৎ উসুল নাং আশ্বিন	তলব
তিনকড়ি ঘোষ	৩৪৷৮	।/০	"	"	"	৩৪।/৮	৫	"	২৯।/৮	২৫	৪।/৮
গোরাচাঁদ দাস	২৫।০/৮	"	"	"	"	২৫।০/৮	"	"	২৫।০/৮	১৯।০	৫৸০/৮
খেলারাম কল্যে	৩৯	৫	২	"	"	৪৬	"	"	৪৬	২৫৸০	২০।০
৬ কালাচাঁদ দাস											
দং কুসুমকামিনীদাসী	২১/৪	৪৷৷৵১৬	২	৩	"	৩১	"	"	৩১	২৩।০	৭৸০
দলরাম পাল	২২৸/৪	৩৷৴০	"	"	৫	৩১৪	"	২।৵০	২৮৸৵৪	১৭।০	১১৷৵৪
	১৪২৷/৪	১৩৷৵১৬	৪	৩	৫	১৬৮	৫	২।৵১	১৬০৷৵০	১১০৸০	৪৯৸৵০

উপরে ষষমাহী অর্থাৎ ষাণ্মাসিক বাকীজায় কাগজের উদাহরণ প্রদত্ত হইল। বাকীজায় যে কেবল ষাণ্মাসিক প্রস্তুত করিতে হয় এরূপ নহে, জমিদারেরা কোন মহলের উসুলবাকীনিকাশ জানিতে ইচ্ছা করিলে, কর্মচারিরা এইরূপ কাগজ প্রস্তুত করিয়া দেয়। গোমস্তা, তহসিলদার প্রভৃতি কর্মচারির। পরিবর্ত্ত হইলেও তাহাদিগের নিকট এইরূপ বাকীজায় গৃহীত হইয়া থাকে। দেশভেদে ও প্রয়োজনানুসারে বাকীজায়ের নতার বাব বহুবিধ হইতে পারে। এই স্থলে কেবল স্থূলস্থূল বাব প্রদর্শিত হইল।

জমাওয়াশীলবাকী।

জমাওয়াশীলবাকী, পরগণে গিরিণড, মৌজে বলরামপুর। জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ননারায়ণ দেব।

সন ১২৮১ সাল। ইস্তক পুণ্যাহ নাগায়েদ আখিরী।

জোতদারান	জমাওঃ জমা	খারিজ বিতং: নাজাই	খারিজ বিতং: বাজেয়াপ্তি	বাকী জমা	দাখিল বিতং: জোতান্তর	দাখিল বিতং: বাজেয়াপ্ত	একুন জমা	কমী বিতং: বন্দোবস্ত	কমী বিতং: খারিজ	কমী বিতং: নিকাশী	বাকী জমা	বেশী বিতং: বন্দোবস্তী	বেশী বিতং: আবাদী	একুন	হাল সাং জমা	বাব বগয়রহ	বকেয়া বাকী	উসুল জমা	শেষ জমা	বাদ ওয়াশীল	বাকী তহবিল	ফাজিল তালাক
তিনকড়ি ঘোষ	৩৫,৮	৫		২৯,৮	০		২৯,৮	০	০	০	২৯,৮	০	০	০	২৯.৮	০	১/০	০	২৯।/৮	২৯,	।/৮	০
গোবাচাঁদদাস	২৫।৵৮	০		২৫।৵৮	০		২৫।৵৮	১	০	০	১৫।৵৮	০	০	৭	২৫।৵৮	০	০	০	২৭।৵৮	২৫	।৵৮	০
খেলারাম কলে	৩৯	০		৩৯	০		৩৯	১	৫	০	৩৯	০	০	৭	৩৯	২	৫	৸৶০	৪৬৸৶০	৪৫।০	১॥৶০	০
কালাচাঁদ দাস দঃ কুসুমকামিনী দাসী	২১।/৪	০		২১।/৪	০		২১।/৪	০	০	০	২১।/৪	০	৩	০	২৪।/৪	২.	৪॥৵১৬	০	৩১	৩২৸০	০	১৸০
বলরাম পাল	২২৸/৪	০		২২৸/৪	৫		১০৸/২০	০	১।৵০	০	১৫।৶/৪	০	৫	০	২৫।৶৪	০	৩।৶০	০	২৮৸৵৪	২৮,	৸৵৪	০
	১৫১। ২	৫		১৩৭॥/৪	৫		১৪২॥/৪	০	২।৵০	০	১৪০৶/৪	০	৩	০	১৪৩৶/৪	৪	১৩।৵১৬	৸৶০	১৬১॥/১৬০		৩।/০	১৮

এই কাগজ দৃষ্টে জমিদারীর আদায় উসুল প্রভৃতির বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়। খোকা দৃষ্টে এই কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। উপরি লিখিত সমুদায় বাব ব্যতীত জমাওয়াশীলবাকীর অন্যান্য অনেক বাব আছে। বাহুল্য প্রযুক্ত তৎসমুদায় এই স্থলে লিখিত হইল না।

জমা		খরচ	
জের	৩০॥৵	জের খরচ	২৭।৹
দেনা জমা	১৫	কাছারী ঘর মেরামতখাতে	৯।৶০
রাধানাথ সরকার		খড় খরিদ	২
দং মাহিয়ানা হিঃ	৯	দড়ি খরিদ	১
বাঞ্ছারাম পাইক	৬	বাঁশ খরিদ	২
	——	সুতলী খরিদ	॥০
	১৫	ঘরামী জনের মজুরী	
		১৬ জনায় কাত	৪
মৌজুদ	৩৬৸৶০	জলপান তামাক	৶০
			৯।৶০
		মাহিয়ানা খাতে	১৫
আষাঢ় মাসের		রাধানাথ সরকার	
মৌজুদ	৩৬৸৶০	গোমস্তা	৯
	——		
	৪৯।৶০	বাঞ্ছারাম পাইক	৬
			——
			১৫
			৪৬৶০

১

নিকাশী জমাখরচ।

নিকাশী জমাখরচের প্রথম ফর্দ্দে মোটজমা ও মোটখরচ লিখিত হইয়া থাকে। এই ফর্দ্দকে সদর কহে। ইহার পরে মোটজমার তেরিজ বলিয়া যে লিখিত হইয়া থাকে, তাহাকে ঐ মোটজমার মফঃস্বল কহে। অনন্তর নিজ জমার তেরিজ বলিয়া যে লিখিত হইয়া থাকে, তাহাকে ঐ নিজ জমার মফঃস্বল কহে। ঐরূপ খরচেরও সদর মফঃস্বল হইয়া থাকে।

ভূমির অন্য রাজস্ব ভিন্ন, জলকর, ফলকর, ঘাসকর, হাট, বাজার প্রভৃতি হইতে যে টাকা উৎপন্ন হয়, তাহাকে সায়রাৎ কহে।

হরবাব শব্দে নানাবিধ।

সালতামামী নিকাশী জমাখরচ রূপেয়া পরগণে গিরিগড়, মৌজে বলরামপুর।

জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ননারায়ণ দেব।

সন ১২৮১ সাল।

ইস্তক পুণ্যাহ নাগাদ আখিরী।

নিকাশী জমা খরচ —— সন ১২৮১ সাল।

জমা		খরচ	
মোট জমা	১৯২৸০	মোট খরচ	১৯০৸৶০
বাদ মোট খরচ	১৯০৸৶০		
বাকী মৌজুদ	১৸৶০		

নিকাশী জমাখরচ —— সন ১২৮১ সাল।

জমা		খরচের তেরিজ	
মোট জমার তেরিজ		শুভ পুণ্যাহ খাতে	১২।০
নিজ জমা	১৬০	ইরসাল খাতে	৮৫
হরকাব সায়রাৎ		কাছারী ঘরমেরামত খাতে	৯৷৷৶০
বাজে জমা	২৭৸০	সরঞ্জামী খাতে	৭৶০
জেলা জমা	৫	আরিন্দা ও খোরাকী খাতে	২।০
কৰ্জ্জ কৰ্জ্জম জমা	০	গ্রাম্য মামুলী খাতে	১৩।০
		মোকদ্দমা খাতে	১।০
	১৯২৸০	মাহিয়ানা খাতে	৬০
বাদ	১৯০৸৶০	বাজে খরচ খাতে	৶০
বাকী মৌজুদ	১৸৶০		১৯০৸৶০

[illegible] জমাখরচ [illegible] সাল।

তেরিজ মিজ জমা——

২৩ আষাঢ় বিঃ সেহা——৬৬৷৹
৯ শ্রাবণ ——১৬৷৹
১৮ ভাদ্র——৩২৷৹
২৭ আশ্বিন——২৫৶৹
২০ মাঘ——২১৷৹
২৩ চৈত্র ——২৮
——
১৬৹

দেনা জমা——

বঃ রাধানাথ সরকার
গোমস্তা মাহিয়ানা বাবুদ
৩ টাকার হিঃ ৩৬ টাকার
মধ্যে হক তারিখের
খরচ বাদে——৩
বাঞ্ছারাম পাইক
মাহিয়ানা বাবুদ
২ টাকার হিসাবে
২৪ টাকার মধ্যে
হক তারিখের খরচ বাদে——২
——
৫

তেরিজ বাজে জমা——

৯ শ্রাবণ জাদী সেলামী
দং গোরাচাঁদ দাসের
পুত্রের বিবাহ——২
দং কুসুমকামিনীর কন্যার
বিবাহ——২৷৹
৯ শ্রাবণ পাট্টাসেলামী
দং খেলারাম কলো——৫
মামুলী আদায় দং ৯ শ্রাবণের
গুড় বিক্রী——৪
ভাগাড় জমা
ইং ৯ শ্রাবণ নাং ২৩ চৈত্র
মাং তিতু মুচী—— ৩
খুটাগাড়ি বাবুদ আদায়
ইং ১ আষাঢ় নাং ৩১ আশ্বিন
হরহর দফায়—— ৩৷৹
ঘাসকর বাবুদ আদায়
২৩ চৈত্র
মাং রাধানাথ দাস——১
চৌথ আদায়
বলরাম পালের তেতুলগাছ
বিক্রয়ের ৮ টাকার
চৌথ——২
আগাছা বিক্রী
২৩ চৈত্র
মাং বাঞ্ছারাম পাইক ৪
শুকরক বিক্রী——১
——
২৭৸৹

নিকাশী জমা খরচ—সন ১২৮১ সাল।

খরচের তফসিল——

ইরসাল খরচ——

২৩ আষাঢ়

মাং বাঞ্ছারাম পাইক——২০

৯ শ্রাবণ

মাং গোপাল সিং——২০

১৮ ভাদ্র

মাং বাঞ্ছারাম পাইক——২০

২০ মাঘ

মাং ঐ পাইক——২৫

৮৫

কাছারী ঘর মেরামত খরচ——

খড় খরিদ——২

দড়ি খরিদ——১

বাঁশ——২

সুতালী——॥৹

ঘরামীজনের মজুরী

১৬ টা জনের কাত

মাং ষষ্ঠীরাম দাস——৪

মজুরজনের জলপান——৵৹

৯॥৵৹

শুভ পুণ্যাহ খরচ——

আতপ চাউল——৷৹

উপকরণ দিগর——২৷৵১০

শাটিযোড়——১৷৹

দধি——২

চিড়ে মুড়কী সন্দেশ——৫

পানসুপারী——॥৹

পুরোহিতের দক্ষিণা——॥৹

ভিক্ষা ও বাদ্যকর——৷/১০

১২৷৹

আরিন্দা ও খোরাকী খরচ——

২৩ আষাঢ়

সদর কাছারীতে খাজানার

চালান লইয়া বাঞ্ছারাম পাইক

যায়, তাহার রাহা খরচ——৷৵৹

৯ শ্রাবণ ঐ গোপাল সিং——৷৵৹

১৮ ভাদ্র ঐ বাঞ্ছারাম পাইক৷৹

২০ মাঘ ঐ —— ঐ——৷৵৹

২০ মাঘ গোপাল সিং তৈনিত

আসায় তাহার খোরাকী——৬৵৹

২৷৹

গ্রাম্য মামুলী খরচ——

২৩ চৈত্র চড়ক পুজার খরচ ৮৷৹

২৭ আশ্বিন মাং প্রজা হায়

বারয়ারী পুজার বৃত্তি——৫

১৩৷৹

সরঞ্জামী খরচ——

৯ শ্রাবণ সাদাকাগচ—— ৸৹

২০ মাঘ—————— ১৷৶৹

ঐ মসীকলম—————— ৵৹

রোস নাই

৯ শ্রাবণ তৈল—————৷৵৹

২০ মাঘ

কাছারীর বিছানার সপ—৷৵৹

২৩ চৈত্র

কাছারীর একখণ্ড সতরঞ্জী ৪

——————

৭৵৹

মোকদ্দমা খরচ ——

২০ মাঘ—————— ১৷৹

মাহিয়ানা খরচ——

মাং রাধানাথ সরকার

গোমস্তা ৩ টাকার হিঃ

১২ মাহার কাত————৩৬

বাঞ্চারাম পাইক ২ হিঃ ঐ ২৪

বাজে খরচ—— ৬৹

২০ মাঘ

কাছারীতে একজন অতিথী

আইসে তাহার সেবার খরচ—৵৹

জমিদারী সেরেস্তা সম্বন্ধে বিজয়রাম একটী আর্য্যা রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

ম্যাখত।

শারদার পদযুগে প্রণতি বিস্তর। তার পর বন্দিব পার্ব্বতী মহেশ্বর॥
[illegible]তেক বালক শুন ম্যাখত সন্ধান। চারি রেগণায় হয় ওরফ* প্রমাণ॥
দীর্ঘ প্রস্থ চারিভাজে ওরফ ভাজিবে। ষোলকলায় ওরফ সমান সাজাইবে॥
ডাহিনেবামে দুইজেলা দুইদুই রেগণা। প্রথম রেগণা হয় চারি মহলের থানা॥
মুসদ্দর ওরফ আর দফাত করত। বামের জেলার মধ্যে বৃন্তের বসন্ত॥
প্রধান কাগজ চিটা অঙ্ক করি জমি। ইহার বৃত্তান্ত কিছু কহি শুন আমি॥
বৃন্তে বিতারিখ দিয়া রোজ তারপর। তদন্তে দিনায় জমি লিখি মুসদ্দর॥

*একতা কাগজ সমান ৮ ভাগে বিভক্ত করিলে, তাহার প্রত্যেক ভাগকে ওরফ কহে। লিখিবার সময় একএক ওরফ কাগজকে ভাজ করিয়া দীর্ঘ প্রস্থ দুই দিকেই চারিচারি ভাগ করিয়া লইতে হয়। ওরফের দীর্ঘাদীর্ঘী যে চারি ভাগ হয়, তাহার প্রত্যেক ভাগকে রেগণা কহে। প্রত্যেক পাশের দুইদুই রেগণা, অর্থাৎ ওরফের অর্দ্ধককে জেলা কহে।

গণিত কড়া।

২ কাকে —১ কড়া	।৹
৪ কড়ায় —১ গণ্ডা	১
৫ গণ্ডায় —১ বুড়ি	৫
৪ বুড়িতে —১ পণ	/০
৪ পণে —১ চৌক	।০
৪ চৌকে —১ কাহন	১

মুদ্রা বিভাগ।

৩ যবে —১ দন্তী	১
৩ দন্তীতে —১ ক্রান্তি	—
৩ ক্রান্তিতে ১ কড়া	।
৪ কড়ায় —১ গণ্ডা	১
৫ গণ্ডায় —১ পাই	৫
৪ পাইতে —১ আনা	/০
১৬ আনায় —১ টাকা	১

১ সিকিপাই, ২॥ আদপাই, ৩৺ পৌনপাই।

বাজার ওজন।

৫ সিকিতে —১ কাঁচ্চা	৫
৪ কাঁচ্চায় —১ ছটাক	/০
৪ ছটাকে —১ পোয়া	/১০
৪ পোয়ায় —১ সের	।১
৫ সেরে —১ পসুরি	/৫
২ পসুরিতে —১ চৌক	।১
৮ পসুরিতে —১ মণ	১/

চাউলধান্য প্রভৃতির মাপ।

৫ ছটাকে —১ খুঁচি বা কুনিকা	/।
৪ কুনিকাতে ১ রেক	/।১
৪ রেকে —১ পালি বা পসুরি	/৫
২০ পালিতে —১ শলি	৫
১৬ শলিতে —১ কাহন	—১
১ কাহনে —৪০ মণ	—৪০

কাপড়ের মাপ।

৩ যবে —১ অঙ্গুলি
৩ অঙ্গুলিতে —১ গিরা
৮ গিরাতে —১ হাত
২ হাতে —১ গজ

প্রকারান্তর।

৩ যবে —১ বুরুল
১২ বুরুলে —১ ফুট
১॥ ফুটে —১ হাত.
২ হাতে —১ গজ

ঔষধ পরিমাণের ক্রম।

২ ধানে —১ রতি
১০ রতিতে —১ মাসা
৮ মাসায় —১ তোলা

ভূমি পরিমাণ।

৫ বর্গ হাতে —১ কাঁচ্চা
৪ কাঁচ্চায় —১ ছটাক
৪ ছটাকে —১ পোয়া
৪ পোয়াতে —১ কাঠা
২০ কাঠায় —১ বিঘা

ইংরাজী মুদ্রার বিভাগ।

৪ ফার্দিঙে ——১ পেনি
১২ পেন্সেতে—১ শিলিং
২ শিলিঙে ——১ ফ্লোরিন
২০ শিলিঙে—১ পাউণ্ড
৫ শিলিঙে ——১ ক্রাউন
২১ শিলিঙে—১ গিনি

ইংরাজী বাজার ওজন।

১৬ ড্রামে ——১ আউন্স
১৬ আউন্সে ——১ পাউণ্ড
২৮ পাউণ্ডে ——১ কোয়ার্টর
৪ কোয়ার্টরে——১ হান্দর
২০ হান্দরে——১ টন

ইংরাজী ডাক্তরি ওজন।

৬০ গ্রেনে——১ স্ক্রুপল
স্ক্রুপলে————১ ড্রাম
৮ ড্রামে——১ আউন্স
১২ আউন্সে——১ পাউণ্ড
১৮০ গ্রেনে—১ তোলা বা ভরি

ইংরাজী ১২ পাইতে এক আনা হয়।

ইং ১ পাই=বাং ১॥=
এক পাউণ্ড=প্রায় অর্দ্ধসের
এক হান্দর=প্রায় ১।॥০ মণ
এক টন=প্রায় ৩০ মণ

ইংরাজী ডাক্তরি মাপ।

৬০ মিনিমে——১ ড্রাম
৮ ড্রামে————১ আউন্সে
১৬ আউন্সে——১ পাইন্ট

বর্গ পরিমাণ।

১৪৪ বর্গ ইঞ্চতে——১ বর্গ ফুট
৯ বর্গ ফুটে——১ বর্গ গজ
৩০$\frac{1}{4}$ বর্গ গজে—১ বর্গ পোল
৪০ বর্গ পোলে ——১বর্গ রূড
৪ রূডে —————১ একর

ঘন পরিমাণ।

১৭২৮ ঘন ইঞ্চিতে ——১ ঘন ফুট
২৭ ফুটে————১ ঘন গজ
৫০ ঘন ফুটে——১টন (টিম্বরের)
৪২ ঘন ফুটে—১ টন (জাহাজের)

গণনার ভিন্নভিন্ন ক্রম।

১২ টাতে ——১ ডজন
১২ ডজনে ——১ গ্রোস
২০ টাতে ——১ স্কোর
২৪ টা কাগজে —— ১ দিস্তা
২০ দিস্তাতে—— ১ রিম
১০ রিমে————১ বেল
২৪টা কলমে——১ বাণ্ডিল

সোণারূপার ওজন।

৪ ধানে ——— ১ রত্তি
৬ রত্তিতে—— ১ আনা
৮ রত্তিতে—— ১ মাষা
১২ মাষায় —— ১ তোলা

মণদরে [illegible]র প্রতি ।

মণ প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর । তঙ্কা প্রতি আটগণ্ডা সের তায় ধর ॥
আনা প্রতি দুইকড়া, গণ্ডায় আটতিল । কড়া প্রতি দুইতিল শুনহ সুশীল ॥

উঃ । ২৷৶১৩৷ করিয়া চাউলের মণ হইলে /৪ এর দাম কত হইবে ?

	২৷৶১৩৷		/৪
টাকায় ৻৮, ২ টাকায় —	৻১৬	× ৪ =	।৪
আনায় ।, ১১ আনায়	৻৭॥	„	/২
গণ্ডায় [illegible] তিল, ১৩ গণ্ডায় —	।/৪	„	১।৴৬
কড়ায় ২ তিল, ৩ কড়ায় —	৬	„	/৪

একসেরের মূল্য /১৬/১০ চারি সেরের মূল্য ।/৭।৶

ছটাক প্রতি ।

মণ প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর । তঙ্কা প্রতি দুই কড়া ছটাকেতে ধর
আনা প্রতি দশ তিল, গণ্ডায় অর্দ্ধকর । শুভঙ্কর দাস কহে এইমত হয় ॥

অথবা

মণ প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর । তাহার অর্দ্ধেক গণ্ডা ছটাকেতে ধর ॥

উঃ । যদি ১ মণ চাউলের মূল্য ৪৷৶৫ হয়, তাহা হইলে ।৶০ ছটাকের মূল্য কত হইবে ?

৪৷৶৫ ।৶০

গণ্ডা ৻২৶২॥ একছটাকের মূল্য

৭

৻১৪৷/১৭॥ সাত ছটাকের মূল্য

তোলা অর্থাৎ কাঁচ্চা প্রতি ।

মণ প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর । তঙ্কা প্রতি দুই কাক, তোলা প্রতি ধর ॥
আনায় [illegible] তিল শুভঙ্কর ভণে । তোলা কষা কর শিশু আনন্দিত মনে ॥

উঃ । ৩৷৶০ করিয়া মণ হইলে দুই তোলার মূল্য কত ?

	৩৷৶০		৻১০
টাকায় [illegible] কাক, ৩ টাকায়	।৶	× ২	৬০
আনায় [illegible] তিল, ৷৶ আনায়	/৭॥	ঐ	৶১৫

এক তোলার দাম ।৶৭॥ দুই তোলার দাম ৬৶১৫

সেরকষা।

সের দরে মণ প্রতি।

প্রত্যেক সেরের দাম যত্তেক হইবে। অষ্টগণ্ডা দিয়া তারে হরণ করিবে। হরিলে যত্তেক অঙ্ক কহিতলে রয়। প্রত্যেক মণের দাম তত টাকা হয় ॥

উঃ। /২॥ গণ্ডা করিয়া সের হইলে ৪/ মণের দাম কত।

৮) /২॥ (২৮/০ একমণের দাম, অতএব ৪ মণের দাম ১১৭০ হইল।

সের দরে ছটাক, পোয়া প্রভৃতির মূল্য নির্ণয় করিতে হইলে, সেরকে টাকা বিবেচনা করিয়া কড়িকষার নিয়মে প্রক্রিয়া করিতে হয়।

ছটাক দরে মণ প্রতি।

প্রত্যেক ছটাক যত গণ্ডায় বিকায়। তাহায় দিগুণ তঙ্কা মণ দর হয় ॥

উঃ। /১। করিয়া ছটাক হইলে ৪/০ মণের দাম কত।

/১। টাকা অর্থাৎ ২১। গণ্ডাকে দিগুণ করিলে ৪২॥০ হইল।

৪২॥০ টাকা ১ মণের মূল্য, অতএব ৪ মণের মূল্য ১৭০ টাকা হইল।

মাস মাহিনা। (৩০ দিনে মাস)

মাস মাহিনা যার যত দিন তার পড়ে কত।
তঙ্কাপ্রতি বিয়াল্লিস কড়া দুই ক্রান্তি ॥
আনাপ্রতি দুই কড়া দুই ক্রান্তি, বলে গেল (মিলে গেল) ধূল দন্তি ॥

উঃ। মাসে ৬॥০ বেতন হইলে ৪ দিনে কত হইবে?

৬॥০ ৪

১০॥= × ৬, ৶৪ × ৪ = ৫৩১৬

॥= × ৮, ৫।— /১।—

একদিনের বেতন ৶৯।— চারিদিনের বেতন ৸/১৭।—

বৎসর মাহিনা। (৩৬০ দিনে বৎসর)

বৎসর মাহিনা যার যত, দিন তার পড়ে কত।
তঙ্কার প্রতি তিনকড়া পাঁচদন্তি, আনার প্রতি দুই দন্তি।

উঃ। বৎসরে ১০॥/০ মাহিনা হইলে ১০ দিনের মাহিনা কত হইবে?

১০॥/০ ১০

টাকার হিঃ ৩৫ দন্তি × ১০ ৩৮৫ × ১০ ।৮৫

আনার হিঃ ২ দন্তি × ৯ ॥ ৫

এক দিনের মাহিনা ৩।৫ দশদিনের মাহিনা ।১৩৮৫

মাথট।

মাথটের কথা কিছু শুন শিশুগণে। যে রূপ মাথট অঙ্ক রাখিবে যতনে॥
যত তঙ্কা তত গণ্ডা তার তলে দিয়া। হরিবে মাথট অঙ্ক সাবধান হইয়া॥
হরিলে যতেক অঙ্ক কসিতলে রয়। তঙ্কা প্রতি তত গণ্ডা শুভঙ্কর কয়॥

উঃ। যে গ্রামে ৫০০ টাকা খাজানা আদায় হয়, তাহাতে ২৫ টাকা মাথট হইলে, টাকার প্রতি কত পড়িবে?

এই স্থলে মাথটের অঙ্ক ২৫ টাকাকে ৫০০ গণ্ডা অর্থাৎ ১৸৴০ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। ভাগ করিলে যে ১৬ পাইবে, তাহার বামে ইলেক দিলে অর্থাৎ ৻১৬ গণ্ডা উত্তর হইবে।

আসললভ্য।

আসল লভ্য খড়িড় শুনহ বিবরণ। লভ্য-মূলে যত পারে করিবে সাধন॥
আসল লভ্যের অঙ্ক উপরেতে থুয়ে। বিক্রয়ের দর দিয়া আনিবে পূরিয়ে॥
খরিদের দরে পুনঃ করিবে পূরণ। এমতে আসল তঙ্কা হবে নিরূপণ॥

উঃ। এক ব্যক্তি কি মণ চিনি ৩ টাকা দরে খরিদ করিয়া ৪ টাকার দরে বিক্রয় করাতে লাভ মূলে ৪০০ টাকা পাইল, আসল কত টাকা?

এখানে লাভেমূলে ৪০০ টাকাকে বিক্রয়ের দর ৪ দিয়া হরণ কর। হরণ ফল ১০০ কে খরিদ দর ৩ দিয়া গুণ কর। গুণফল ৩০০ আসল টাকা হইবে।

উঃ। এক সের লবঙ্গ ক্রয় করিতে ৸৵৫ পড়িয়াছে, তবে উহা কত করিয়া বিক্রয় করিলে শতকরা ২৫ টাকা লাভ হইবেক?

১০০ : ১২৫ :: ৸৵৫ : ১৷ ১১ বা ১২৫ × ৸৵৫ ÷ ১০০ = ১৷ ১১

এখানে প্রমাণ টাকা ১০০ প্রথম রাশিতে রাখা গেল; প্রমাণ টাকা ১০০ ও তাহার লভ্য ২৫ এতদুভয়ের সমষ্টি ১২৫ দ্বিতীয় রাশি হইল, এবং দর ৸৵৫ তৃতীয় রাশিতে রাখিয়া ত্রৈরাশিকমতে অঙ্ক কষাতে ১৷ ১১ উত্তর হইল।

সম্ভূয়সমুত্থান।

দুই কিম্বা বহু ব্যক্তি কিছু কিছু অর্থ দিয়া একত্রে ব্যবসায় দ্বারা লাভ কি ক্ষতি করিলে, সেই লাভ কি ক্ষতি তাহাদিগের স্ব স্ব অংশানুযায়ী বিভাগ করার প্রক্রিয়াকে সম্ভূয়সমুত্থান কহে।

অংশীদিগের মূল ধনের অংশ সকলের সমষ্টি করিয়া, সেই সমষ্টির সমুদয় লাভ বা ক্ষতির সহিত যে অনুপাত, প্রত্যেক অংশীর মূল ধনাংশের সহিত সেই অনুপাত। এইরূপে যত ব্যক্তির অংশ থাকিবে, তত বার প্রক্রিয়া করিলে, প্রত্যেক ব্যক্তির লাভ কি ক্ষতি জানা যাইবেক।

উঃ। কালী ও যদু দুইজনে ৬০ টাকা দিয়া কিছুকাল ব্যবসায় করিয়া ৫০ টাকা পাইল। কালী ২০ ও যদু ৪০ টাকা দিয়াছিল, সমুদায় লাভের কে কত পাইবে স্থির কর।

২০ + ৪০ = ৬০, ৬০ : ৫০ :: ২০ কিম্বা

৫০ × ২০ = ১০০০ ÷ ৬০ = ১৬॥৶১৩।— কালীর লভ্য।

৬০ : ৫০ :: ৪০ কিম্বা

৫০ × ৪০ = ২০০০ ÷ ৬০ = ৩৩।/[illegible] যদুর লভ্য।

অংশীদারেরা এক সময়ে টাকা না দিয়া যদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে টাকা দেয়, তবে যে অংশীদারের যত টাকা যতকাল ব্যবসায় থাকে, সেই টাকাকে সেই কাল পরিমাণ দ্বারা গুণ করিয়া প্রথম রাশিতে রাখিবে; তদনন্তর পূর্ব্ব সূত্রানুসারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাশি রাখিয়া প্রক্রিয়া করিবে।

উঃ। রাম ও যদু দুইজনে যথাক্রমে ৪০ ও ৭০ টাকা দিয়া ব্যবসায় করিতে লাগিল, রামের টাকা তিনমাস ও যদুর টাকা ৪ মাস ব্যবসায় খাটিয়া ৫০ টাকা লভ্য হইল, কে কত লাভাংশ পাইবে স্থিরকর।

৪০ × ৩ = ১২০ ৪০০ : ৫০ :: ১২০ কিম্বা

৭০ × ৪ = ২৮০ ৫০ × ১২০ = ৬০০০ ÷ ৪০০ = ১৫ টাকা রামের অংশ।

৪০০ : ৫০ :: ২৮০ কিম্বা

৪০০ ৫০ × ২৮০ = ১৪০০০ ÷ ৪০০ = ৩৫ টাকা যদুর অংশ।

সপকালী।

দীর্ঘে সপ যত হাত, প্রস্থ দিয়া পূর তত।

তেরো দিয়া হরে আন, সপের কালি তবে জান।

উঃ। ৬॥ হাত প্রস্থ ১২ হাত দীর্ঘ সপের কালি কত?

সাড়ে ছয়কে ১২ দিয়া পূরণ করিলে ৭৮ হয় আটাত্তর হাতকে ১৩ ভাগ করিলে ৬ হাত কালি হইল।

কাগজ কষা।

কাগজের দিস্তা প্রতি যত পয়সা হবে। তেরগণ্ডা চারিক্রান্তি টাকার প্রতি লবে। তিনকড়া এক্রক্রান্তি, প্রত্যেক আনায়। ভৃগুরাম দাস কহে পড়ে প্রতি আনায়

উঃ। ২।০ করিয়া কাগজের দিস্তা হইলে ৪ টা কাগজের দাম কত হইবে।

২। ৪ তা

টাকায় ১৩।-- ২ টাকায়—/৬॥= ।/৬॥=

আনায় ৬ ২ আনা ৩।— ১৩।—

৩। প্রতি /১০ ৪ তার দাম ।৶০

সোণাকষা।

সোণা ভরি যত তঙ্কা লবে তত পাই। দ্বিগুণ করিয়া অঙ্ক রাখ তিন ঠাঁই। এক ঘুচালে থাকে যত, রত্তি প্রতি পড়ে তত।

উঃ। ১৪॥ টাকা করিয়া রতি হইলে, ৩ রতি স্বর্ণের মূল্য কত?

১৪॥ সাড়েচৌদ্দ টাকার ৶/১২॥ সাড়েচৌদ্দকাককে তিনভাগ কর।

৩) ৶/১২॥ (/৪= পরে /৪=কে দুই ভাগ কর।

তাহা হইলে রত্তি প্রতি ৶৴।— দাম হইল, অতএব তিনরত্তির মূল্য ।৶৫

কোম্পানির কাগজ ক্রয় বিক্রয়।

গবর্ণমেণ্ট টাকা কর্জ্জ করিলে উত্তমর্ণকে যে একখানা স্বীকার পত্র দেন তাহাকে কোম্পানির কাগজ কহে।

অপরাপর দ্রব্যের ন্যায় কোম্পানির কাগজও ক্রয় বিক্রয় হয় এবং ইহার দরেরও সর্ব্বদা পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। যত টাকার কাগজ যখন তাহা তত টাকায় বিক্রীত হয়, তখন কাগজের মূল্য পার অর্থাৎ সমান থাকে। যখন যত টাকার কাগজ তদপেক্ষা অধিক মূল্য দিয়া খরিদ করিতে হয়, তখন যে টাকা অধিক দেওয়া যায় তাহাকে প্রিমিয়ম কহে; এবং যখন যত টাকার কাগজ তদপেক্ষা কম টাকাতে ক্রয় করা যায়, তখন যত টাকা কম হয়, তাহাকে ডিস্কাউণ্ট কহে। এই প্রিমিয়ম ও ডিস্কাউণ্ট শতকরা হারে ধরা হইয়া থাকে।

উঃ। যখন শতকরা ৪½ সুদের কাগজ ৯৯ টাকায় বিক্রীত হয়, তখন ১১০০০ টাকার কাগজ ক্রয় করিলে বার্ষিক কত আয় হইবে?।

১০০ টাকার কাগজ ৯৯ টাকায় পাওয়া যায়, অতএব যত শ টাকার কাগজ ১০০০০ টাকায় পাওয়া যাইবে তাহা $= \frac{১১০০০}{৯৯}$ এবং শতকরা সুদ ৪½ বলিয়া ঐ টাকার সুদ $= \frac{১১০০০}{৯৯} \times ৪½ =$ ৫০০ টাকা

সুদকষা।

যে টাকা কর্জ্জ দেওয়া যায়, তাহাকে আসল বা মূলধন কহে, আসল টাকা কর্জ্জ দেওয়াতে যে টাকা অতিরিক্ত পাওয়া যায়, তাহাকে কুসীদ বা সুদ কহে। যে সময়ে যত টাকায় যে পরিমাণ সুদ পাওয়া যায়, তাহাকে হার কহে।

প্রথম প্রকার। সুদের হার, আসল টাকা এবং কাল দেওয়া থাকিলে সুদ নির্ণয় করিবার নিয়ম।

আসলকে সুদের হার দ্বারা গুণ করিয়া একশত দ্বারা ভাগ করিলে, ভাগ ফল একবর্ষের সুদ হইবে।

উঃ। এক বৎসরে শতকরা ৫ টাকা সুদ হইলে, ২৮৪৪।৶ টাকার সুদ দুই বৎসর ছয় মাসে কত হইবে?

২৮৪৪।৶ × ৫ ÷ ১০০ = ১৪২।৶১৪

১৪২।৶১৪ × ২½ = ৩৫৫।৴২

দ্বিতীয় প্রকার। সুদের হার, কাল এবং সুদের টাকা দেওয়া থাকিলে আসল টাকা বাহির করিবার নিয়ম।

সুদকে একশত দ্বারা গুণ করিয়া যে গুণফল হইবে, তাহাকে সময় ও সুদ এতদুভয়ের গুণফল দ্বারা ভাগকর, ভাগফল আসল হইবেক।

উঃ। বৎসরে ৬ টাকার হারে ৩ বৎসরে কত আসলের সুদ ৯০ টাকা হইবে?

$$\frac{৯০ \times ১০০}{৩ \times ৬} = \frac{৯০০০}{১৮} = ৫০০ \text{ টাকা আসল।}$$

তৃতীয় প্রকার। সময়, আসলটাকা এবং সুদ দেওয়া থাকিলে, সুদের হার বাহির করিবার নিয়ম।

মোট সুদকে ১০০ অঙ্ক দ্বারা গুণ করিয়া যে গুণফল হইবে, তাহাকে আসল টাকা ও সময় এতদুভয়ের গুণফল দ্বারা ভাগ কর। ভাগফল শতকরা সুদের হার হইবেক।

উঃ। ৩ বৎসরে ৫০০ টাকা আসলের ৯০ টাকা সুদ হইলে, সুদের হার কত হইবে?

$$\frac{৯০ \times ১০০}{৩ \times ৫০০} = \frac{৯০০০}{১৫০০} = \frac{৯০}{১৫} = ৬ \text{ টাকাদর।}$$

৫র্থ প্রকার। সুদের হার, আসল টাকা এবং সুদ দেওয়া থাকিলে সময় নিরূপণ করিবার নিয়ম।

মোট সুদকে ১০০ দ্বারা গুণ করিয়া যে গুণফল হইবেক, তাহাকে আসল ও সুদ এতদুভয়ের গুণফল দ্বারা ভাগ কর, ভাগফল সময় হইবেক।

উঃ। বৎসরে শতকরা ৬ টাকা হারে ৫০০ টাকার আসলের কত কালে ৯০ টাকা সুদ হইবে?

$$\frac{৯০ \times ১০০}{৬ \times ৫০০} = \frac{৯০০০}{৩০০০} = \frac{৯}{৩} = ৩ \text{ বৎসর।}$$

আসল কষা।

আসল কষার কথা শুন শিশুগণে। যত টাকা কর্জ লবে শুনিবে শ্রবণে॥
তঙ্কা প্রতি যত সুদ করার করিবে। যত মাস কর্জ লবে তত গুণ হবে॥
তাহাতে সংযোগ দিয়া, একতঙ্কা কর। শুভঙ্কর কহে শিশু মোর বাক্য ধর॥
তাহা দিয়া হরিবে যতেক মুদ্রা দিবে। হরিলে আসল তঙ্কা নিরূপণ হবে॥

উঃ। টাকায় অর্দ্ধ আনার হিসাবে সুদ ধরিয়া, ৬ মাসে সুদ আসলে ৫৯।৵০ হইয়াছে; আসল কত?

এক টাকা ৬ মাসে সুদে আসলে ১৶০ হইল। এইক্ষণে ৫৯।৵০ কে ঐ ১৶০ দিয়া হরণ করাতে, হরণফল ৫০ হইল। অতএব আসল ৫০ টাকা।

রাজার ওজনকে কুটার ওজনে আনা।

যত মণ দ্রব্য লবে বাজার ওজনে। তাহার দশম ভাগ যুজিবে যতনে॥
একুনেতে যেই অঙ্ক কসিতলে রয়। কুটার ওজন সেই জানিহ নিশ্চয়॥

উঃ। বাজার ওজনে ১০ মণ দ্রব্য, কুটার ওজনে কত হইবেক?

বাজার ওজনে ১০ মণ
১০ ÷ ১০ = ১

কুটীর ওজন ১১ মণ।

কোন দ্রব্য ওজনে যত হন্দর হয়, তাহাকে দেড়গুণ করিলে ফেক্‌টরি অর্থাৎ কুটীর মণ হইয়া থাকে।

কুটীর ওজনকে বাজার ওজনে আনয়ন।

কুটীর ওজনে দ্রব্য যত মণ হবে। এগার ভাগের ভাগ অন্তর করিবে ॥
অন্তরেতে যেই অঙ্ক থাকে কসিতলে। বাজার ওজন সেই শুভঙ্কর বলে ॥

উঃ। কুটীর ওজনে ১১ মণ দ্রব্য বাজার ওজনে কত?

কুটীর ওজন ১১/০
১১/ ÷ ১১ = ১/০

বাকী ১০/০ বাজার ওজন।

জমাবন্দী।

জমা বিঘা যত তঙ্কা হইবেক দর। তঙ্কা প্রতি ষোলগণ্ডা কাঠা প্রতি ধর ॥
যত আনা তত গণ্ডা পাই প্রতি বট। গণ্ডা প্রতি ষোল তিল ঘুচাও কপট ॥
কড়া প্রতি চারি তিল শুভঙ্কর ভণে। জমাবন্দী কর শিশু আনন্দিত মনে ॥

উঃ। ১/ বিঘা ভূমির রাজস্ব ৩।/১২।। হইলে ।১ ভূমির রাজস্ব কত হইবে?

	৩।/১২।।	।১
টাকায় ৭১৬ গণ্ডা ৩ টাকায়	৵৮	৮৵৮
আনায় গণ্ডা, ।/০ আনায়	৫	/১০
গণ্ডায় ১৬ তিল, ৲১২ গণ্ডায়	।।/১২	৩।।/১২
কড়ায় ৪ তিল, ।। কড়ায়	৮	৵৮

এককাঠার রাজস্ব ৵১৩।।৴ ছয়কাঠার রাজস্ব ১৲১৬

সলিকষা ধান্যাদি।

ধান্য চাউল যব সর্ষা যা কিনিতে যাই।
তঙ্কা দরে আনা প্রতি কত দ্রব্য পাই ॥
বিশে প্রতি পাঁচ কাঠা সলিতে পাঁচ পোয়া।
আড়ি প্রতি ধরিয়া লইবে এক পোয়া ॥
কাঠা প্রতি এক কোণ করিবে গ্রহণ। ভৃগুরাম দাসে কহে শুন শিশুগণ ॥

অথবা। শলি* প্রতি পাঁচ পোয়া ছটাক কাঠায়।
শুভঙ্কর শলিকষা লোকেরে শিখায়॥

উঃ। টাকায় /৬৷৷৹ ধান্য হইলে ।৹ আনায় কত হইবে?

	/৬৷৷৹	।৹
বিশে প্রতি ৻১৷৹, ১ বিশে	৻১৷৹	৻৫
আড়ি প্রতি ৻১ পোয়া, ৻৬ আড়িতে	।৶৹	৻১৷৷৹
কাঠায় কোণ, ৷৷৹ কাঠায়	৻১৹	৶৹

এক আনার ধান্য ৻১৷৷৶১৹ চারি আনার ধান্য ৻৬৷৷৶

বেলমোক্তা সেরকষা।

বেলমোক্তা যত জিনিস লবে ক্রয় করে। মণ প্রতি দুই পণ লইবেক ধরে॥
যত সের থাকে তত গণ্ডা ধরি লবে। ছটাকেতে কাক ধরি একুন করিবে॥
এইরূপ হিসাবেতে যতঅঙ্ক পাবে। তাহা দিয়া জিনিসেরমূল্যকে হরিবে॥
হরণেতে সেই অঙ্ক কসি তলে রয়। প্রত্যেক সেরের দাম তত গণ্ডা হয়॥

উঃ। ২/৭৷৷ মণ ধান্যের মূল্য ১৮৶/১২৷৷ হইলে ।৹ সেরের দাম কত হইবে?

---

* ৪ কোণে ..	১ পোয়া /৹	৩ যবে	১ দন্তি ১
৪ পোয়াতে ...	১ কাঠা ।৹	৩ দন্তিতে	১ ক্রান্তি—
৪ কাঠায় ...	১ আড়ি ৻১	৩ ক্রান্তিতে	১ কড়া ।৹
৫ আড়িতে ...	১ শলি ৻৫	২০ বিন্দুতে	১ ঘুণ /৹
২০ আড়িতে ...	১ বিশ /৹	১৬ ঘুণে	১ তিল ১
১৬ বিশে ...	১ পৌটী ১৲	২০ তিলে	১ কাক /৹
		৪ কাকে	১ কড়া।

এতদ্ব্যতীত কড়াকে আরও সূক্ষ্মরূপে বিভাগ করা যাইতে পারে। যথা ৫ বট, ৬ ঋতু, ৭ সমুদ্র বা দ্বীপ, ৮ বসু, ৯ দন্তি, ১০ দিক্, ১১ রুদ্র, ১২ সূর্য্য, ১৩ বেদ, ১৪ ভুবন, ১৫ তিথি, ১৬ কলা, ২৭ যব, ৩২ দাড়, ৩২০ রেণু, ১২৮০ বহুরে কড়া হয়।

২/৭।। মণ প্রতি ৵০ হিসাবে ২/৭।।
সেরের মূল্য।৭।। গণ্ডা হইল।
মণে ৵০, ২ মণে ।০ এইক্ষণে দ্রব্যের আসল মূল্য
সেরে গণ্ডা /৭।। সের ।৭।। ১৮৵/১২।। কে।৭।। দিয়া ভাগ
করাতে, ভাগফল ৭ গণ্ডা
।৭।। এক সেরের মূল্য হইল। অত-
এব।০ সেরের মূল্য/১৫ হইল।

এইক্ষণে।৭।।) ১৮৵/১২।। (৭ গণ্ডা এক সেরের মূল্য,
৫

/১৫ গণ্ডা পাঁচ সেরের মূল্য।

বেলমোক্তা মণকষা।

বেলমোক্তা যত দ্রব্য এক দিকে ধর। মণ প্রতি তঙ্কা দরে মূল্য তার কর॥
এইরূপ হিসাবেতে যততঙ্কা হবে। তাহা দিয়া আসলের মূল্য হরিবে॥
হরণেতে যেই অঙ্ক কসিতলে রয়। মণ প্রতি তত তঙ্কা দর তার হয়॥

উঃ। মণ ৩২ এর মূল্য ৬।।/১২ হইলে, একমণের মূল্য কত?

৩২ ৩।১৬) ৬।।/১২ (২ টাকা একমণের দাম। মণ প্রতি
১৲ দরে সের করার নিয়মে ৩২ সেরের মূল্য ৩।১৬
৩ হইল। এইক্ষণে ৬।।/১২ কে ৩।১৬ দিয়া ভাগ করাতে,
।১৬ ভাগ ফল ২৲ টাকা একমণের দাম হইল।
৩।১৬

বেলমোক্তা জমাবন্দী।

বেলমোক্তা যত জমি জমাকরে লবে। বিঘাপ্রতি ১ পণ দর তার হবে॥
হরে হরে যত তঙ্কা কসিতলে রয়। তত গণ্ডা কাঠা পড়ে শুভঙ্কর কয়॥

উঃ। ২।৪।। জমির রাজস্ব ৮।।৵/১২ হইলে ।২ কাঠা জমির রাজস্ব
কত?

২।৪।।

৵৯।।) ৮।।৵/১২ (৵/১৬ এককাঠা জমির রাজস্ব।
৭

১৶/১২ সাতকাঠা জমির রাজস্ব।

পিত্তল কষা।

পিত্তল কষার কথা শুন শিশুগণে। বিশা প্রতি পঞ্চবুড়ি ধরিবে যতনে॥
পলপ্রতি পঞ্চবট ধরিয়া লইবে। তোলা প্রতি অর্দ্ধবট ধরিতে হইবে॥
একুন করিয়া কড়ি যত মোট হবে। একুনের মোট কড়ি উপরে রাখিবে॥
বিশা,পল,তোলা যেই দরেতে বিকায়। পূর্ব্ব উক্ত নিয়মেতে ধর তা জায়॥
জায় করি হিসাবেতে যত কড়ি হবে। উপরের মোট কড়ি তাহাতে হরিবে॥
হরিলে যতেক অঙ্ক কসিতলে রয়। তত টাকা মূল্য হয় শুভঙ্কর কয়॥

উঃ। টাকায় ২৬৩/৪ পিত্তল হইলে ৭।১ পিতলের দাম কত?

বিশা প্রতি	/৫,	২ বিশায়	৵১০	৭ বিশায়	।।১৫
পল প্রতি	(১	১৮ পলে	/২।।	।১ পলে	৭।
তোলা প্রতি	৵,	৪ তোলায়	।।		
		মোট	৵১৩	উত্তর	।।/২।।

৵১৩ দিয়া ।।/২।। কে ভাগকরাতে ২।। টাকা হয়. অতএব তাহাই উত্তর।

মালাশায়েরি।

মালশায়েরির খড়ি শুন শিশুগণে। যেই অংশে যেই দর শুনিবে শ্রবণে॥
সেই দরে সেই অংশে যত অঙ্ক হয়। পৃথক্ পৃথক্ করি রাখহ সবায়॥
সকল অংশের অঙ্ক একুন করিবে। তাহা দিয়া আদায়ের অঙ্ককে হরিবে॥
হরিলে যতেক অঙ্ক কসিতলে রয়। তত টাকার গ্রাম সেই শুভঙ্কর* কয়॥

উঃ। এক গ্রামে যত টাকা জমা, তাহার ।।/০ সরিকের টাকায় ৵০ আনা ও ।৵০ সরিকের টাকায় ।/০ হিসাবে আদায় করিয়া ৫৭৲১০ টাকা হইয়াছে, ঐ গ্রামের জমা কত?

টাকায় ।।/০ পণ কড়ি,	৵০	আনায়	/২।।
টাকায় ।৵০ পণ কড়ি,	।/০	আনায়	৮৬
			/১১।

এইক্ষণে ৫৭৲১০ কে /১১। দিয়া ভাগ করিলে, ৫৮৪৲ টাকা উত্তর হইল।

বাজার হিসাব সমাপ্ত।

---

*ভৃগুরাম দাস নামে একজন গণিতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। গণিত শাস্ত্র অল্প আয়াসে বোধগম্য করাইবার জন্য, তিনি অতি সরল পদাবলিতে গণিতের নিয়মগুলি প্রস্তুত করিয়া দেশের শুভকর হন। এই জন্য তিনি শুভঙ্কর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

পরিশিষ্ট।

জমিদারী ও মহাজনী সংক্রান্ত পত্রাদি লিখিবার ধারা।

দালালের একরার।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ নন্দী

মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীকাশীনাথ দে দালাল কস্য একরার পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ বাকরগঞ্জ হইতে যে ধানী বালাম চাউল আমদানী করিয়াছেন এবং যাহার নমুনা আমি দর্শাইলাম; ঐ চাউলের ১০০০ মণ বিরাশী সিক্কার ওজনে, মণ করা ১।।০ টাকা দরে, ১৫ই আশ্বিনের মধ্যে আমি সরবরাহ করিব, এবং আমার পরিশ্রমের জন্য শতকরা ৪ টাকা হারে দালালী মহাশয়ের সরকারে পাইব। যদি উক্ত মেয়াদ মধ্যে সমুদায় মাল পৌঁছিয়া দিতে না পারি, তবে আপনার যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করিয়া দিব। এতদর্থে একরারনামা লিখিয়া দিলাম ইতি। সন ১২৮১ সাল, ১৯এ ভাদ্র।

শ্রীকাশীনাথ দে। সাং কলিকাতা।

মহাজনের একরার।

সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দে

দালাল মহাশয় সুচরিতেষু।

লিখিতং শ্রীবিজয়কৃষ্ণ নন্দী কস্য একরার পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। ১৫ই আশ্বিনের মধ্যে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষের বাকরগঞ্জ আমদানী ধানী বালাম চাউল ১০০০ মণ বিরাশী সিক্কার ওজনে ১।।০ টাকা দরে, তুমি সরবরাহ করিলে, তোমার পরিশ্রমের জন্য শতকরা ৪ টাকা হারে দালালী পাইবে। হালসনের নাগাইদ ১৫ই আশ্বিন সমুদায় মাল ওজন না দেও, তাহাতে আমার যে ক্ষতি হইবেক, তাহা তোমাকে পূরণ করিয়া দিতে হইবে। এতদর্থে একরার পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি। সন ১২৮১ সাল, ১৯এ ভাদ্র।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ নন্দী। সাং কলিকাতা।

সওদা পত্র।

মহামহিম শ্রীযুক্ত—

মহাশয় বরাবরেষু।

* শ্রী ষ্ট্যা

লিখিতং শ্রী ——

কস্য নীল সওদা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি মহাশয়ের নিকটে ৯৫২ বাক্স নীল খরিদ করিলাম। ইহার দর মণ করা ১৩০৲ টাকার হারে দিব। ওজন সুরতে কড়তা বাদে যত মণ হইবেক, তাহার সমুদায় মূল্য ৪১ দিন বাদে দিব। যদি ৪১ দিনের মধ্যে দিই, তবে নির্দ্দিষ্ট মিতি কাটাইয়া নগদ টাকা দিব। এতদর্থে সওদা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি। সন ১২—সাল তাং—।

---

* স্বাক্ষরকারীকে এইখানে সহী করিতে হয়।

সওদা বায়নাপত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ——

মহাশয় বরাবরেষু।

ষ্ট্যা শ্রী

লিখিতং —

কস্য সওদা বায়নাপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। মহাশয়ের বাকগঞ্জের চালানী বালাম চাউল, যাহা কলিকাতা হাটখোলায় —— নং গুদামে মজুদ আছে, তন্মধ্যে আমি ৫০০/ পাঁচশতমণ, মণকরা ২৸৴০ দরে, সওদা করিলাম। চারিদিবসের মধ্যে উক্ত দ্রব্য ওজন শেষ করিয়া লইব। অদ্যকার তারিখে নগদ ৫০৲ টাকা বায়না দিলাম। যদি উক্ত মেয়াদ মধ্যে ওজন শেষ করিয়া চাউল না লই, বাজার অনুযায়ীক দরের ন্যূনতা, গুদামভাড়া প্রভৃতি সকল ক্ষতির দায়ী হইব। যদি আপনার অনবধানতায় মেয়াদমধ্যে আমি চাউলের ওজন না পাই, তাহা হইলে আমার যে ক্ষতি হইবে, আপনি তাহা পূরণ করিয়া দিবেন। এতদর্থে বায়নাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি। সন—— তাং——।

সাক্ষী (ইসাদী)

শ্রী —— সাং —

ঋণপত্র (তমঃস্সুক) লিখিবার ধারা।

মহামহিম শ্রীযুক্ত রামদাস চট্টোপাধ্যায়
মহাশয় বরাবরেষু।

শ্রীলালবিহারি দাস
সাং বালি।

লিখিতং শ্রীলালবিহারি দাস কস্য ঋণ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি মহাশয়ের নিকট হইতে নগদ ২৫৲ পঁচিশ টাকা কর্জ্জ লইলাম। ইহার সুদ প্রতি শতে ১ টাকার হিসাবে মাসমাস দিব, এবং সন ১২৮২ সালের ১০ই কার্ত্তিকের মধ্যে সুদ সমেত সমুদায় টাকা পরিশোধ করিব। এই স্বীকারে আপন ইচ্ছানুসারে নগদ টাকা হাতেহাতে লইয়া ঋণপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি। সন১২৮১ সাল তাং ৯ই মাঘ।

সাক্ষী (ইসাদী)

শ্রীরামচন্দ্র দাঁ, সাং শ্যামপুর। শ্রীগোপালচন্দ্র দে, সাং জনাই।

কিস্তিবন্দী লিখিবার ধারা।

মহামহিম শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর মল্লিক
মহাশয় বরাবরেষু।

শ্রীহরিচরণ দাস
সাং [illegible]।

লিখিতং শ্রীহরিচরণ দাস কস্য কিস্তিবন্দী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি মহাশয়ের নিকট ১২৮০ সালের ১৫ই বৈশাখে এককেতা তমঃস্সুক দিয়া ৫০ টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলাম। ইহার সুদ হিসাব অনুসারে ৫॥০ টাকা, একুনে ৫৫॥০ পঞ্চান্নটাকা আটআনা মহাশয়ের নিকট আমার দেনা হইল। এইক্ষণে আমার অবস্থা মন্দ, সুদ সমেত সমুদায় টাকা দিতে অক্ষম। এজন্য নীচের লিখিত তপশীল অনুসারে কিস্তিবন্দী করিয়া সমুদায় টাকা মহাশয়কে দিব। যদ্যপি কিস্তি খেলাপ হয়, তাহা হইলে কিস্তির নির্দ্দিষ্ট দিবসের যত দিন পরে টাকা দিব, তত দিনের সুদ তমঃস্সুকে উল্লিখিত হারে দিব। এই করারে কিস্তিবন্দী লিখিয়া দিলাম ইতি। সন ১২৮১ সাল ১লা জ্যৈষ্ঠ।

জায় কিস্তিবন্দী।

আশ্বিন——— ২০
পৌষ——— ১৮
ফাল্গুণ——— ১৭॥০

মঃ ৫৫॥০ পঞ্চান্নটাকা আটআনা মাত্র।

রসীদ (প্রাপণ) পত্র।

মহামহিম শ্রীযুক্ত রামধন চৌধুরী
মহাশয় বরাবরেষু।

শ্রীরামধন দে, সাং শেওড়াফুলি।

লিখিতং শ্রীরামধন দে কস্য রসীদপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমার পিতা মহাশয় মোং বাকরগঞ্জ হইতে শ্রীনারাণ ভড়ের নৌকাতে ১২৫ মণ বালাম চাউল, ৩০ মণ আতপচাউল ও ২৫ মণ কলাই পাঠাইয়াছিলেন, তাহার চালান দৃষ্টে, মহাশয়ের নিকট আমি সমুদায় দ্রব্য বুঝিয়া পাইয়া রসীদ লিখিয়া দিলাম ইতি। সন ১২৮১ সাল, তারিখ ৫ই ভাদ্র।
সাক্ষী। শ্রীগোপালচন্দ্র মিত্র, সাং সালিখা। শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত, সাং তথা।

ফারখৎ (মোচনপত্র) লিখিবার ধারা।

মহামহিম শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন
মহাশয় বরাবরেষু।

শ্রীরামদাস দত্ত, সাং হাবড়া।

লিখিতং শ্রীরামদাস দত্ত কস্য ফারখৎ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আপনি আমার নিকট যে কর্জ্জ লইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে আমার সুদ সমেত ৩০ ত্রিশ টাকা পাওনা হইয়াছে। সেই ৩০ টাকা আমি সমুদায় বুঝিয়া পাইলাম। এই কর্জ্জ সম্বন্ধে আপনি আমাকে যে ঋণপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহা হারাইয়া গিয়াছে। যদ্যপি এই ঋণপত্র কখন পাওয়া যায়, তবে তাহা লইয়া আমি কিম্বা আমার উত্তরাধিকারীগণ কেহ আবার টাকার দাওয়া করিতে পারিবে না ; যদি করে, তবে সে দাওয়া অগ্রাহ্য হইবে। এতদর্থে ফারখৎ লিখিয়া দিলাম ইতি। সন ১২৮১ সাল, তাং ১২ই মাঘ।

সাক্ষী।

শ্রীরামকান্ত দত্ত, নবিশন্দি সাং কালনা। শ্রীরাধানাথ মিত্র, সাং জোগ্রাম।

জমিদারের পরওয়ানা।

বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত শ্যামপুরগ্রামের মাননীয়
ও প্রধান প্রজাবর্গ সুচরিত্রেষু।

শ্রী দাঃ জমিদার

আমার জমিদারী বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত শ্যামপুর গ্রামের জমি

সকলের একান্দাজ জরীপ করিবার নিমিত্ত, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ রায়কে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিতেছি। আপনারা উপস্থিত থাকিয়া জমি মাপ করিয়া দিবেন, ইহাতে কোন গোপন করিবা না ইতি। সন—তাং

জরীপ আমীনের সনন্দ।

শ্রীপার্ব্বতীচরণ রায় সুচরিত্রেষু।

লিখিতং কার্য্যঞ্চাগে। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত শ্যামপুরগ্রামের জমি-সকলের একান্দাজ জরীপ করিবার নিমিত্ত তোমাকে আমীনী কর্ম্মে নিযুক্ত করিলাম। তুমি উল্লিখিত গ্রামে উপস্থিত থাকিয়া জমি জরীপ করিয়া চিঠা, খতিয়ান প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিবে। আর কোন প্রজার সহিত যোগ করিয়া কিম্বা ভুল ও বন্দ ছাপাইয়া রাখ, তদারকে এমত প্রমাণ হয় তাহাতে আমার যে ক্ষতি হইবে, তাহা তুমি বিনা আপত্তিতে পূরণ করিয়া দিবে। বেতন মাসে দশ টাকার হিঃ পাইবে। এই করারে জরিপের আমীনী সনন্দ দেওয়া গেল ইতি। সন——তাং——

আমীনের কবুলতি।

শ্রীপার্ব্বতীচরণ রায়

সাং

মহামহিম শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র পাল চৌধুরী

জমিদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীপার্ব্বতীচরণ রায়, কস্য কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। মহাশয় আমাকে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত শ্যামপুর গ্রামের মধ্যে আপনার অধিকারভুক্ত জমি সকল জরীপ করিতে নিযুক্ত করিলেন। আমি মহাশয়ের সরখৎ (স্বীকারপত্র) অনুসারে রীতিমত জরীপ করিয়া চিঠা, খতিয়ান প্রভৃতি কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়া দিব এবং প্রজাদিগের সহিত যোগ করিয়া অথবা অন্য কোন প্রকারে তঞ্চকতা করিব না; যদি করি তবে আইনমতে দণ্ডনীয় হইব। বেতন মাসে মাসে দশ টাকার হিসাবে পাইব। এতদর্থে আমীনী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কবুলতি লিখিয়া দিলাম। ইতি——তাং——

মালজামিনীপত্র।

মহামহিম শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চৌধুরী
রায় বাহাদুর মহাশয় বরাবরেষু।

শ্রী রামহরি বসু
সাং কলিকাতা।

লিখিতং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত কস্য মালজামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। শ্রীরামহরি বসুকে মহাশয়ের জমিদারী কাছারীর নায়েবী পদে নিযুক্ত করিলেন। আমি তাঁহার জামিন হইলাম, অর্থাৎ যদ্যপি তিনি আপনার কোন ক্ষতি করেন, তাহা আমি পূরণ করিয়া দিব। এতদর্থে মালজামিনী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি। সন—— তাং —— ।

সাক্ষী। শ্রী —— সাং——।

কবুলতি।

মহামহিম শ্রীযুক্ত——
জমিদার মহাশয় বরাবরেষু।

শ্রী ——
সাং ——

লিখিতং শ্রী ——সাং—— সবরেজেষ্টরি ——কস্য কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। মহাশয় আপনার জমিদারী বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত শ্যামপুর গ্রামের মধ্যে,—পূর্ব্বে,—উত্তরে,—দক্ষিণে,—পশ্চিমে যে জমি আছে, আমি তাহা পাট্টা লইবার প্রার্থনা করায়, মহাশয় ঐ জমির বাৎসরিক ২৫৲ টাকা জমা ধার্য্য করিয়া সন ১২৮১ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ১২৮৫ সালের ৩০এ চৈত্র পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর মেয়াদে আমাকে পাট্টা দিলেন। আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐ নিয়মে উক্ত জমি পাট্টা লইলাম। মহাশয়ের গোমাস্তাকে কিস্তি অনুসারে খাজনা প্রদান করিব; অন্যথা কিস্তি খেলাপী সুদ দিব। যদি কোন দৈবকারণ বশতঃ ঐ জমিতে ফসল না হয়, তথাপি আমি নিয়মিত খাজনা দাখিল করিতে ত্রুটি করিব না। খাজনা দিতে অস্বীকার করিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে ও জমি ছাড়াইয়া লইবেন। এতদর্থে কবুলতি লিখিয়া দিলাম ইতি। সন —— তাং ——

সাক্ষী। শ্রী—— নবিশন্দি, সাং —— শ্রী—— সাং——

পাট্টা।

স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুক্ত——সুচরিত্রেষু।

শ্রী সাং

কস্য শুভ পট্টকপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমার জমিদারী জিল

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শ্যামপুর গ্রামের মধ্যে, -পূর্ব্বে,— উত্তরে,—দক্ষিণে, — পশ্চিমে যে জমি আছে, তুমি তাহা জমা লইবার প্রার্থনা করাতে, তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া উহার বার্ষিক জমা ২৫ পঁচিশ টাকা ধার্য্য করিয়া সন ১২৮১ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ১২৮৫ সালের ৩০ চৈত্র পর্য্যন্ত ৫ পাঁচ বৎসর মেয়াদে তোমাকে পাট্টা দিলাম। তুমি উল্লিখিত খাজানা কিস্তি অনুসারে আমার গোমাস্তাকে প্রদান করিবে ও রীতি মত দাখিলা লইবে। অন্যথা কিস্তিখেলাপী সুদ দিবে। যদি কোন দৈব কারণবশতঃ ঐ জমিতে শস্যাদি না জন্মে, তবে খাজনা দিতে অস্বীকার করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। খাজনা দিতে ত্রুটি করিলে জমি ছাড়াইয়া লইব। এতদর্থে পাট্টা লিখিয়া দিলাম ইতি। সন— তাং—।

ইজারার দখলি।

পরগণে—,মৌজে—গ্রামের কর্মচারি,পাইক, মণ্ডল ও প্রজাবর্গানাং প্রতি লেখনং কার্য্যঞ্চাগে। বাঘা সাকিনের শ্রীকল্কিণী সরকারকে উল্লিখিত গ্রাম ইং —— ,— সন মিয়াদে ইজারা দেওয়া গেল। অতএব তোমাদিগকে লেখা যাইতেছে, তোমরা ইজারদার মজকুরের নিকট হাজির হইয়া, লগ্নীজমা বাকিপত্র ও মাল খাজানা ওয়ারহ সকল দফাস আঞ্জাম দিবা। কোন বিষয় গোপন করিবে না। ইতি। সন —— তাং— — — —।

কোবলা পত্র লিখিবার ধারা।

মহামহিম শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায,
পিতার নাম ৺ কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
সাং বালি, জিলা হুগলি। মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীনীলকমল ঘোষ, পিতার নাম ৺রামহরি ঘোষ সাং বালি পরগণে ... হাবড়া, জিলা হুগলি, কস্য পৈতৃক নাখেরাজ ব্রহ্মোত্তর জমিবিক্রয় কোবলা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। পরগণে হুগলি, সোনামুখী গ্রামের দক্ষিণে, সনাতন রায়ের মালের জমির উত্তরে, গোপীনাথ মিত্রের নাখেরাজ জমির পূর্ব্বে, পরাণ পাইকের চাকরাণ জমির দক্ষিণে, রামনিধি বিদ্যালঙ্কারের নাখেরাজ শালিজমির পশ্চিমে, আমার একবন্দে

যে ৮/ বিঘা শালিজমি আছে, তাহা মায় দলিলাদি, সুস্থ শরীরে আপন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উচিত মূল্য ২৫০১ আড়াই শত টাকা পণে মহাশয়ের নিকট বিক্রয় করিলাম। আপনি উল্লিখিত জমিতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করুন্। উহাতে আমি নিস্বত্ব হইলাম, মহাশয় দান বিক্রয়ের অধিকারী হইলেন। অতঃপর কস্মিনকালে আমি কিম্বা আমার উত্তরাধিকারীগণ কেহ উক্ত সম্পত্তির স্বত্বসম্বন্ধে কখন আপত্তি করি বা করে সে অগ্রাহ্য হইবে। এতদর্থে উপরের লিখিত জমি বিক্রয়ের সমুদায় টাকা বুঝিয়া পাইয়া কোবলা লিখিয়া দিলাম ইতি। সন——তারিখ——।

সাক্ষী। শ্রী———মবিসন্দি। সাং—— শ্রী——— সাং——।

ছাড়চিঠি।

পরগণে বোর মৌজে রামপুরের কর্ম্মচারী, মণ্ডল ও পাইক প্রভৃতি সমীপেষু।

শ্রী [illegible] [illegible]

রামপুরগ্রামের মধ্যে বৈদ্যপাড়া সাকিনের শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আসিয়া প্রকাশ করিলেন যে, উক্ত গ্রামে তাঁহার যে ১০ বিঘা জমি আটক করা হইয়াছে, তাহা তাঁহার প্রপিতামহ ৺লালচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায়ের আমল হইতে, তাঁহারা আবহমান ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন; এবং তিনি যে কাগজ পত্র দর্শাইলেন, তদ্দ্বারা এই ভোগ দখল সপ্রমাণ হইল। অতএব তোমাদিগকে লেখা যায় যে, অত্র ছাড় দৃষ্টে তোমরা উল্লিখিত দশ বিঘা জমি গঙ্গোপাধ্যায় মজকুরকে প্রত্যর্পণ করিবে, ইহাতে কোন আপত্তি করিবে না ইতি। সন—— তাং——

শুভ পুণ্যাহের চিঠি লিখিবার ধারা।

শ্রী [illegible] [illegible]

শুভমস্তু——

চিঠি তলব খাজনা মৌজে বলরামপুর পরগণে গিরিগড়, সন ১২৮১ সাল ১৩ আষাঢ়।

ইজারদার শ্রীবসন্তকুমার খাস্তগির।

আসামী ——— জুমলা ——— তঙ্কা

ইং বৈশাখ নাং আষাঢ় তিন মাহের চারিশত টাকা।

১৩ই আষাঢ় বেলা দুপ্রহরের সময় গ্রাম মজকুরের শুভ পুণ্যাহ। ঐ

দিবস পূর্ব্বাহ্নে দশঘটিকার মধ্যে তলবের বেবাক টাকা লইয়া, জমিদারী কাছারিতে হাজির হইয়া, শুভ পুণ্যাহ কার্য্য সমাধা করিবে, ইহাতে তাগিদ (ভুরা) জানিবে ইতি। সন——তাং——।

দাখিলা।

দাখিলা রূপেয়া পরগণে গিরিগড়, মৌজে বলরামপুর

সন——সাল—— তাং——।

প্রজা শ্রী—— সাং——।

নিজরোজ ——

গুজরৎ ——

মবলগে —— টাকামাত্র।

স্বাক্ষর শ্রী——

দঃ শ্রী——

দঃ তহশীলদার

চালান।

চালাম রূপেয়া পরগণে——মৌজে——

শ্রীজমিদার শ্রীযুক্ত —— সন——তাং——।

তঙ্কা——

ইরসাল খাজনা চলিত মোং——বরাবর

শ্রীযুক্ত —— খাজাঞ্চী—— মারফৎ——।

অগাজ —— টাকা—

মঃ —— টাকামাত্র।

তলবচিঠি।

চিঠি তলব খাজনা পরগণে —— মৌজে——

সন—সাল —— তাং——।

প্রজা শ্রী—— সাং ——

তোমার নিকট খাজনার দং যাহা বাকী পাওনা আছে, তাহা না দিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছ ও দিতে অবহেলা করিতেছ। এজন্য হুকুম করা যাইতেছে যে, অবিলম্বে স্বীয় দেনার বেবাক টাকা লইয়া হুজুরে হাজির করিবে।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস

সাং শিবপুর।

তাগাবি খত লিখিবার ধারা।

মহামহিম শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীশাচকড়ি ধাড়া। কস্য তাগাবি খত পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে।

আমি মহাশয়ের জাহানাবাদ পরগণা সাধিপুর তালুকের প্রজা। আমার অবস্থা অতি মন্দ, এজন্য জমি আবাদ করিবার নিমিত্ত মহাশয়ের গোমাস্তা শ্রীরাধানাথ সরকারের তহবিল হইতে নগদ ২৫৲ পঁচিশ টাকা তাগাবি কর্জ্জ লইলাম। সন মজকুরের আখিরিতে নিয়মিত সুদ সহিত সমুদায় টাকা দিব। এতদর্থে আপন খুসিতে তাগাবি কর্জ্জ লইয়া খতপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি। ১২৮১ সাল ১৫ই জ্যৈষ্ঠ।

সাক্ষী। শ্রী——— সাং ———

বাকী খাজনা নালিশের দরখাস্ত।

জিলা হাবড়ার মহামহিম মুন্সেফ মহাশয় বরাবরেষু।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ হালদার ... ... বাদী।
পিতার নাম শ্রীদিননাথ হালদার।
পেসা জমিদারী, সাং কলিকাতা।

শ্রীরামধন মণ্ডল ... ... প্রতিবাদী।
পিতার নাম শ্রীহরনাথ মণ্ডল।
পেসা গাতিদারী, সাং বেলগছিয়া, জেলা হাবড়া।

দাবী

বাকী খাজনা ১০০ টাকা

জিলা হাবড়ার কালেক্টরী তৌজীর ৩০ নং তালুক পরগণা বোরর অন্তঃপাতি বেলগেছিয়া গ্রামে আমার সম্পত্তি। উক্ত গ্রামে প্রতিবাদী ২৪ বিঘা জমির কাং ৭২ টাকার এক রায়তি জমায় ১২৫৮ সালের ২রা বৈশাখে কবুলতি দিয়া পাট্টা পাইয়া দখল করিতেছে। ঐ জমায় ১২৮০ সালের প্রাপ্য খাজনার ৭২ টাকার মধ্যে ১০ টাকা ও ১২৮১ সালের নাগাইদ আশ্বিন ৷৹ আনা তলবের প্রাপ্য ৩৬ টাকার মধ্যে ২ টাকা দিয়া, প্রতিবাদী বাকী টাকা তলব তাগাদায় না দেওয়াতে আসল ৯৬ ও তাহার কিস্তীখেলাপী সুদ ৪ টাকা একুনে ১০০ টাকা পাইবার প্রার্থনায় নালিশ করিতেছি। দাবী সপ্রমাণ করিবার জন্য রিঃ কিস্তী আদায় তহশীলের কাগজপত্রাদি দাখিল করিলাম।

আমি শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ হালদার প্রকাশ করিতেছি যে, এই দরখাস্তে লিখিত সমুদায় কথা আমার জ্ঞানমতে সত্য, আর এই দরখাস্তে স্বাক্ষর করিলাম ইতি। সন ১২৮১ তাং ২ই কার্ত্তিক।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ হালদার। সাং কলিকাতা।

উকালৎনামা নং—

মহামহিম শ্রীযুক্ত জিলা হাবড়ার মুন্সেফ মহাশয়
বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রী রামধন মণ্ডল সাং হাবড়া কস্য ওকালৎনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমার নামে জমিদার শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ হালদার এই আদালতে ১২৮১ সালে ৫ই কার্ত্তিক বাকী খাজনা ১০০ টাকা পাইবার জন্য নালিশ করিয়াছেন। অতএব ঐ মোকদ্দমায় দলিলাদি দাখিল ও সওয়াল জবাব প্রভৃতি কার্য্য করিবার জন্য সেরেস্তার উকীল বাবু শ্রীযদুনাথ সিংহ ও বাবু গঙ্গাগোবিন্দ রায়কে উকীল নিযুক্ত করিলাম। উকীলগণের মধ্যে যিনি উপস্থিত থাকিয়া আদালতে আমার তরফ যে জবাব করিবেন, ও দলিল প্রভৃতি ফেরত লইবেন, তাহা আমার স্বকৃত কার্য্যের ন্যায় জ্ঞান করিবেন ইতি। সন — তাং ——।

জামিনতি, নং।

মহামহিম শ্রীযুক্ত জিলা হাবড়ার মুন্সেফ মহাশয়
বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীরামদাস সেন কস্য জামিনতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে কলিকাতা নিবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ হালদার, হাবড়া সাকিনের রামধন মণ্ডলের নামে বাকী খাজনা পাওনা বাবতী ১০০ টাকার দাবিতে ১২৮১ সালের ৫ই কার্ত্তিকে এককেতা আরজী দিয়া নালিশ করিয়াছেন। অতএব আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রামধন মণ্ডলের জামিন লইলাম। [illegible] মোকদ্দমার আদ্যোপান্তকাল আদালতে উপস্থিত থাকিয়া [illegible] প্রত্যুত্তর করিবে। ইহার মধ্যে অনুপস্থিত হয়, উপস্থিত করি[illegible] [illegible] করিতে না পারি, বাদীর [illegible]ওনা মায় খরচা যত টা[illegible] [illegible] বিনা [illegible] প্রদান করিব, তাহাতে কোন আপ[illegible] [illegible] হইবে [illegible] তদর্থে স্বেচ্ছাক্রমে জা[illegible] [illegible] জামিনতি লিখিয়া দিলাম [illegible] সন —— তাং ——।

[illegible] সাক্ষী। [illegible] ——